দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলবেয়ার কাম্যু

দি আউটসাইডার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

এক

মা মারা গেলেন আজ। হয়ত বা গতকাল, আমি ঠিক জানি না। আশ্রম থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, তোমার মা মারা গেছেন। আগামীকাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। গভীর সমবেদনা। সুতরাং, ব্যাপারটা ঘোলাটে; হয়ত তিনি মারা গেছেন গতকাল।

বৃদ্ধদের জন্যে আশ্রমটি আলজিয়ার্স থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, মারেনগোতে। যদি দুপুরের বাস ধরি তবে হয়ত রাত হবার আগেই সেখানে পৌঁছে যাবো। তাহলে শবদেহের পাশে প্রথামত পুরো রাতটা জেগে আগামীকাল বিকেলে আবার ফিরে আসতে পারবো। কর্তাকে বলে দু'দিনের ছুটি নিলাম আর স্বাভাবিকভাবে এ অবস্থায় তিনি নাও করতে পারেন না। তবুও মনে হলো তিনি যেন খানিকটা বিরক্ত হয়েছেন এবং আমি কিছু না ভেবেই তখন তাকে বললাম, "দুঃখিত স্যার, কিন্তু আপনি জানেন দোষটা আমার নয়।"

পরে অবশ্য আমার মনে হলো, কথাটা না বললেও চলতো। কৈফিয়ত দেয়ার কোন কারণই আমার থাকতে পারে না; বরং তারই উচিত ছিল আমাকে সমবেদনা ইত্যাদি জানানো। বোধ হয় পরশু তিনি তা আমাকে জানাবেন যখন দেখবেন আমি কালো পোষাক পরে অফিসে এসেছি। কিন্তু এখন প্রায় মনে হচ্ছে মা যেন মরেন নি। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এই মারা যাওয়াটা সবার কাছে পরিষ্কার করবে।

দুটোর বাস ধরলাম। দুপুরটি ছিল গনগনে। রোজকার মতো, দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম সেলাস্তির রেঁস্তোরায়। সবাই দুঃখ প্রকাশ করলো এবং সেলাস্তি বললো, "মা'র মতো পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।" বিদায় নেয়ার সময় সবাই আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলো। রওয়ানা দেওয়ার তাড়াহুড়োয়, শেষ মুহূর্তে ইমানুয়েলের বাসায় যেতে হলো কালো টাই আর শোকের কালো ফিতে ধার নেয়ার জন্যে। মাত্র মাসখানেক আগে তার চাচা মারা গেছেন।

ছুটতে হয়েছিলো বাস ধরার জন্যে। মনে হয়, অমনভাবে তাড়াহুড়ো করার জন্যে, এবং রাস্তা ও আকাশ থেকে ছুটে আসা আলোক ঝলক, পেট্রোলের গন্ধ, বাসের ঝাঁকি সব মিলে আমাকে করে তুলেছিলো তন্দ্রালস। যা হোক, প্রায় পুরোটা পথ ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি পাশে এক সৈনিকের কাঁধে মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
রেখে ঘুমোচ্ছি। হেসে সে জিজ্ঞেস করলো, আমি বহুদূর থেকে আসছি কিনা। কথা কমাবার জন্যে খালি মাথা নাড়লাম। কথা বলার ইচ্ছে তখন আমার ছিল না।

আশ্রমটি গ্রাম থেকে মাইল খানেকের কিছু বেশি দূরে। হেঁটেই চলে গেলাম সেখানে। পৌঁছেই ঠিক তখন তখনই আমি মা'কে দেখতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু দারোয়ান জানালো, প্রথমে আমাকে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওয়ার্ডেন তখন ব্যস্ত, সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে খানিকটা। দারোয়ান এ সময়টুকু আমার সঙ্গে কথা বলে কাটালো তারপর নিয়ে গেল অফিসে। ওয়ার্ডেন মানুষটি ছোটখাট, মাথার চুল ধূসর আর বাটন হোলে লাগানো লিজিয়ন অফ অনারের গোলাপ। তিনি তার টলটলে নীল চোখ মেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর আমরা হাত মেলালাম এবং এতো দীর্ঘক্ষণ তিনি আমার হাত ধরে রাখলেন যে রীতিমতো অস্বস্তি লাগছিলো। তারপর এক অফিস রেজিস্ট্রার বের করে আমার সামনে রেখে বললেন, "মাদাম মারসো এ আশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন তিন বছর আগে। তার নিজের কোন সামর্থ্য ছিল না এবং সম্পূর্ণভাবে তিনি নির্ভরশীল ছিলেন তোমার ওপর।"

আমার মনে হলো, তিনি বোধ হয় আমাকে কোন কিছুর জন্যে দোষ দিতে চাচ্ছেন। সুতরাং কৈফিয়ৎ দেয়া শুরু করলাম। কিন্তু আমাকে তিনি থামিয়ে দিলেন, "তোমার কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না হে। আমি পুরো কাগজপত্র দেখেছি, তোমার এমন কোন ভালো অবস্থা ছিল না যে তুমি তোমার মা'র যত্ন নিতে পারো ভালোভাবে। সব সময় দেখাশোনার জন্যে তার একজনের দরকার ছিল। আর তোমরা ছেলে ছোকরারা যা চাকরি করো তাতে মনে হয় না তো খুব একটা রোজগার করো। যা হোক, তোমার মা এখানে বেশ সুখী ছিলেন।"

'জ্বী স্যার, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।' বললাম আমি। তারপর তিনি যোগ করলেন : 'এখানে তার ভালো কিছু বন্ধু ছিল, তার মতোই বৃদ্ধ সব। আর বোধ হয় জানো, সবাই নিজ নিজ জেনারেশনের লোকদেরই পছন্দ করে বেশি। বয়স তোমার কম সুতরাং তুমি তার খুব ভালো সঙ্গী হতে পারতে না।'

কথাটা আসলে ঠিক। যখন আমরা এক সঙ্গে থাকতাম তখন মা আমাকে নজরে রাখতেন ঠিকই তবে ক্বচিৎ আমরা কথা বলতাম। আশ্রমে কয়েক সপ্তাহ তিনি বেশ কান্নাকাটি করেছিলেন। কারণ আশ্রমে তখনও তিনি অভ্যস্ত হন নি। তার একমাস কি দু'মাস পর যদি তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করার কথা বলা হতো তাহলে বোধহয় তিনি কাঁদতেন। তাই গত কয়েক বছর আমি তাঁকে ক্বচিৎ দেখতে যেতাম। কিন্তু তাতেও আমার রোববারটা নষ্ট হতো—বাস ধরার ঝামেলা, টিকেট করা, আসা যাওয়ার দু'ঘণ্টার কথা না হয় বাদই দিলাম।

ওয়ার্ডেন কথা বলে চলছিলেন। কিন্তু কান আমার সেদিকে ছিল না। অবশেষে তিনি বললেন, 'এখন বোধহয় তুমি তোমার মাকে দেখতে চাও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে তিনি আমায় নিয়ে চললেন। কথা বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় তিনি বললেন, 'মৃতদেহ আপাতত আমি আমাদের ছোট শবাগারে সরিয়ে রেখেছি—বুঝতেই পারছো যাতে অন্যরা উতলা না হয়। এখানে কেউ মারা গেলে, দু'একদিন সবাই বড় উদ্বিগ্ন থাকে। যার অর্থ, অবশ্যই আমাদের কর্মচারীদের জন্যে বাড়তি কাজ আর ঝামেলা।'

আমরা একটা উঠোন পেরুলাম যেখানে বেশ কিছু বৃদ্ধ ছোট ছোট জটলা বেঁধে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। আমরা কাছে আসতেই তারা চুপ মেরে গেলেন। তারপর আমাদের পিছে আবার কথা শুরু হলো। তাদের কণ্ঠস্বর আমাকে খাঁচায় বন্দী টিয়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। অবশ্য তাদের গলার স্বর তত তীক্ষ্ণ ছিল না। আমরা গিয়ে থামলাম ছোট এক নীচু বাড়ীর সামনে।

'সুতরাং, তোমাকে আমি এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি মঁসিয়ে মারসো। কোন কিছুর দরকার হলে বলো, অফিসে আছি আমি। আগামীকাল সকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে বলে আমরা ঠিক করেছি। সুতরাং পুরো রাতটাই তুমি তোমার মা'র কফিনের পাশে কাটাতে পারবে এবং তোমার ইচ্ছেও বোধহয় তাই। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার মা'র বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তার ইচ্ছে ছিল তাকে যেন চার্চের নিয়ম অনুযায়ী কবর দেয়া হয়। আমি অবশ্য এর বন্দোবস্ত করে রেখেছি। তবুও কথাটা তোমাকে জানানো মনে করলাম।'

ধন্যবাদ জানালাম তাকে। যদ্দূর জানি, আমার মা জীবদ্দশায় নাস্তিক ছিলেন না, তবে ধর্মের প্রতিও মনোযোগ দেননি কখনও।

শবাগারে প্রবেশ করলাম। উঁচু স্কাইলাইট দেয়া, চুনকাম করা, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে এক ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে আছে কয়েকটা চেয়ার আর কাঠের তৈরী কয়েকটা খুঁটি, যার উপর সাময়িকভাবে কিছু রাখা যেতে পারে। এরকম দু'টো খুঁটির উপর কফিনটা রাখা। কফিনের ঢাকনা বসানো কিন্তু আঁটা হয়নি স্ক্রু এবং দাগপড়া আখরোট কাঠের ওপর সেগুলির ধাতুর মাথা জেগে আছে। একজন নার্স, বোধহয় কোন আরব রমণী, বসেছিলো কফিনের পাশে, পরনে তার নীল স্মোক, চুল বাঁধা এক জমকালো স্কার্ফ দিয়ে।

ঠিক সে সময় বুড়ো দারোয়ানটা এসে হাজির। বোধহয় দৌড়ে এসেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

'কফিনের ঢাকনা আমরা বন্ধ করে রেখেছি। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আপনি এলে যেন ঢাকনা খুলে দিতে যাতে আপনি তাকে দেখতে পারেন।' বলে, যখন সে কফিনের দিকে যাচ্ছিলো তখন আমি তাকে কষ্ট করতে মানা করলাম।

'অ্যাঁ কি?' একটু অবাক হলো সে, 'আপনি চান না যে আমি ...?'

'না' বললাম আমি।

স্ক্রু ড্রাইভার পকেটে রেখে সে তাকালো আমার দিকে। বুঝলাম, আমার না বলা উচিত হয়নি এবং ব্যাপারটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেললো। কিছুক্ষণ আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
নিরীক্ষণ করে সে বললো, 'কেন, না কেন?' গলার স্বর তার ক্ষুব্ধ নয়, শুধুমাত্র জানতে চাওয়ার জন্যেই এই প্রশ্ন।

'দেখ, আমি ঠিক বলতে পারছি না।' উত্তর দিলাম আমি।

সে তার সাদা গোঁফ জোড়া কিছুক্ষণ পাকালো। তারপর শান্তভাবে বললো, 'আমি বুঝেছি।'

দারোয়ানটি দেখতে মন্দ নয়, চোখ তার নীল আর গাল দুটো রক্তিম। আমাকে কফিনের পাশে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে নিজে ঠিক তার পিছে বসলো। নার্স উঠে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। যখন সে যাচ্ছিলো তখন দারোয়ানটি আমার কানে কানে বললো, 'আহ, বেচারীর টিউমার হয়েছে।' আমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলাম নার্সটিকে। তার চোখের নীচে দিয়ে মাথার চারপাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কেউ তার মুখের দিকে তাকালে সাদাই দেখবে।

নার্স চলে যেতেই দারোয়ান উঠে দাঁড়ালো। 'এখন আপনাকে একলা ছেড়ে যাচ্ছি।'

জানি না আমি কোনো ইশারা করেছিলাম কিনা, কিন্তু দারোয়ান চলে যাওয়ার বদলে থামলো। আমার পিছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, এ অনুভূতিটা মনে জাগতেই অস্বস্তি লাগলো। সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো। পুরো ঘরে অস্তগামী সূর্যের নরম আলো। মাথার ওপর স্কাইলাইটের কাছে গুঞ্জন করছিলো দু'টি ভ্রমর। খুব ঘুম পাচ্ছিলো আমার, চোখ খোলা রাখতে পারছিলাম না। পেছন না ফিরেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'ক' বছর এই আশ্রমে সে চাকরি করছে? 'পাঁচ বছর।' এবং উত্তরটা এমনভাবে এলো যে শুনে মনে হলো, সে বুঝি কোন প্রশ্নের অপেক্ষায়ই ছিল।

তারপর সে মুখ খুললো। দশ বছর আগে যদি কেউ তাকে বলতো যে, মারেনগোর এই আশ্রমে সে একজন সাধারণ দারোয়ান হয়ে দিন কাটাবে, তা হলে তখন হয়ত সে তা বিশ্বাস করত না। বয়স তার চৌষট্টি, বললো সে, আর জন্ম প্যারিসে।

সে একথা বলার পর কিছু না ভেবেই মাঝখানে বলে বসলাম, 'ওহ্, তাহলে তুমি এখানকার লোক নও?'

আমার হঠাৎ করে তখন মনে হলো, ওয়ার্ডেনের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় মা'র সম্পর্কে আমাকে সে কিছু বলেছিলো। বলেছিলো, মাকে একটু তাড়াতাড়ি কবর দিতে, কারণ এই জায়গায় গরমটা একটু বেশি। 'প্যারিসে মৃতদেহ তারা তিনদিন পর্যন্ত রেখে দেয়, কোন কোন সময় চারদিন।' তারপর সে জানালো, জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে তার প্যারিসে, তাই প্যারিসকে সহজে সে ভুলতে পারে না। 'এখানে সব কিছু তাড়াতাড়ি হয়। কেউ মারা গেলে সে যে মরেছে, এ কথাটা ভাববার অবকাশ না দিয়েই মৃতদেহের সৎকার হয়ে যায়।' 'অনেক হয়েছে।' বলল ওর বউ, 'এসব বাজে কথা এ ভদ্রলোককে বলা কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তোমার উচিত হচ্ছে?' সে তখন লজ্জা পেয়ে বারবার আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। বললাম, এমন কিছুই হয়নি যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে। আসল কথা, তার কথাবার্তা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। কারণ, এসব কথা আগে কখনও আমার মনে হয়নি।

তারপর সে বললো, প্রথমে এই আশ্রমে ঢুকেছিলো সে সাধারণ একজন আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে। কিন্তু শরীর মন সজীব ছিল তখনও, তাই দারোয়ানের চাকরিটা খালি হলে সে নিজেই তাতে বহাল হতে চেয়েছিলো।

বললাম, তাহলে, অন্যান্যদের মতো সে-ও একজন আশ্রমবাসী। কিন্তু তাতে সে কোন উত্তর দিল না। সে 'একজন কর্মচারীর মতো।' আগেই খেয়াল করেছিলাম, তার বয়সী বৃদ্ধদের সে 'তারা' বা 'সেইসব বুড়ো' বলে সম্বোধন করছিলো। তবুও তার মনোভাব অনুভব করতে পারছিলাম। দারোয়ান হিসেবে ছিল তার খানিকটা দাপট আর খানিকটা কর্তৃত্ব।

ঠিক সে সময় নার্স ফিরে এলো। সন্ধ্যা নেমে এলো যেন খুব তাড়াতাড়ি। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে মনে হচ্ছিলো কালো। দারোয়ান বাতি জ্বেলে দিলো। বাতির প্রথম আলোয় চোখে ধাঁধাঁ দেখলাম।

সে তখন প্রস্তাব করলো খাবার ঘরে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিতে। কিন্তু আমার খুব একটা ক্ষিধে ছিল না। তখন সে প্রস্তাব করলো, আমাকে সে এককাপ কাফে অ ল্যা খাওয়াতে পারে। পানীয়টি আমার প্রিয় তাই বললাম, 'ধন্যবাদ।' কয়েক মিনিট পর সে ফিরে এলো ট্রে হাতে। কফি খাবার পর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু মা'র সামনে—এই অবস্থায় সিগারেট খাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। খানিকটা ভেবে দেখলাম, না এতে কিছুই যায় আসে না। তাই দারোয়ানকে একটা সিগারেট দিলাম তারপর দু'জনে তা টানতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার সে কথা বলা শুরু করল, 'জানেন, আপনার মা'র বন্ধুরা এখুনি আসবে আপনার সঙ্গে মৃতদেহের পাশে বসে, রাত জাগতে। আমাদের এখানে কেউ মারা গেলে আমরা তার মৃতদেহের পাশে বসে রাত জাগি। যাই দেখি, কিছু চেয়ার আর একপট কালো কফি যোগাড় করা যায় কিনা।'

সাদা দেয়ালে বাতির উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হওয়ায় চোখে লাগছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, একটা বাতি সে নিভিয়ে দিতে পারে কিনা। 'কিছুই করার নেই', বললো সে, 'তারা এমনভাবে বাতিগুলোর বন্দোবস্ত করেছে যে হয় সব কটিই জ্বলবে না হয় একটিও জ্বলবে না।' এ কথার পর আর তার দিকে নজর দিলাম না। সে বাইরে থেকে কিছু চেয়ার এনে কফিনের চারপাশে সাজিয়ে রাখলো। একটিতে রাখলো একপট কফি আর দশ বারোটি পেয়ালা। সব গুছিয়ে রেখে, মা'র অন্যদিকে, আমার মুখোমুখি সে বসলো। নার্সটি ঘরের অন্য পাশে, আমার দিকে ছিল তার পিঠ। সে কি করছিলো তা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
কিন্তু তার হাঁত নাড়া দেখে মনে হলো সে কিছু একটা বুনছে। খুব আরাম লাগছিলো আমার, কফি তুলেছিলো আরো চাঙ্গা করে। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছিলো ফুলের সুবাস, স্পর্শ পাচ্ছিলাম রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের। মনে হয়, কিছুক্ষণ ঝিমিয়েছিলামও।

সরসর এক আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ বন্ধ করার পর মনে হয়েছিলো ঘরের বাতিগুলি যেন আরো জোরালো হয়ে জ্বলছে। কোথাও কোন ছায়ার চিহ্ন মাত্র নেই। এবং প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি বাঁক বা কোণের বহিরেখা ভেসে উঠছিলো চোখের সামনে। মা'র বন্ধু, বৃদ্ধরা সব ঘরে ঢুকছিলেন। গুনলাম, মোট দশজন। প্রায় শব্দহীনভাবে সন্ধ্যা ছ'টায় যেন তারা ভেসে এলেন। চেয়ারে যখন তারা বসলেন তখন বিন্দুমাত্র শব্দ হলো না। আমার জীবনে এতো পরিষ্কারভাবে আমি কাউকে দেখিনি; তাদের কাপড় চোপড় বা চেহারার কোন ডিটেল আমার নজর এড়ালো না। কিন্তু, তবুও তাদের কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না, এবং বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো যে তারা সত্যিই বিদ্যমান।

প্রায় প্রতিটি মহিলার পড়নে এপ্রোন। কোমরে শক্ত করে বাধা ছিল এপ্রোনের দড়ি। এতে তাদের পেটগুলোকে বেশ বড় লাগছিলো। বৃদ্ধাদের এতোবড় পেট আগে আমার নজরে পড়েনি। তবে অধিকাংশ বৃদ্ধই বেতের মতো শুকনো এবং সবার হাতে লাঠি। তাদের যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছিলো তাহলো, তাদের মুখের দিকে তাকালে চোখ নজরে পড়ছিলো না। চোখগুলিকে দেখা যাচ্ছিলো বলিরেখার জালে আটকে থাকা ঘোলাটে আলোর মতো।

চেয়ারে বসে তারা তাকালেন আমার দিকে। দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে ঠোঁট চুষতে চুষতে অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়লেন তারা। আমি বুঝতে পারছিলাম না, তারা কি আমায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, না কিছু বলতে চাইছেন, না এটা বয়সের দোষ। ভাবতে চাইলাম তারা বোধ হয় তাদের মতো করে আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ছিল অদ্ভুত। দারোয়ানকে ঘিরে থাকা ঐ বৃদ্ধের দল নিষ্কম্প চোখে আমাকে দেখছে আর মাথা নাড়ছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, তারা আমার বিচার করতে বসেছেন।

মিনিট কয়েক পরে একজন মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় সারিতে বসে ছিলেন তিনি। তার সামনে একজন মহিলা থাকায় তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝে থেমে তিনি ঢোক গিলছিলেন। মনে হচ্ছিল, তার এ কান্না বোধহয় আর কখনো থামবে না। অন্যেরা এর প্রতি তেমন নজর দিচ্ছিলো না। নিথর হয়ে বসেছিলেন তারা চেয়ারে, তাকাচ্ছিলেন কখনো কফিনের দিকে, কখনো বা নিজেদের লাঠির দিকে অথবা অন্য কোন জিনিসের দিকে। আর যেটার দিকেই তাকাচ্ছিলেন সেটা থেকে আর চোখ ফেরাচ্ছিলেন না। মহিলাটি কাঁদছিলেন তখনও। তাকে আমি চিনিনে কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছিলো তার কান্না থামানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
উচিত। কিন্তু কিছু করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। খানিক পর, সেই দারোয়ানটি মাথা নুইয়ে ফিসফিস করে তাকে যেন কি বললো। তিনিও মাথা নেড়ে অস্পষ্টভাবে কিছু বললেন যা আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি ঠিক আগের মতোই ফোঁপাতে লাগলেন।

দারোয়ান উঠে দাঁড়ালো। চেয়ার নিয়ে এসে বসলো আমার পাশে। প্রথমে সে রইলো চুপ করে। তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে বলতে লাগলো, 'আপনার মা'র খুব ভক্ত ছিলেন এই মহিলা। তার মতে, এ পৃথিবীতে আপনার মা'ই ছিলেন তাঁর একমাত্র বন্ধু। কিন্তু এখন তিনি একেবারে একলা।'

কিছুই বলার ছিল না আমার। নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে মহিলার ফোঁপানি ও ঢোক গেলাও কমে এলো। এবং এক সময় থেমে গেল ফোঁপানিও। নাক ঝেড়ে বসে রইলেন তিনি চুপচাপ।

আমার ঝিমুনি কেটে গিয়েছিলো, ক্লান্ত লাগছিলো খুব আর পা'টাও কামড়াচ্ছিলো ভীষণভাবে। এখন বুঝলাম, এই লোকদের নিস্তব্ধতা চেপে বসেছে আমার স্নায়ুর ওপর। খালি অদ্ভুত ধরনের একটা শব্দ হচ্ছিলো, বেশ থেমে থেমে এবং প্রথমে তা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যাক, কিছুক্ষণ মনোযোগ দেয়ার পর বুঝলাম এ কিসের শব্দ।

বুড়ো লোকগুলি গালের ভেতরটা চুষছিলো জিভ দিয়ে, তাই শব্দ হচ্ছিলো অমন যা আমার কাছে হয়ে উঠেছিলো রহস্যময়। নিজেদের চিন্তায় তারা এতো মগ্ন ছিলেন যে, তারা কি করছেন তা তারা নিজেরাও খেয়াল করছিলেন না। আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছিলো যে, তাদের মাঝে রাখা মৃতদেহটাকে বুঝি তারা আমল দিচ্ছেন না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ধারণাটা ছিল ভুল।

দারোয়ান সবাইকে কফি দিলে আমরা তা পান করলাম। তারপর আমার আর তেমন কিছু মনে নেই; কোন রকমে কেটে গেল রাতটা। একটা জিনিস শুধু মনে আছে। একসময় হঠাৎ আমি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম বুড়োরা সব ঘুমুচ্ছে। জেগে রয়েছে শুধু একজন। দু'হাতে লাঠিটা চেপে ধরে তার ওপর থুতনি রেখে কঠোরভাবে তাকিয়েছিলেন তিনি আমার দিকে যেন অপেক্ষা করছিলেন আমার ঘুম ভাঙ্গার। তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর কিন্তু আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কারণ পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছিলো।

ভোরের ম্লান আলো দেখা গেল স্কাইলাইট দিয়ে। কয়েক মিনিট পর জেগে উঠলেন একজন তারপর শুরু করলেন কাশতে। বড় একটা নক্সা করা রুমালে মুখ রেখে কাশছিলেন তিনি। কাশির শব্দ শুনে মনে হচ্ছিলো বুঝি তিনি বমি করার চেষ্টা করছেন। একে একে জেগে গেল সবাই তারপর। দারোয়ান বললো, 'যাবার সময় হয়েছে এখন।' শুনে তারা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। রাতে ভালো ঘুম না হওয়ার ফলে মুখ তাদের হয়ে গেছে লম্বাটে আর পাংশুটে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
যে, যাবার আগে সবাই তারা করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে, যেন এক রাতে আমরা কত অন্তরঙ্গ হয়ে গেছি যদিও সারারাত আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি।

বেশ ক্লান্ত লাগছিলো। দারোয়ান আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলে নিজেকে খানিকটা পরিপাটি করে নিয়েছিলাম। আমাকে সে আরো খানিকটা দুধ মেশানো কফি দিলো যা আমাকে তুলেছিলো চাঙ্গা করে। বাইরে যখন বেরোলাম, সূর্য তখন বেশ উপরে উঠে গেছে। মারেনগো আর সমুদ্রের মাঝে পাহাড় চুঁড়োয় আকাশ হয়ে উঠেছে রক্তিম। ভোরের বাতাস বইছিলো যাতে ছিল স্নিগ্ধ লোনা স্পর্শ। মনে হচ্ছিলো, দিনটা খুব ভালো যাবে। অনেকদিন গ্রামে আসিনি আমি। এবং দেখলাম ভাবছি, মা'র এই ব্যাপারটা না থাকলে কি চমৎকার ভাবেই না খানিকটা হেঁটে বেড়াতে পারতাম।

উঠোনের এক প্লেন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভিজে মাটির গন্ধ নিলাম আর তারপর দেখলাম, আমার আর ঘুম পাচ্ছে না। অফিসের সহকর্মীদের কথা চিন্তা করলাম এরপর। ঠিক এসময় ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাওয়ার জন্য তারা তৈরি হচ্ছে। এ সময়টা ছিল আমার জন্যে সবচেয়ে বিশ্রী সময়। দশ মিনিট কি আরো কিছুক্ষণ আমি এসব ভাবলাম। তারপর ঘরের ভেতর বেজে ওঠা ঘন্টার শব্দ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। জানালার বাইরে থেকে দেখছিলাম কারা যেন ভেতরে চলাফেরা করছে। ফের সব শান্ত হয়ে গেল। সূর্য উঠে গেল আরেকটু ওপরে, পা তেতে ওঠা শুরু করেছে। উঠোন পার হয়ে দারোয়ান কাছে এসে জানালো ওয়ার্ডেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। গেলাম তার অফিসে। কিছু কাগজপত্র দিলেন তিনি সই করার জন্যে। পিন-স্ট্রাইপ পাতলুন পরনে তার, সব কিছু কালো। ফোনের রিসিভারটা তুলে তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'শববহনকারী লোকেরা এসেছে কিছুক্ষণ আগে। তারা এখনই কফিনের স্ক্রু আটকাবে। আমি কি তাদের খানিকটা অপেক্ষা করতে বলবো যাতে তোমার মা'কে শেষবারের মতো দেখতে পাও?'

'না,' বললাম আমি।

গলা নামিয়ে কি যেন বললেন তিনি টেলিফোনে। 'ঠিক আছে ফিজেক, লোকজনদের সেখানে যেতে বলো।'

তারপর তিনি জানালেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনি যাবেন। ধন্যবাদ জানালাম তাকে। খাটো পা দুটি মেলে দিয়ে, ডেস্কের পেছনে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। বললেন, নার্স ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমি এবং তিনিই একমাত্র শোককারী। কারণ আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী আশ্রমের কেউ শবানুগমন করতে পারবে না। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগের রাত্রিতে মৃতদেহের পাশে বসে তারা রাত জাগতে পারে।

'এটা তাদের জন্যেই' ব্যাখ্যা করলেন তিনি, 'যাতে তারা কাতর না হয়ে পড়ে। কিন্তু, আজ আমি তোমার মা'র পুরানো এক বন্ধুকে শবানুগমনের বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
অনুমতি দিয়েছি। থমাস পিরেজ তার নাম,' হাসলেন ওয়ার্ডেন, 'গল্পটা বেশ করুণ বটে। সে আর তোমার মা অভিন্ন হয়ে উঠেছিলো। আশ্রমের অন্য বৃদ্ধরা ঠাট্টা করে বলতো যে, পিরেজ একজন ফিঁয়াসে পেয়েছে। তোমরা বিয়ে করছো কবে? জিজ্ঞেস করতো তারা। হেসে উড়িয়ে দিতো সে প্রসঙ্গটি। অনেকটা তামাশার মতো হয়ে গিয়েছিলো ব্যাপারটি। সুতরাং বুঝতেই পারছো, তোমার মা'র মৃত্যুতে সে কতটা আঘাত পেয়েছে। ভেবে দেখলাম, শবানুগমনের অনুমতি না দিলে খারাপ দেখাবে। তবে আমাদের ডাক্তারের পরামর্শে তাকে রাত জাগতে দেইনি।'

তারপর আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। খানিক পর ওয়ার্ডেন চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আরে ঐ তো, মারেনগোর পাদ্রী চলে এসেছেন। অবশ্য সময়ের খানিকটা আগেই এসেছেন।' তিনি আমায় জানালেন, হেঁটে গীর্জায় পৌঁছতে লাগবে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। কারণ, গীর্জা গ্রামের একেবারে ভেতরে। তারপর নিচে নেমে এলাম আমরা।

সাময়িক শবাগারের দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পাদ্রী। সঙ্গে তার দু'জন অধস্তন কর্মচারী। তাদের একজনের হাতে রূপোর ধূপাধার। পাদ্রী তার উপর ঝুঁকে ধূপাধারের রূপোর শিকলটা ঠিক করছিলেন যেটার সঙ্গে তা লটকে ছিল। আমাদের দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, আমাকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করে কিছু কথা বললেন। তারপর আমাদের নিয়ে ঢুকলেন ভেতরে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, চারজন লোক কালো পোষাক পরে কফিনের পিছে দাঁড়িয়ে আর কফিনের ঢাকনাটা আটকানো স্ক্রু দিয়ে। ঠিক সে সময় ওয়ার্ডেন বললেন, 'শবাধার নেয়ার গাড়ি এসেছে।' পাদ্রী শুরু করলেন তার প্রার্থনা। তারপর সবাই যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। সেই চারজন এক টুকরো কালো কাপড় নিয়ে এগিয়ে গেল কফিনের দিকে আর আমি, পাদ্রী এবং অন্যান্যরা ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম বাইরে। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার পাশে। আগে কখনও আমি দেখিনি তাকে। 'ইনি মঁসিয়ে মারসো', ওয়ার্ডেন বললেন মহিলাটিকে। আমি তার নামটা ঠিক ধরতে পারলাম না, কিন্তু মনে হল তিনি বোধ হয় এই আশ্রমের নার্স। তার সঙ্গে যখন পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো তখন মাথা নিচু করে তিনি আমায় অভিবাদন জানালেন। তার দীর্ঘ কৃশ মুখে বিন্দুমাত্র হাসির রেশ ছিল না। আমরা সব দাঁড়ালাম দরজার একপাশে; কফিন বের করা হলে পর পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়ালাম সদর দরজার কাছে। সেখানে শবাধার নেয়ার জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। গাড়িটা আয়তাকার, মসৃণ এবং কালো রঙের। গাড়িটা আমাকে মনে করিয়ে দিল অফিসের কলমদানীর কথা।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলো ছোটখাট এক মানুষ। পরনে সুন্দর অথচ অদ্ভুত পোষাক। বুঝলাম, তার কাজ হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ দেখাশোনা করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
অনেকটা অনুষ্ঠানের কোন কর্তা ব্যক্তির মতো। তার পাশে লাজুক এবং অপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়েছিলেন মা'র বিশেষ বন্ধু মিঃ পিরেজ। মাথায় তার নরম একটা ফেল্ট হ্যাট। চুঁড়োটা যার পুডিংয়ের মতো উঁচু আর ধারটা বেশ বড়— কফিনটা দরজার কাছে আসতেই তিনি মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিলেন। পরনে তার কালো একটা টাই যা তার উঁচু ডবল সাদা কলারের তুলনায় খুব ছোট। ব্রণময় গোল নাকের নিচে তার ঠোঁট দুটি কাঁপছিলো। কিন্তু যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তাহলো, তার কান, দোদুল্যমান রক্তিম কান যা মোমের মতো হালকাভাবে তার গালের দু'পাশে ঝুলে রয়েছে। আর কানের চারপাশে সিল্কের মতো সাদা পশম।

শববহনকারীদের একজন জায়গা ঠিক করে দিলো আমাদের। শববহনকারী যানের আগে পুরোহিত, দু'পাশে কালো পোষাক পরা চারজন, তারপর আমি আর ওয়ার্ডেন এবং সবশেষে নার্স আর বুড়ো পিরেজ।

আকাশটা ভেসে যাচ্ছিলো আলোর বন্যায়। বাতাসও উঠছিলো তেতে। গরম বাতাসের হলকা অনুভব করছিলাম পিঠে। আর আমার কালো স্যুট অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছিলো। বুঝতে পারছিলাম না কেন এতক্ষণ সৎকারের জন্যে আমরা অপেক্ষা করলাম। টুপিটা পড়েছিলেন বুড়ো পিরেজ এখন আবার তা খুলে ফেললেন। একটু সরে আমি তাকে দেখছিলাম আর ওয়ার্ডেন আমাকে তার সম্পর্কে আরো কিছু বলছিলেন। মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, প্রায়ই নমিত বিকেলে আমার মা আর বৃদ্ধ পিরেজ এক সঙ্গে দীর্ঘপথ হাঁটতেন। মাঝে মাঝে গ্রাম পর্যন্ত যেতেন হেঁটে। অবশ্য সঙ্গে থাকতো একজন নার্স।

গ্রামের দিকে তাকালাম। সাইপ্রেসের সারি যেন পাহাড় আর তারপর দিগন্তে গিয়ে ঠেকেছে। উষ্ণ লাল মাটি মিশে গেছে সবুজের সঙ্গে। এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা নিঃসঙ্গ বাড়ি। মা'র অনুভূতিটা অনুভব করতে পারছিলাম। এদিকের বিকেলটা নিশ্চয় বোধহয় শোকের মতো। এখন সকালের প্রখর তাপে সবকিছু ঝলসাচ্ছে। তাই নিসর্গকে মনে হচ্ছে খানিকটা অমানুষিক, নিষ্ঠুর।

অবশেষে, আমরা একটা বাঁক পেরুলাম। আর তখনই লক্ষ্য করলাম, পিরেজ একটু খোঁড়াচ্ছেন। গাড়িটার গতি যতই বাড়ছিলো বৃদ্ধ ততই তাল হারিয়ে ফেলছিলো। আরেকজনও পিছিয়ে পড়ে আমার গতিতে চলে এলেন। সূর্যের খুব দ্রুত উপরে উঠে যাওয়া দেখে আশ্চর্য হলাম। বাতাসে পোকা-মাকড়ের শব্দ। ঘাসের তেতে ওঠার সরসর আওয়াজ। মুখ বেয়ে ঝরছিলো ঘাম। যেহেতু সঙ্গে আমার কোন টুপি ছিল না তাই রুমাল দিয়ে বাতাস খাবার চেষ্টা করছিলাম।

সেই পিছিয়ে পড়া ভদ্রলোক কি যেন আমাকে বললেন। ঠিক ধরতে পারলাম না। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে ধরে থাকা রুমাল দিয়ে মাথা মুছলেন। ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন টুপিটা। জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাকে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বলছিলেন। উপরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আজকের রোদটা খুব কড়া, তাই না?'

'হ্যাঁ' বললাম আমি।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন, 'যাকে কবর দেয়া হচ্ছে তিনি আপনার মা?'

'হ্যাঁ' আবার বললাম আমি।

'তার বয়স হয়েছিলো কত?'

'এই আর কি ' আসলে আমি ঠিক জানতাম না মার বয়স ছিল কত।

তারপর চুপ করে রইলেন তিনি। পিছন ফিরে দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন পিরেজ। একহাতে রাখা টুপিটা দোলাচ্ছেন, গতির সঙ্গে তাল রাখার জন্যে। আমি ওয়ার্ডেনের দিকেও একবার তাকালাম। তিনি সতর্কভাবে মাপা পা ফেলে হাঁটছিলেন। কপালে তার ঘামের ফোঁটা কিন্তু তা মুছবার কোন চেষ্টাই তিনি করছিলেন না।

মনে হলো, আমাদের মিছিলটা যেন একটু দ্রুত তালে এগুচ্ছে। যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম, সেদিকেই দেখছিলাম আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া গ্রামের নিসর্গ। আকাশটা এতো ঝকঝকে যে উপরের দিকে চোখ তোলার সাহস পাচ্ছিলাম না। শেষে, আমরা আলকাতরা দেয়া এক নতুন রাস্তায় এসে উঠলাম। গরমে গলে যাচ্ছে আলকাতরা। আর যিনিই আলকাতরায় পা রাখছেন তারই পায়ের ছাপ পড়ছে সেখানে। উজ্জ্বল কালো ছাপ। গাড়োয়ানের জাঁকালো কালো টুপিটাকে শবযানের মাথায় ঐ চটচটে বস্তুর স্তূপের মতো লাগছে। এটা সবাইকে এনে দিচ্ছে এক স্বপ্নিল ভাব। নীল-সাদা তাপের তরঙ্গ উপরে আর চারদিকে এই কালো। শবযানের চকচকে কালো, লোকদের পোষাকের ম্লান কালো আর রাস্তায় পায়ের ছাপের রূপোলী কালো। এছাড়া আছে গন্ধ। গরম চামড়া এবং শবযানের ঘোড়ার মলের গন্ধ, আর ধূপের ধোঁয়ার সরু রেখা। এগুলো এবং গতরাতে না ঘুমানোর দরুন আমার চোখ আর ভাবনাগুলি যাচ্ছিলো জড়িয়ে।

আমি আবার পিছন ফিরে তাকালাম। পিরেজকে যেন মনে হচ্ছিলো বহুদূরে, চোখ ঝলসানো রোদে প্রায় অস্পষ্ট। তারপর তিনি মিলিয়ে গেলেন একেবারে। এটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম আমি। ভাবলাম, বুঝি পথ ছেড়ে তিনি ক্ষেতে নেমেছেন। সামনে নজর পড়লো রাস্তার একটি বাঁক। স্বাভাবিকভাবে পিরেজ, এ অঞ্চল যার ভালোভাবে চেনা, আমাদের ধরার জন্য সর্টকাট ধরছিলেন। বাঁক ঘোরার মুখে ধরে ফেললেন তিনি আমাদের, কিন্তু তারপর আবার পড়লেন পিছিয়ে। আরেকটা সর্টকাট মেরে আবার তিনি আমাদের ধরে ফেললেন। পরবর্তী আধঘণ্টা কয়েকবার এরকম হলো। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই তার গতিবিধির ওপর নজর রাখার আগ্রহটা কমে গেল। কপালের দু'পাশের রগ দু'টো দপদপ করছিলো। আমি আর চলতে পারছিলাম না বললেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তারপরই সবকিছু হঠাৎ করে হয়ে গেল। আর এতো নিখুঁত এবং স্বাভাবিকভাবেই যে তার তেমন কোন বিবরণ আমার মনে নেই। তবে মনে আছে, আমরা যখন গ্রামটা ছাড়িয়ে এসেছি তখন নার্স আমায় যেন কি বলেছিলো। গলার স্বর তার আমায় অবাক করেছিলো কারণ মুখের সঙ্গে স্বরের কোন মিল নেই। স্বরটা একটু কাঁপা কাঁপা। সে যা বলেছিলো তা হলো, 'কেউ যদি খুব আস্তে হাঁটে তবে তার সর্দিগর্মি হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আবার যদি কেউ তাড়াতাড়ি হাঁটে তবে ঘেমে যায় এবং পরে গীর্জার ঠাণ্ডা বাতাস তার শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।' তার যুক্তিটা বুঝলাম। অর্থাৎ যে কোন ভাবে সর্দিগর্মি হতে পারে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আরো দু'একটা ঘটনা আমার মনে আছে। সেই বৃদ্ধটির কথা ধরা যাক, যখন তিনি শেষবারের মতো গ্রামের ঠিক বাইরে আমাদের ধরে ফেলেছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রম বা দুঃখ বা হয়ত দু'টোর জন্যেই চোখ তার ভরে গিয়েছিলো জলে। কিন্তু মুখের বলিরেখার জন্যে চোখের পানি গাল বেয়ে নামতে পারছিলো না বরং তার জরাজীর্ণ মুখের চারদিকে পড়ছিলো ছড়িয়ে এবং প্রাচীন জীর্ণ মুখে সৃষ্টি করেছিলো এক চকচকে ভাবের।

মনে পড়ছে আরো গীর্জের চেহারা, রাস্তার গ্রামবাসী, কবরের ওপর লাল জেরানিয়াম; পিরেজের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—কাপড়ের পুতুলের মতো কুকড়ে মুকড়ে গিয়েছিলেন তিনি, মা'র কফিনের ওপর ঝরে পড়া লাল মাটি যার সঙ্গে মিশে আছে সাদা শেকড়ের টুকরো; তারপর আরো লোক, গলার স্বর, কাফের বাইরে বাসের জন্য অপেক্ষা, ইঞ্জিনের গুঞ্জন এবং যখন প্রথম আমরা ঢুকলাম আলজিয়ার্সের ঝলমলে রাস্তায় তখন মনে আনন্দের অল্প শিহরণ এবং তারপর সোজা বিছানায় গিয়ে একটানা বারো ঘণ্টা ঘুম।

দুই

ঘুম থেকেই উঠে বুঝলাম, দু'দিন ছুটি নিতে চাওয়ায় কেন আমার ওপরওলা মুখ ভার করেছিলেন। আজ শনিবার। শনিবার যে আজ হবে এ কথা আগে আমার মনে হয় নি। মনে হলো তখন যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ওপরওলা বুঝেছিলেন, একাধারে চারদিন আমি ছুটি পাচ্ছি এবং এটা তাকে খুশি করবে এমন আশা করা যায় না। তবু বলবো, দোষটা আমার নয়। মা'কে গতকাল কবর না দিয়ে যদি আজ দেয়া হতো তাহলেও আমি শনিবার আর রোববার—এ দু'দিন ছুটি পেতাম। কিন্তু যা হোক, আমি আমার ওপরওলার দিকটাও বুঝতে পেরেছিলাম। ঘুম থেকে ওঠাটা ছিল কষ্টকর কারণ গতকালের অভিজ্ঞতা সত্যি আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছিলো। দাড়ি কামাতে কামাতে ভাবছিলাম, কি ভাবে দিনটা কাটানো যেতে পারে। ভাবলাম, বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ সাঁতার কাটলে বোধহয় ভালো লাগবে। সুতরাং পোতাশ্রয়ে যাবার ট্রাম ধরলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আগের মতোই আছে সবকিছু। সুইমিং পুলে ছেলে ছোকরার ভীড়, আর ঐ ভীড়ে ছিল আমার অফিসের এককালীন টাইপিস্ট মারি কারদোনাও। ঐ সময় আমি তার প্রতি বেশ উৎসুক ছিলাম এবং মনে হয় সেও আমায় পছন্দ করতো। কিন্তু আমাদের অফিসে ছিল সে মাত্র কয়েকদিন তাই কিছুই আর দানা বাঁধেনি।

ভেলায় তাকে ওঠাবার সময় হাত দিয়ে তার বুক ছুঁয়ে দিলাম। তারপর সে নৌকায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো আর আমি দাঁড় বাইতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর, পাশ ফিরে সে তাকালো আমার দিকে। চুলগুলি লুটোপুটি খাচ্ছিলো তার চোখের ওপর এবং হাসছিলো সে। দাঁড় রেখে দিয়ে এসে বসলাম তার পাশে। বাতাস বেশ আরামদায়ক—উষ্ণ। তামাশার ছলে আমার মাথা রাখলাম তার কোলে। সে কিছু বললো না দেখে আমি আর মাথা সরালাম না। পুরো আকাশ আমার চোখে। নীল আর সোনালী। মাথার নীচে মারির পেটের ধীর ওঠানামা অনুভব করছিলাম। আধঘণ্টারও বেশী, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে শুয়েছিলাম আমরা। তারপর রোদ আরো প্রখর হলে মারি ঝাপ দিলো পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। সাঁতরিয়ে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং হাত দিয়ে তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে দু'জনে পাশাপাশি সাঁতরাতে লাগলাম। সে তখনও হাসছিলো।

সুইমিং পুলের কিনারে দাঁড়িয়ে যখন আমরা নিজেদের শুকাচ্ছিলাম তখন মারি বললো, 'দেখো, আমি তোমার চেয়েও বাদামী।' তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিকেলে সে আমার সঙ্গে সিনেমায় যাবে কিনা। আবার হাসলো সে। বললো, 'হ্যাঁ' যদি আমি তাকে ঐ হাসির বইটা দেখাতে নিয়ে যাই, যাতে ফারনান্দল অভিনয় করছে এবং যার কথা এখন সবাই আলোচনা করছে।

কাপড় পড়া আমরা যখন শেষ করলাম তখন সে আমার কালো টাই দেখে জিজ্ঞেস করলো, আমি কারো জন্যে শোক পালন করছি কিনা। জানালাম তাকে যে আমার মা মারা গেছেন। 'কখন?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'গতকাল', বললাম আমি। কিছু সে বললো না বটে কিন্তু মনে হলো খানিকটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে সে। আমি তাকে প্রায় বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে দোষটা আমার নয়। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলাম। কারণ, এ কথাটা আগেও একবার ওপরঅলাকে বলেছিলাম এবং বুঝেছিলাম কথাটা শুনতে বোকার মতো। বোকামী হোক বা না হোক এ রকম একটা অঘটন ঘটলে সবাই নিজেকে একটা দোষী মনে না করে পারে না।

যা হোক, বিকেলের দিকে মারি সব ভুলে গেলো। মাঝে মাঝে ছবিটাতে কিছু হাসির খোরাক ছিল কিন্তু পুরোটাই যাচ্ছেতাই। সিনেমা হলে, সে তার পা দিয়ে আমার পা-টা চেপে ধরছিলো এবং আমি তার বুকে হাত বুলোচ্ছিলাম। ছবি শেষে তাকে চুমো খেলাম খানিকটা আনাড়ীর মতো। তারপর সে আমার সঙ্গে ফিরে এলো ঘরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ঘুম থেকে জেগে দেখি, মারি চলে গেছে। সে বলেছিলো, সকালে উঠে প্রথমেই তার খালা তার খোঁজ করবে। মনে পড়লো, আজ রোববার; বিরক্ত লাগলো। রোববারের জন্যে আমি কখনও হা পিত্যেশ করিনি। মাথা ফেরালাম এবং অলসভাবে মারির ছেড়ে যাওয়া বালিশের গন্ধ নিলাম। বালিশে সমুদ্রের জলের গন্ধ। ঘুমোলাম দশটা পর্যন্ত; তারপর দুপুর পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানলাম। ঠিক করলাম, প্রতিদিনের মতো সেলেস্তের রেস্তোরাঁয় আজ আর খাবো না। কারণ, সেখানে গেলেই তারা আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলবে এবং কেউ জেরা করুক তা আমার অপছন্দ। সুতরাং কড়াইয়ে কয়েকটা ডিম ভেজে খেয়ে নিলাম। রুটি ছাড়াই খেয়ে নিলাম ডিমগুলি। কারণ ঘরে রুটি ছিল না আর নিচে গিয়ে তা কেনার ইচ্ছাও আমার ছিল না।

খাওয়ার পর কোন কাজ ছিল না, তাই নিজের ছোট ফ্ল্যাটটাতে পায়চারী করতে লাগলাম। মা যখন আমার সঙ্গে ছিলেন ফ্ল্যাটটা তখন আমার জন্যে ঠিকই ছিল। মা চলে যাবার পর ফ্ল্যাটটা আমার কাছে বড় বড় ঠেকতে লাগলো। খাবার টেবিলটা নিয়ে এসেছি শোবার ঘরে। এ ঘরটাই এখন আমি ব্যবহার করি এবং আমার যা যা দরকার তার সবকিছুই আছে এ ঘরে। পিতলের ফ্রেমের খাট; ড্রেসিং টেবিল, ডেবে যাওয়া কিছু বেতের চেয়ার, আর মলিন আয়না বসানো একটা ওয়ার্ডরোব। ফ্ল্যাটটার বাকী অংশ ব্যবহৃত হতো না এবং আমিও সেদিকে নজর দিতাম না।

খানিকপর, একটা কিছু করার জন্যে, মেঝের ওপর পড়ে থাকা পুরনো একটা খবরের কাগজ কুড়িয়ে পড়লাম। সেখানে 'ক্রসচেন সল্টে'র একটা বিজ্ঞাপন ছিল। সেটা কেটে আমার এলবামে সাঁটলাম। পত্রিকার যে সব জিনিস আমার ভাল লাগে সেগুলি কেটে এই এলবামে সাঁটি। তারপর হাত ধুলাম এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে গেলাম বারান্দায়।

আমাদের অঞ্চলের সদর রাস্তার ওপরই আমার ফ্ল্যাট। বিকেলটা যদিও চমৎকার তবুও রাস্তার বাঁধানো ইটগুলোকে কালো আর ঝকঝকে দেখাচ্ছিলো। কিছু লোক শুধু শুধু ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছিলো। প্রথমে এলো একটি পরিবার যারা বেড়িয়েছে রোববারের বৈকালিক ভ্রমণে। দু'টো ছোট ছেলে, পরনে নাবিকের পোষাক, খাটো পাতলুন, হাঁটুও ছোঁয়নি এবং তাদেরকে তাদের 'সানডে বেস্টে' কেমন অপ্রতিভ লাগছিলো। তারপর এক বাচ্চা মেয়ে, চুলে বড় এক গোলাপী 'বো' এবং পায়ে পেটেন্ট চামড়ার জুতো। পেছনে তাদের মা, ভীষণ মোটা, পরনে বাদামী সিল্কের পোষাক আর তাদের বাবা ছোটখাট এক মানুষ, আমার মুখ চেনা। তার মাথায় বেশ বড় সড় একটা খড়ের টুপি, হাতে বেড়াবার ছড়ি, গলায় বাটারফ্লাই টাই। তার স্ত্রীর পাশে তাকে দেখে বুঝলাম, কেন সবাই বলে যে, সে খানদানী পরিবারের এবং বিয়ে করেছে খানদানী পরিবারে নয়।

তারপর এলো একদল ছোকরা। পাড়ার মাস্তান এরা। তেল চকচকে চুল, পরনে লালটাই। কোমরের দিকে আঁটসাট কোট, কাজ করা পকেট এবং ভোতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
মুখঅলা জুতো, মনে হলো শহরের মাঝে কোন বড় সিনেমা হলে তারা যাচ্ছে। তাই এতো তাড়াতাড়ি তারা রওয়ানা হয়েছে। গলা সপ্তমে চড়িয়ে তারা হাসছে, চেঁচাচ্ছে এবং ট্রামস্টপের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে।

তারা চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। এরিমধ্যে নিশ্চয় ম্যাটিনি শো শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় থাকলো কিছু দোকানদার এবং বেড়াল। রাস্তা বরাবর ডুমুর গাছের ওপর আকাশ মেঘশূন্য কিন্তু আলো নমিত। রাস্তার অন্যপাশে তামাকঅলা, তার ঘরের সামনের ফুটপাতে চেয়ার এনে পিছে হাত রেখে বসলো। ট্রামগুলি কিছুক্ষণ আগেও ছিল ভর্তি এখন সেগুলি প্রায় খালি। তামাকঅলার দোকানের পাশের ছোট রেঁস্তোরা সেঁ পিয়েরোর বেয়ারা খালি রেঁস্তোরার ধুলো ঝাড়ছে। রোববারের একটি আদর্শ বিকেল।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমি তামাকঅলার মতো বসলাম। এভাবে বসা আরামদায়ক। বসে বসে কয়েকটা সিগারেট শেষ করার পর ঘরে গেলাম। সেখান থেকে এক টুকরা চকোলেট নিয়ে এসে বসলাম জানালার কাছে খাবার জন্যে। একটু পরেই আকাশটা ঢেকে গেল মেঘে। ভাবলাম, বুঝি কালবৈশাখী এলো। যাক, কিছুক্ষণ পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, পরিষ্কার হলো বটে কিন্তু মনে হতে লাগলো যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। এবং এ ভাবটা চারিদিকে বেশ অন্ধকার করে তুললো। বেশ কিছুক্ষণ আমি আকাশ দেখলাম।

পাঁচটার সময় ট্রামের বিকট আওয়াজ শোনা গেল। শহরতলীর স্টেডিয়াম থেকে তা আসছে যেখানে একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল। পুরো ট্রামভর্তি লোক, এমনকি পা'দানিতে পা রেখেও লোক ঝুলছিলো। তারপর আরেকটা ট্রামে এলো খেলোয়াড়রা। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটা করে ছোট স্যুটকেস যা দেখে বুঝলাম এরা খেলোয়াড়। দলের গান গাইছিলো তারা 'কিপ দ্যা বল রোলিং বয়েজ।' তাদের একজন আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তাদের একচোট নিয়েছি।' আমি হাত নাড়লাম। বললাম, 'চমৎকার।' তারপর প্রাইভেট গাড়ির স্রোত বইতে লাগলো রাস্তায়।

আকাশটা গেল আবার বদলে; বাড়িগুলোর চূড়োর পিছন দিকটায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো একটা লালচে আভা। সাঁঝ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাগুলি আবার ভরে উঠতে লাগলো। লোকজন তাদের বৈকালিন ভ্রমণ শেষে ফিরছিলো এবং এসব ফিরতি লোকদের মধ্যে আমি সেই ছোটখাট ভদ্রলোক ও তার স্থূলাঙ্গী স্ত্রীকে দেখতে পেলাম। ছেলে মেয়ে দু'জন মা-বাবার পিছে পিছে ক্লান্তস্বরে প্যান প্যান করতে করতে আসছিলো। কিছুক্ষণ পর কাছে পিঠের সিনেমা হলগুলি তাদের দর্শকদের উগড়ে দিলো। লক্ষ্য করলাম, ছেলে ছোকড়ারা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে এবং অন্যান্য সময় থেকে জোরেসোরে হাত নাড়ছে। তারা যে মার্কা মারা একটা 'পশ্চিমা বুনো' ছবি দেখে এসেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। শহরের মাঝখানের সিনেমা হলগুলির দর্শকরা ফিরলো কিছুক্ষণ পর। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বেশিরভাগেরই মুখ গোমড়া, যদিও কয়েকজন তখনও হাসছিলো। যা হোক, মোটকথা তাদের পরিশ্রান্ত লাগছিলো। কয়েকজন আমার জানালার নিচে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। একদল মেয়ে এলো হাতে হাত রেখে। আমার জানালার নিচের ছোকরারা তাদের পাশ ঘেঁষে যাবার জন্যে তাদের দিকে মুখ করে হাঁটতে লাগলো এবং চেঁচিয়ে মজার মন্তব্য করতে লাগলো। যা শুনে মেয়েরা পিছন ফিরলো, হাসলো। মেয়েগুলিকে চিনলাম। পাড়ারই মেয়ে, তাদের দু'একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, দেখে হাত নাড়লো।

ঠিক সে সময় একসঙ্গে রাস্তার বাতিগুলি জ্বলে উঠলো। রাতের আকাশে যে তারাগুলি মাত্র জ্বলে উঠেছিলো সেগুলি আরো নিস্প্রভ হয়ে গেল। বাতি এবং একটানা রাস্তার এতো খুঁটিনাটি দেখার জন্যে চোখটা টনটন করছিলো। বাতিগুলির নিচে খানিকটা জায়গা উজ্জ্বল। কোন ট্রাম যখনই সে জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলো তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো কোন মেয়ের চুল বা হাসি বা রূপোর চুড়ি।

তারপরই কমে গেল ট্রামের আনাগোনা। বাতি আর গাছের ওপর আকাশকে দেখাচ্ছিলো কালো ভেলভেটের মতো। রাস্তা খালি হতে লাগলো। এমন একসময় এলো যখন রাস্তায় কাউকে দেখা গেল না এবং বিকেলের দেখা প্রথম বিড়ালটা ধীর স্থির ভাবে নির্জন রাস্তাটা পার হলো।

আমার মনে হলো, এখন রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করা উচিত। চেয়ারে ঝুঁকে নিচে এতক্ষণ দেখছিলাম যে, দাঁড়াতেই ঘাড়টা ব্যথা করে উঠলো। নিচে নেমে খানিকটা রুটি আর স্যুগেটি কিনলাম তারপর রান্না করে দাঁড়িয়েই খাওয়াটা সারলাম। ভাবছিলাম, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগারেট খাবো, কিন্তু হিমেল হয়ে আসছিলো রাতটা। তাই ইচ্ছেটা দমন করলাম। জানালা বন্ধ করে যখন ফিরছিলাম তখন তাকালাম আয়নার দিকে। দেখলাম, আয়নায় আমার টেবিলের এককোণা, তার উপর স্পিরিট ল্যাম্প ও পাশে ছড়ানো কয়েক টুকরো রুটি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো, আরেকটা রোববার কোন রকমে কাটিয়ে দিলাম। মা'কে কবর দেওয়া হয়ে গেছে এবং কাল থেকে আমি আবার আগের মতো অফিসে যেতে শুরু করবো। সত্যি, আমার জীবনের কিছুই বদলায় নি।

তিন

সকালটা খুব ব্যস্ত ছিলাম অফিসে। আমার কর্তাও ছিলেন বেশ খোশমেজাজে। এমনকি তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ক্লান্ত কিনা এবং তার পিঠেপিঠেই প্রশ্ন, মা'র বয়স ছিল কত? খানিক ভেবে বললাম ষাটের কাছাকাছি। কারণ, আমি আরেকবার ভুল করতে চাচ্ছিলাম না। এটা শুনে তিনি কেমন যেন নিশ্চিন্ত হলেন। কেন, আমি জানি না—ভাবলাম, যাক ইতি হলো বিষয়টার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
টেবিলে আমার বিল অফ লেডিংয়ের পাহাড় আর এসবগুলি দেখতে হবে আমাকে। দুপুরে খেতে যাবার আগে হাত ধুলাম। প্রতিদিন দুপুরে হাত ধুতে আমার ভালো লাগে। বিকেলে ব্যাপারটা কিন্তু বিরক্তিকর। কারণ, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত লোকজনের ব্যবহারের ফলে তোয়ালেটা ভিজে জবজব করে। ব্যাপারটা একবার কর্তার নজরে এনেছিলাম। এটা যে নিতান্ত বাজে সে বিষয়ে তিনি একমত হয়েছিলেন আমার সঙ্গে। কিন্তু তার কাছে এটা সামান্য ব্যাপার। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু দেরী করে অফিস ছাড়লাম। সাড়ে বারোটায় ফরোয়ার্ডিং ডিপার্টমেন্টের ইমানুয়েলের সঙ্গে বেরোলাম। অফিস থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বন্দরের জাহাজের মালপত্রের ওঠানামা দেখলাম। সূর্য হয়ে উঠছিলো উত্তপ্ত। ঠিক সে সময় ইঞ্জিন ও শেকলের শব্দ করতে করতে একটা ট্রাক এলো। ইমানুয়েল বললো, ট্রাকটাতে লাফিয়ে উঠতে। দৌঁড়াতে শুরু করলাম আমি। ট্রাকটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। আমাদের তাই বেশ কিছুটা পথ ধাওয়া করতে হলো পিছু পিছু। ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দের জন্যে সবকিছু খানিকটা গুলিয়ে ফেলছিলাম। সচেতন ছিলাম, শুধু একপাশে জাহাজগুলির গাঢ় রংয়ের নোঙ্গর ও অদূরে দোলায়মান মাস্তুল এবং ক্রেন ও যন্ত্রপাতির ভিড়ে, মাঝ দিয়ে জলের ধার বরাবর পাগলের মতো দৌড় সম্পর্কে। আমিই প্রথম ধরলাম ট্রাকটাকে তারপর লাফ দিয়ে ওপরে উঠে টেনে হেঁচড়ে তুললাম ইমানুয়েলকে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিলাম আমরা। তা ছাড়া এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় চলার ফলে ঝাঁকুনি অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তুললো। ইমানুয়েল ঢোক গিলে কানে কানে বললো, 'শেষ পর্যন্ত উঠলাম তাহলে।'

সেলেস্তের রেঁস্তোরায় পৌঁছে দেখি দরদর করে আমরা ঘামছি।

সেলেস্তে সবসময় যেখানে বসে সেই সেখানে ঢোকার দরজার সামনে বসে আছে। স্থূলকায় পেটের ওপর তার সাদা এপ্রোন আর সাদা গোঁফ জোড়া পাঁকানো। আমাকে দেখে সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমার খুব খারাপ লাগছে কিনা। বললাম, 'না।' কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছিলো আমার। গোগ্রাসে খাওয়ার পর কফি দিয়ে শেষ করলাম খাওয়ার পর্ব। তারপর ঘরে ফিরে খানিকটা ঘুমালাম কারণ বেশ মদ গিলেছিলাম। ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগে সিগ্রেট খেলাম একটা। খানিকটা দেরী হয়ে গিয়েছিলো তাই ট্রাম ধরার জন্যে দৌড়াতে হল। পুরোদমে চলছিলো অফিস আর সারাটা বিকেল চলে গেল তার সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে। অফিস ছুটিটা তাই এলো স্বস্তি হয়ে এবং ঠাণ্ডায় জেটির ধারে পায়চারী করছিলাম আস্তে আস্তে। আকাশটা সবুজ এবং এই নিরেট অফিসের পর বাইরে বেরোনটা ভীষণ আরামপ্রদ। যাক, সোজা ফিরলাম বাসায় কারণ কিছু আলু সেদ্ধ করার দরকার ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
হল ঘরটা আঁধার, তাই যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম তখন বুড়ো সালামানোর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেলাম। সে আমার সঙ্গে একই তলায় থাকে। সব সময়ের মতো তার কুকুরটা আছে তার সঙ্গে। আট বছর ধরে এ দু'জন অবিচ্ছিন্ন। সালামানোর স্প্যানিয়েলটা কুৎসিত এক জন্তু। সারা শরীরে চর্মরোগ। আমার মনে হয় খোসপাঁচড়া; কুকুরটার গায়ে এখন পশম নেই বিন্দুমাত্র, বদলে আছে বাদামী বাদামী চাকতি। মনে হয় কুকুরটার সঙ্গে ছোট ঘরটাতে একসঙ্গে থাকার দরুন সালামানোর আকৃতিও হয়ে গেছে অনেকটা এর মতো। তার চুল ভীষণ পাতলা আর গালে লালচে দাগ। আর কুকুরটাও মনে হয় মনিবের মতো বিশ্রী কুঁজোভঙ্গীতে হাঁটাটা আয়ত্ব করেছে। কারণ, সবসময় সে মাথাটা যতদূর সম্ভব সামনে বাড়িয়ে নাকটা মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে হাঁটে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে।

দিনে দু'বার, এগারোটা আর ছ'টার সময়, বুড়োটা তার কুকুরকে নিয়ে বেড়াতে বের হয় আর আট বছর ধরে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। রু দ্য লিয়ঁতে আপনি তাদের দেখতে পাবেন, কুকুরটা যত জোরে পারে তাকে টেনে নিয়ে চলছে, যতক্ষণ না তার বুড়ো মনিবটি পড়ো পড়ো হচ্ছেন। তখন তিনি তাকে পেটান, গাল দেন। কুকুরটা দুটো পা পিছনে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। এবার তার প্রভুর পালা তাকে টেনে নেয়ার। খানিক পর কুকুরটা আবার সবকিছু ভুলে গিয়ে ফের জোরে জোরে শেকল টানতে থাকে। ফলে আরো কিছু প্রহার, গালিগালাজ। তারপর তারা দাঁড়ায় ফুটপাতে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে, কুকুরটির দৃষ্টিতে ভয় এবং মানুষটির দৃষ্টিতে ঘৃণা। যখনই তারা বের হয় তখনই এটা ঘটে। কুকুরটা যখন আবার কোন ল্যাম্প পোস্টের নিচে দাঁড়াতে চায় তখন তার মনিব তাকে দাঁড়াতে না দিয়ে টেনে নিতে থাকে। আর হতভাগ্য স্প্যানিয়েলটা রাস্তায় ফোটা ফোটা জলের দাগ রেখে যায়। কিন্তু ব্যাপারটি যদি ঘরে ঘটে, তার অর্থ আরেক চোট প্রহার।

আটবছর ধরে হয়ে আসছে এরকম। সেলেস্তেতো এটাকে বিষম লজ্জার কথা বলে উল্লেখ করে। বলে, এ ব্যাপারে কিছু করা উচিত। কিন্তু কোন ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যখন হলের ভেতরে সালামানোর সঙ্গে আমার দেখা হলো তখন সে কুকুরটার ওপর হম্বিতম্বি করছিলো। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছিলো আর সে 'জারজ' 'নোংরা খচ্চর' ইত্যাদি বলে গাল দিচ্ছিলো। 'শুভ সন্ধ্যা' বললাম আমি, কিন্তু তাতে বিন্দু মাত্র কর্ণপাত না করে সে কুকুরটাকে গাল দিয়ে যেতে লাগলো। সুতরাং ভাবলাম, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি কুকুরটা কি করেছে। কিন্তু এবারও কোন উত্তর না দিয়ে সে চিৎকার করতে লাগলো, 'বেটা খেঁকী কুত্তা' ইত্যাদি। আমি স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু মনে হলো, কুকুরটার গলায় সে কিছু লাগাবার চেষ্টা করছে। গলাটা খানিকটা উঁচুতে তুললাম। পিছন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ফিরেই সালমানো চাপা স্বরে স্বগোতক্তি করতে লাগলো, 'ব্যাটা সবসময় এরকম করে। শিক্ষা দেয়া উচিত ব্যাটাকে।' তারপর সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো, কিন্তু কুকুরটি চেষ্টা করলো প্রতিরোধ করার, শুয়ে পড়ল সে মেঝেতে ফলে তাকে শেকল ধরে ধাপে ধাপে টেনে নিতে হলো।

আমার সঙ্গে একই তলায় যে লোক থাকে সে ঠিক এ সময় নিচ থেকে উপরে উঠে এলো। বেশির ভাগ লোকের মতে, সে একজন বেশ্যার দালাল। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, সে কি করে তখন সে উত্তরে বলে, মালগুদামের দারোয়ান। তবে এটা ঠিক, পাড়ায় সে লোকপ্রিয় নয়। কিন্তু প্রায়ই আমার সঙ্গে তার কিছু না কিছু কথা থাকে এবং মাঝে মাঝে ঘরে এসে অল্পস্বল্প কিছু বলে সে চলে যায়। কারণ আমি তার কথা শুনি। আসল ব্যাপার, তার কথা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। নাম তার সেনতেস, রেমন্ড সেনতেস। বেঁটে পুষ্ট গড়ন। নাক তার মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো এবং পোষাকআষাকে সে ফুলবাবুটি। সেও আমাকে একবার সালামানোর কথা বলেছিলো। সালামানো তার কুকুরের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে তা 'খুবই লজ্জার' বিষয় এবং তার এরকম ব্যবহারে আমি বিরক্ত হই কিনা। উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'না।'

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে একসঙ্গে ওপরে উঠলাম। সেনতেস এবং আমি। তারপর আমি যখন ঘরের দিকে মোড় নিচ্ছি তখন সে বললো, 'আমার সঙ্গে খাবে খানিকটা? ঘরে একটা কালো পুডিং আর মদ আছে কিছু।'

আমার তখন খেয়াল হলো, এর ফলে আমাকে আর রাতের খাবার তৈরি করতে হবে না, সুতরাং বললাম, 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তারও ঘর একটা। সঙ্গে রান্নাঘর। জানালা নেই। দেখলাম, তার খাটের মাথায় গোলাপী আর সাদা প্লাস্টারের একটা পরী আর ও পাশের দেয়ালে কিছু চ্যাম্পিয়ান এ্যাথলেট ও নগ্ন মেয়ের ছবি সাঁটা। বিছানাটা এলোমেলো, ঘরটা অপরিচ্ছন্ন। প্যারাফিনের একটা বাতি জ্বালালো সে; তারপর পকেট হাতড়িয়ে একটা ময়লা ব্যান্ডেজ বের করে ডানহাতে জড়ালো। 'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে সে জানালো, এক ছোকরা তাকে বিরক্ত করায় তার সঙ্গে এক চোট হয়ে গেছে।

'গণ্ডগোল করার মতো লোক আমি নই', বোঝালো সে, 'শুধু খানিকটা রগচটা। ছোকরা আমায় বললো, চ্যালেঞ্জ করলো এভাবে, যদি ব্যাটা ছেলে হয়ে থাকো তবে ট্রাম থেকে নেমে এসো।' বললাম, 'চুপ থাকো। আমি তোমার কিছু করিনি।' তখন সে বললো, আমার সাহস নেই। ব্যাস, তারপর মীমাংসা হয়ে গেল সবকিছুর। ট্রাম থেকে নেমে তাকে বললাম, 'ভালো চাওতো মুখ বন্ধ কর নয়ত তোমার ভালোর জন্যে মুখ বন্ধ করে দেবো।' 'চেষ্টা করেই দেখ না', বললো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তারপর মুখে এক জবর ঘুষি মেরে ভালো করে শুইয়ে দিলাম তাকে। খানিক পর তাকে ওঠাতে গেলাম। এর বদলে শুয়ে থেকেই সে আমায় লাথি মারলো। সুতরাং একবার হাঁটু দিয়ে এবং তারপর হাত দিয়ে তাকে আরো খানিকটা ধোলাই দিলাম। যখন ধোলাই শেষ করলাম তখন শুয়োরের মতো তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হয়েছে?' সে বললো, 'হ্যাঁ।'

সেনতেস কথা বলছিলো আর ব্যস্তভাবে হাতে ব্যান্ডেজ জড়াচ্ছিলো। আমি বসেছিলাম ওর বিছানায়।

'সুতরাং তুমিই দেখো', বললো সে 'দোষটা আমার নয়। সেই চাচ্ছিলো ব্যাপারটা, ঠিক না!' মাথা নাড়লাম এবং সে যোগ করলো, 'আসল কথা তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাচ্ছি, এ ব্যাপারটার জন্যেই। তুমিতো সংসারের কিছু জানো, সুতরাং তুমিই পারো আমায় সাহায্য করতে। তাহলে সারাজীবন আমি তোমার বন্ধু হয়ে থাকবো। কেউ যদি আমার উপকার করে তার কথা আমি ভুলি না।'

আমি যখন কোন উত্তর দিলাম না তখন সে জিজ্ঞেস করলো বন্ধু হিসেবে তাকে নিতে কোন আপত্তি আছে কিনা। উত্তরে যখন জানালাম আপত্তি নেই তখন মনে হলো সে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। কালো পুডিংটা বের করে সে ফ্রাই প্যানে গরম করলো, তারপর দু'বোতল মদ বের করে টেবিল সাজালো। এ সব করার সময় সে চুপ করে ছিলো।

খেতে বসলাম আমরা। তারপর খানিক ইতস্তত করে সে পুরো ঘটনাটা আমাকে বললো। 'সচরাচর যা হয়ে থাকে, তেমনি এ ঘটনার সঙ্গে একটি মেয়ে জড়িত। প্রায়ই আমরা একসঙ্গে ঘুমোতাম। বলতে গেলে আমি তাকে রেখেছিলাম কারণ সে মোটামুটি মানানসই টাকা চাইতো। যে ছেলেটিকে ধোলাই করেছি সে ওর ভাই।'

লক্ষ্য করলো সে আমি চুপ করে আছি। তখন বললো, প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে কি বলে তা সে জানে। কিন্তু কথাগুলি জঘন্য রকমের মিথ্যে। অন্য সবার মতো তারও নিজস্ব একটা নীতি আছে আর আছে গুদাম ঘরে একটা চাকরি।

'হ্যাঁ' বললো সে, 'তারপর কি হলো বলি হঠাৎ একদিন দেখি মেয়েটা আর আগের মতো আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না।' চলার মতো সে তাকে যথেষ্ট টাকা দিতো তবে হয়ত তা তেমন বড় অংকের নয়, তার ঘরের ভাড়া গুনতো, প্রতিদিনের খাওয়ার জন্যে দিতো কুড়ি ফ্রাঁ। তিনশো ফ্রাঁ ভাড়া, আর ছ'শ ফ্রাঁ খাওয়া এবং যখন তখন ছোটখাটো উপহার, কখনও একজোড়া মোজা, কখনও বা অন্য কিছু। ধরো মাসে এক হাজার ফ্রাঁ। কিন্তু আমার ভদ্রমহিলার জন্যে তাও যথেষ্ট নয়। সবসময় প্যানপ্যান করে বলতো, যা দিচ্ছি তাতে সে কুলোতে পারছে না। সুতরাং একদিন তাকে বললাম, 'দিনে ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটা চাকরি যোগাড় কর না কেন? তাতে আমারও সুবিধা হয়। এ মাসে আমি তোমায় একটা নতুন ফ্রক কিনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
দিয়েছি। গুনছি ঘর ভাড়া আর প্রতিদিন কুড়ি ফ্রাঁ তো দিচ্ছিই। কিন্তু তুমি একদঙ্গল মেয়ে নিয়ে কাফেতে গিয়ে সব উড়িয়ে দাও। তাদের তুমি কিনে দাও কফি, চিনি। আর পয়সাগুলিতো আসে আমার পকেট থেকে। আমি তোমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করি আর প্রতিদানে এই পাই। কিন্তু সে কোন কাজ করবে না। অথচ প্রতিদিন বলবে আমি যা দিচ্ছি তাতে আর কুলাচ্ছে না। তারপর একদিন দেখলাম সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

সে ব্যাখ্যা করতে লাগলো। একদিন, তার ব্যাগে একটা লটারীর টিকেট দেখে সে জিজ্ঞেস করেছিলো, লটারীর টিকেট কেনার টাকা সে পেলো কোত্থেকে? মেয়েটি চুপ করে রইলো। তারপর আরেকবার তার কাছে পেয়েছিলো সে দু'টি ব্রেসলেট বন্ধক দেয়ার রসিদ। অথচ, ব্রেসলেট দু'টি সে কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত।

'সুতরাং বুঝলাম, ভিতরে ভিতরে নোংরা কিছু একটা চলছে। তাই তাকে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হওয়া উচিত। তবে তার আগে তাকে নিয়ে নিলাম একচোট, শক্ত শক্ত কিছু কথাবার্তাও শোনালাম। বললাম একটি মাত্র জিনিসই তার প্রিয় আর তা হলো, সুযোগ পেলে যার তার সঙ্গে ঘুমানো। সোজাসুজি বললাম তাকে, বুঝলে বোকা মেয়ে, আমার জন্যে কষ্ট পেতে হবে একদিন। তখন আমার কাছেই ফিরে আসতে চাইবে। রাস্তার সব মেয়েরা তোমাকে হিংসে করে, কেন জানো? খালি এ জন্যে যে আমি তোমাকে রাখছি।'

রক্ত বের না হওয়া পর্যন্ত পিটিয়েছিলো সে মেয়েটিকে। এর আগে কখনও সে তাকে মারেনি। 'মানে খুব জোরে নয় আর কি, অনেকটা আদরের মারের মতো। কিছুক্ষণ চেঁচাতো এবং আমাকে জানালাগুলি বন্ধ করে দিতে হতো। তারপর সচরাচর যা হয় তেমনি ব্যাপারটার ইতি হতো। কিন্তু এবার যাই বলো, তার থেকে আমার মন উঠে গেছে। খালি মনে হচ্ছে তাকে ভালো করে শাস্তি দেয়া হলো না। আমি কি বলছি, বুঝছো তো?'

সে জানালো, এ ঘটনার জন্যেই আমার পরামর্শ চাচ্ছে। ধোয়া বেরুচ্ছিলো বাতি থেকে। বাতির সলতেটা কমিয়ে দেয়ার জন্যে সে পায়চারী করতে করতে থামলো। আমি কিছু না বলে খালি শুনলাম। পুরো এক বোতল মদ খেয়েছি। মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো। কারণ, আমার ব্রান্ডের সিগারেট শেষ হয়ে যাওয়ায় রেমন্ডেরটা খাচ্ছিলাম। রাতের শেষ ট্রাম চলে গেল, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কলরবও থেমে গেল। রেমন্ড কথা বলে চলছিলো। যে জিনিসটা তাকে খোঁচাচ্ছিলো তা হলো মেয়েটার ওপর তার খানিকটা ঝোঁক ছিল! কিন্তু মেয়েটিকে যে একচোট শিক্ষা দিতে হবে সে ব্যাপারে সে দৃঢ়।

তার প্রথম পরিকল্পনা হলো, বললো সে, মেয়েটিকে একটি হোটেলে নিয়ে তোলা এবং স্পেশাল পুলিশকে খবর দেয়া। পুলিশদের সে তাল দেবে যাতে মেয়েটার নাম খাতায় সাধারণ পতিতা হিসেবে তোলা হয়। মেয়েটা তাহলে নিশ্চয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ক্ষেপে যাবে। তারপর, 'অন্ধকার জগতের বাসিন্দা' তার কয়েকজন বন্ধুর কাছে সে পরামর্শ চেয়েছিলো যারা মেয়ে রাখে তাদের থেকে যা পারে নিংড়ে নেয়ার জন্যে—কিন্তু, তারাও এমন কোন পরামর্শ দিতে পারে নি। তবুও সে দেখলো, তারা যা বলছে তা তাদের লাইনে হয়ত ঠিক; কিন্তু যখন তুমি জানো না, তোমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে কি করবে তখন ঐ লাইনে গিয়ে লাভ কি? এটা যখন সে তাদের জানালো তখন তারা পরামর্শ দিল তার শরীরে 'দাগ' দিয়ে দিতে। কিন্তু এটাও সে চাচ্ছে না। এর জন্যে অনেক চিন্তা ভাবনা দরকার কিন্তু প্রথমে সে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়। তবে তা জিজ্ঞেস করার আগে যে কাহিনীটা সে শোনালো সে সম্পর্কে সাধারণভাবে সে আমার মতামত জানতে চায়।

বললাম, আমার কোন মতামত নেই তবে গল্পটা বেশ মজার।

আমার কি মনে হয় মেয়েটা সত্যিই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

আমাকে স্বীকার করতে হলো যে ব্যাপারটা অনেকটা ঐ রকমই বৈকি। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটার শাস্তি হোক এ যদি আমি না চাই তবে তার জায়গায় আমি হলে কি করতাম। বললাম, এ অবস্থায় পড়লে কি করা উচিত সে সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারে না তবে আমি এটা বুঝেছি যে, সে চায় যেন মেয়েটা কষ্ট পাক।

আমি আরো কিছু মদ খেলাম আর রেমন্ড আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে সে কি করতে চায় তার ব্যাখ্যা শুরু করলো। সে তাকে একটি চিঠি লিখতে চায়, সত্যিকারের জঘন্য ভাষায়, যা তাকে অকূল পাথারে ফেলবে আর সঙ্গে সঙ্গে এটা পড়ে সে আগের ঘটনার জন্যে অনুশোচনা করবে। তারপর মেয়েটি যখন ফিরে আসবে তখন সে তার সঙ্গে বিছানায় যাবে এবং মেয়েটি একটু তেতে উঠলেই সে তার মুখে থুতু দিয়ে ঘরের বার করে দেবে। আমি তার সঙ্গে একমত হয়ে বললাম, প্ল্যানটা মন্দ নয়; এই তার উপযুক্ত শাস্তি।

কিন্তু রেমন্ড বলল, যে রকমভাবে চিঠিটা লেখা উচিত সে রকমভাবে তা সে লিখতে পারছে না এবং এখানেই আমি তাকে সাহায্য করতে পারি। যখন আমি চুপ করে রইলাম তখন সে বললো, এটা করতে কি আমি কিছু মনে করবো। বললাম, 'না। চেষ্টা করে একবার দেখতে পারি।'

এক পাত্তর মদ খেয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর প্লেট এবং কিছু ঠাণ্ডা পুডিং যা পড়েছিলো সরিয়ে টেবিলে জায়গা করে দিলো। এরপর যত্ন করে অয়েল ক্লথটা মুছে বেডসাইড টেবিল থেকে এক টুকরো কাগজ আনলো। তারপর আনলো একটি খাম, ছোট লাল কলমদানী এবং চৌকো এক দোয়াতদানী যাতে কালো কালি ভরা। যে মুহূর্তে সে মেয়েটার নাম বললো সে মুহূর্তে বুঝে ফেললাম যে মেয়েটি একজন মুর।

লিখলাম চিঠিটা। খুব বেশি ঝামেলা হলো না। কিন্তু রেমন্ডকে আমি খুশি করতে চাইছিলাম যেহেতু ওকে অখুশী করার কোন কারণ নেই। তারপর আমি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
লিখছি তা পড়লাম। সিগারেট টানতে টানতে এবং মাথা নাড়তে নাড়তে শুনলো সে। 'দয়া করে আবার পড়', বললো সে। মনে হলো সে খুশী হয়েছে। 'আহ্ এইতো চাই।' জিভ দিয়ে শব্দ করলো সে। 'আরে ইয়ার তোমারতো দারুণ বুদ্ধি, কত ধানে কত চাল তা দেখি তুমি জানো!'

'ইয়ার' শব্দটি প্রথমে খেয়াল করিনি। সেটা খেয়াল করলাম তখন, যখন সে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললো, 'এখন থেকে আমরা বন্ধু, কি বলো?' চুপ করে রইলাম। কথাটা আবার বললো সে। অবশ্য এতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যখন সে কথাটার উপর জোর দিলো তখন মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

চিঠিটা সে খামে পুরলো এবং আমরা মদ শেষ করলাম। তারপর নিঃশব্দে আমরা কয়েক মিনিট সিগ্রেট টানলাম। রাস্তা বেশ শান্ত, খালি কখনও কখনও দু'একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ। অবশেষে বললাম, রাত হয়ে যাচ্ছে, রেমন্ডও তা স্বীকার করলো। 'আজকের বিকেলটা খুব দ্রুত কেটে গেল', যোগ করলো সে, এবং এদিক থেকে কথাটা সত্যি। আমি বিছানায় যেতে চাইছিলাম যদিও মনে হচ্ছিলো ওঠার কোন শক্তি নেই। আমাকে নিশ্চয় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো, কারণ রেমন্ড বললো, 'একজনকে অযথা বিরক্ত করা উচিত নয়।' প্রথমে কথাটার মানে বুঝলাম না। তখন সে জানালো আমার মায়ের মৃত্যুর খবর সে শুনেছে। যাক, বললো সে, এটা এক সময় না একসময় ঘটতই। কথাটা আমার পছন্দ হলো এবং তাকে তা জানালাম।

যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন রেমন্ড বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললো যে, মানুষ সবসময় একে অন্যকে বুঝতে পারে। দরজা ভিজিয়ে ল্যান্ডিংয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। সমস্ত বাড়িটা কবরের মতো নিঃশব্দ। সিঁড়ির অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ। আমি আমার কানে রক্তের দপদপানী ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাই শুনলাম। তারপর বুড়ো সালামানোর ঘরে তার কুকুরটা ফোঁপাতে লাগলো। এবং এই ঘুমন্ত বাড়ির মাঝে শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো, অন্ধকার আর নৈঃশব্দে একটি ফুল ফুটে ওঠার মতো।

চার

পুরো সপ্তাহটা বেশ ব্যস্তভাবে কাটলো অফিসে। রেমন্ড একবার এসে বলে গেল যে, চিঠিটা সে ডাকে দিয়েছে। ইমানুয়েলের সঙ্গে দু'বার গিয়েছিলাম সিনেমায়। পর্দায় কি ঘটছে তা সে প্রায়ই বুঝতে পারে না এবং অনবরত তাকে তা বুঝিয়ে বলার অনুরোধ করে। গতকাল ছিল শনিবার এবং কথামতো মারি এলো। পরনে তার চমৎকার লাল-সাদা ডোরাকাটা পোষাক, পায়ে স্যান্ডেল, এতো সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
লাগছিলো যে, চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল তার ছোট দৃঢ় স্তনরেখা আর তার রোদে পোড়া মুখটাকে লাগছিলো বেগুনী বাদামী রংয়ের ফুলের মতো। বাসে করে আলজিয়ার্স থেকে কয়েক মাইল দূরে এক পরিচিত বীচে গেলাম আমরা। দু'পাশে ছোট টিলার মাঝে বালির একটা টুকরো যেন, জলের ধার ঘেষে পেছনে নল-খাগড়ার ছোপ। গরম লাগছিলো না তেমন আর পানিটাও ছিল কুসুম কুসুম। ছোট ছোট ঢেউগুলো অলসভাবে হামাগুড়ি খাচ্ছিলো বালির ওপর।

মারি আমাকে নতুন এক খেলা শেখালো। খেলাটা হলো, সাঁতার কাটার সময়, ঢেউ থেকে ফেনাটা মুখে নেয়া এবং মুখভর্তি ফেনা নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুলকুচা করা। পানিটা শূন্যে কেমন একটা আবছায়া ভাব সৃষ্টি করতো নয়ত উষ্ণ প্রস্রবণের স্রোতের মতো মুখে এসে পড়তো। কিন্তু শীঘ্রই নুনের জন্যে আমার মুখ জ্বালা করতে লাগলো। তারপর মারি এসে জলের ভিতর আলিঙ্গন করে আমায় চুমো খেলো। তার জিভ শীতল করে তুললো আমার ঠোঁট এবং সাঁতরে তীরে ফেরার আগে মিনিট দু'এক ঢেউগুলোকে খেলা করতে দিলাম আমাদের নিয়ে।

কাপড় পড়া হয়ে গেলে পরিপূর্ণ চোখে মারি তাকালো আমার দিকে। জ্বলজ্বল করছিলো তার চোখ। চুমো খেলাম তাকে; তারপর বেশ কিছুক্ষণ আমরা কথা বললাম না। মারির কোমর জড়িয়ে এগোতে লাগলাম। দু'জনই ব্যস্ত ছিলাম বাস ধরার জন্যে। এবং বাসায় ফিরে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। আমি আমার জানালা খুলে রেখেছিলাম, এবং খুব আরাম লাগছিলো যখন অনুভব করলাম আমাদের সূর্যস্নাত শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া।

মারি জানালো, আগামীকাল সকালে তার কোন কাজ নেই সুতরাং দুপুরের খাবারটা আমার সঙ্গেই সারার প্রস্তাব করলাম। রাজী হলো সে, এবং আমি নিচে নেমে গেলাম কিছু মাংস কিনতে। ফেরার সময় রেমন্ডের ঘরে এক মেয়ের গলা শুনলাম। কিছুক্ষণ পর বুড়ো সালামানো শুরু করলো তার কুকুরের ওপর হম্বিতম্বি এবং খানিক পরেই কাঠের সিঁড়িতে বুট এবং থাবার শব্দ। তারপর 'নোংরা জানোয়ার! চল বেটা খেঁকী কুত্তা।' তারা দু'জনই বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। মারিকে বুড়োর এই অভ্যাসের কথা জানালাম এবং তা শুনে সে হাসলো। পরনে তার আমার একটা পাজামা স্যুট এবং জামার হাতা গোটানো। সে যখন হাসলো তখন আমি তাকে আবার চাইলাম। খানিকপর সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, আমি তাকে ভালোবাসি কি না। বললাম, এ রকম প্রশ্নের সত্যি কোন মানে হয় না; তবে আমার মনে হয় না তাকে আমি ভালোবাসি। একথা শুনে সে কিছুক্ষণের জন্যে মুখ ভার করে রইলো। কিন্তু যখন আমরা দুপুরে খাবার ঠিক করছিলাম তখন সে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং হাসতে শুরু করলো। সে যখন হাসে তখন তাকে আমার চুমো খেতে ইচ্ছে করে। আর ঠিক তখন রেমন্ডের ঘরে শুরু হলো চেঁচামেচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
প্রথমে শুনলাম গলা চড়িয়ে উত্তপ্ত স্বরে একটি মেয়ে যেন কি বললো; তারপর রেমন্ডের তর্জন-গর্জন, 'তুই আমাকে অপমান করেছিস কুত্তী। এর শোধ কি করে নিতে হয় তা তোকে শেখাচ্ছি!' ধুপধাপ কিছু আওয়াজ শোনা গেল, তারপর এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—এ ধরনের চিৎকার মানুষের রক্ত হিম করে দেয়—কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যান্ডিংয়ে ভীড় জমে গেল। মারি এবং আমি বের হলাম দেখতে। মেয়েটা তখনও চেঁচাচ্ছিলো এবং রেমন্ড তখনও তাকে পেটাচ্ছিলো। মারি বলল, ব্যাপারটা কি বীভৎস নয়? উত্তরে কিছুই বললাম না। তারপর সে আমায় বলল পুলিশ ডেকে আনতে, কিন্তু আমি জানালাম, পুলিশ আমি মোটেই পছন্দ করি না। যা হোক, একজন এলো অবশেষে, তার সঙ্গে দোতলার বাসিন্দা এক মিস্ত্রি। দরজায় টোকা পড়তেই ভেতরের হৈ চৈ থেমে গেল। আবার সে টোকা দিলো, কয়েক মুহূর্ত পর মেয়েটা ফের কান্না শুরু করলো এবং রেমন্ড খুলে দিলো দরজা। ঠোঁটে তার আলগোছে ধরা একটা সিগারেট, মুখে পান্ডুর হাসি। 'তোমার নাম?' নিজের নাম বললো রেমন্ড। 'আমার সঙ্গে কথা বলার সময় মুখের সিগারেট নামাও।' বিরক্তির সঙ্গে বললো পুলিশটা। ইতস্তত করলো রেমন্ড, তাকালো আমার দিকে এবং সিগারেট মুখেই রাখলো। পুলিশটা নিপুণভাবে তার বাঁ চোয়ালে ঘুঁষি চালালো। সিগারেটটা তার ঠোঁট থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো কয়েক গজ দূরে। বিনীতভাবে তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, সিগারেটটা কি সে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে পারে। অফিসারটি বললো, 'নাও।' এবং যোগ করলো, 'খেয়াল রেখো, এরপর এ ধরনের কিছু সহ্য করতে আর আমরা রাজী নই বিশেষ করে তোমার মতো বেটাচ্ছেলে থেকে।'

মেয়েটা ইতিমধ্যে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছিলো, 'কাপুরুষটা আমায় মেরেছে। বেশ্যার একটা দালাল।'

'মাফ করবেন অফিসার', বললো রেমন্ড, 'আইনে কি আছে সাক্ষীদের সামনে একটি লোককে বেশ্যার দালাল বলা যেতে পারে?'

পুলিশ তাকে তার 'রকবাজী' থামাতে বললো।

রেমন্ড তখন মেয়েটার দিকে ফিরে বললো, 'কিছু ভেবোনা সজনী, আবার দেখা হবে।'

'ব্যস যথেষ্ট', বললো পুলিশটি এবং মেয়েটিকে চলে যেতে হুকুম করলো। যতক্ষণ থানা থেকে সমন না আসছে ততক্ষণ রেমন্ডকে ঘরে থাকতে হবে। 'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।' বললো পুলিশটি, 'এতো কি টেনেছো যে দাঁড়াতেও পারছো না! কি ব্যাপার টলছো কেন এতো?' রেমন্ড বললো, 'টানি নি। যখন দেখি আপনাদের কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তখন কাঁপতেই হয়। সেটাই স্বাভাবিক।'

তারপর সে দরজা বন্ধ করলো এবং আমরা সবাই চলে এলাম। মারি আর আমি আমাদের দুপুরের খাবার ঠিক করলাম। কিন্তু তার ক্ষিদে ছিল না তাই প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
পুরোটাই আমি খেলাম। একটার সময় সে চলে গেল এবং তারপর আমি খানিকক্ষণ ঘুমোলাম।

তিনটের সময় দরজায় টোকা, রেমন্ড ঢুকলো ভেতরে। বসলো সে আমার খাটের কোণায় এবং দু'এক মিনিট কিছু বললো না। কি ভাবে সব হলো, জিজ্ঞেস করলাম তাকে। বললো সে, পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বেশ মসৃণ গতিতেই কাজ এগোচ্ছিলো; কিন্তু যখন মেয়েটা চড় মারলো এবং চোখে সে সর্ষে ফুল দেখতে পেল ঠিক তখনই মেয়েটাকে ধরে সে পেটাতে লাগলো। তারপরের ঘটনা আমাকে বলার কোন দরকার নেই। কারণ তখন আমি ছিলাম সেখানে।

'ভালো', বললাম আমি, 'তুমি তাকে একচোট নিয়েছো এবং তোমার ইচ্ছেও ছিল তাই, ঠিক না?'

একমত হলো সে এবং বোঝালো, পুলিশ যাই করুক না কেন তার শাস্তি সে পেয়েছে। পুলিশের কথা ধরলে, তাদের কি ভাবে ঢিট করতে হয় তা তার ভালো জানা আছে। কিন্তু সে জানতে চাইলো, পুলিশ যখন তাকে ঘুষি মেরেছিলো তখন কি আমি ভেবেছিলাম যে বিনিময়ে সেও একটা মারবে।

আমি তাকে বললাম যে, আমি কিছুই ভাবিনি এবং পুলিশের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আদৌ রাজী নই। মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছে রেমন্ড। জিজ্ঞেস করলো, আমি তার সঙ্গে বেড়াতে যাবো কিনা। বিছানা ছেড়ে উঠে আমি চুল আঁচড়াতে লাগলাম। তারপর রেমন্ড বললো, সে যা চায় তাহলো আমি যেন তার হয়ে সাক্ষী দিই। জানালাম, আমার কোন আপত্তি নেই; তবে আমি বুঝতে পারছি না তার হয়ে আমাকে কি বলতে হবে।

'এতো সামান্য ব্যাপার,' উত্তর দিলো সে, 'তোমাকে শুধু বলতে হবে যে মেয়েটা আমাকে অপমান করেছিলো।'

সুতরাং আমি তার সাক্ষী হতে রাজী হলাম।

একসঙ্গে বেরুলাম এবং রেমন্ড এক কাফেতে আমাকে ব্র্যান্ডি খাওয়ালো। তারপর এক গেম বিলিয়ার্ড খেললাম আমরা; খেলাটা বেশ জমেছিলো এবং মাত্র কয়েক পয়েন্টে হারলাম। তারপর সে প্রস্তাব করলো বেশ্যালয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমি আপত্তি জানালাম; আমার ইচ্ছে করছিলো না। আস্তে আস্তে হেঁটে যখন আমরা ফিরছিলাম তখন সে বললো, তার রক্ষিতাকে একচোট নিতে পারায় সে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে। নিজেকে সে অত্যন্ত আন্তরিক করে তুললো আমার কাছে এবং আমাদের বেড়ানোটা আমি বেশ উপভোগ করলাম। বাসার কাছে যখন এলাম তখন দেখি বুড়ো সালামানো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো তাকে। দেখলাম তার কুকুরটা নেই তার সঙ্গে। লাট্টুর মতো ঘুরে সে দেখছিলো চারদিক এবং মাঝে মাঝে রক্তিম চোখ নিয়ে তাকাচ্ছিলো হল ঘরের অন্ধকারের দিকে। এবং তারপর বিড়বিড় করে পায়চারি করছিলো রাস্তায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
রেমন্ড ব্যাপারটা জানতে চাইলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর পেল না। তারপর শুনলাম, ঘোঁত ঘোঁত করে সে বলছে, 'জারজ! নোংরা জানোয়ার!' যখন জিজ্ঞেস করলাম তার কুকুরটা কোথায় তখন ভ্রুকুটি করে সে আমার দিকে তাকালো এবং রুক্ষ স্বরে বলে উঠলো, 'চলে গেছে!' খানিকপর হঠাৎ করে সে সব বলতে লাগলো।

'যথারীতি আমি তাকে প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম। আজ এক মেলা বসার দরুন সেখানে দারুণ ভীড় হয়েছিলো। এতো ভীড় যে চলাফেরা করাই মুশকিল। আমি এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম 'হাতবন্ধ রাজাকে' দেখতে। তারপর যখন আবার রওয়ানা হবো তখন দেখি কুকুরটা উধাও। ভাবছিলাম ছোট্ট একটা কলার কিনবো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি ব্যাটা এভাবে কলারের ফাঁক দিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।'

রেমন্ড তাকে আশ্বাস দিলো যে কুকুরটি পথ খুঁজে ফিরে আসবে এবং তাকে সে সেইসব কুকুরদের গল্প শোনালো যারা মাইলের পর মাইল হেঁটে ফিরে গিয়েছিলো নিজ নিজ মনিবের কাছে। কিন্তু এসব শুনে মনে হলো বুড়োটা আরো চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

'বুঝতে পারছো না, তাকে তো মেরে ফেলবে; মানে পুলিশের কথা বলছি। আর ঐ ঘেঁয়ো কুকুরটাকে নিয়ে গিয়ে কেউ যত্নআত্তি করবে তাও তো মনে হয় না।'

আমি তাকে জানালাম, পুলিশ স্টেশনে একটি খোঁয়াড় আছে। সেখানে সব হারানো কুকুর নিয়ে রাখা হয়। তার কুকুর নিশ্চয় আছে সেখানে। কিছু জরিমানা দিলেই তারা কুকুর দিয়ে দেবে। জিজ্ঞেস করলো সে, কত জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু আমি তা বলতে পারলাম না। সে আবার রেগে গেল। 'ঐ হতচ্ছাড়া কুত্তাটার জন্যে বুঝি আমি টাকা দেবো? মোটেই না। তাকে মেরে ফেললেই আমি খুশী হবো।' অতঃপর কুকুরটাকে সে তার পুরনো গালিগালাজ শুরু করলো।

রেমন্ড হেসে ঢুকে পড়লো হলে। দোতলা পর্যন্ত আমি অনুসরণ করলাম তাকে এবং ল্যান্ডিংয়ের কাছে এসে আলাদা হলাম দু'জনে। মিনিট দু'এক পর সিঁড়িতে শোনা গেল সালামানোর পদশব্দ। তারপর আমার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

আমি যখন দরজা খুললাম তখন সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

'মাফ করো আমি বোধ হয় তোমাকে বিরক্ত করছি, না?'

ভিতরে আসতে বললাম তাকে কিন্তু সে মাথা নাড়লো। সে তাকিয়েছিলো তার পায়ের দিকে এবং শিরবহুল হাতটা তার কাঁপছিলো। আমার চোখ এড়িয়ে সে বলতে লাগলো, 'তারা নিশ্চয় আমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে যাবে না, তাই না মঁসিয়ে মারসো? নিশ্চয় তারা এ ধরনের কোন কাজ করবে না। যদি তারা তা করে তবে আমার কি হবে তা আমি ভাবতেও পারছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তাকে বললাম, যদ্দূর জানি, হারানো কুকুর তারা তিনদিন রাখে খোয়াড়ে তাদের মনিবদের জন্যে। তারপর তাদের ইচ্ছেমতো কুকুরগুলির ব্যবস্থা করে।

একমুহূর্ত নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'শুভরাত্রি।' তারপর বেশ কিছুক্ষণ তার ঘরে পায়চারীর আওয়াজ পেলাম। এরপর তার বিছানার শব্দ। দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা গেল ফোঁপানির আওয়াজ। অনুমান করলাম, সে কাঁদছে। কি কারণে জানি না, হঠাৎ আমি আমার মা'র কথা ভাবতে লাগলাম, কিন্তু আগামীকাল আমাকে উঠতে হবে খুব ভোরে, এবং ক্ষিধে যেহেতু ছিল না, সেহেতু খাবার না খেয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পাঁচ

অফিসে টেলিফোন করলো রেমন্ড। তার এক বন্ধুর কাছে আমার কথা বলেছিলো সে। জানালো রেমন্ড, এবং সেই বন্ধু আলজিয়ার্সের বাইরে সমুদ্র তীরে তার ছোট বাংলোয় আমাকে আগামী রোববারটা কাটাতে নিমন্ত্রণ করেছে। জানালাম আমি, যেতে পারলে খুবই খুশী হতাম, কিন্তু একটি মেয়েকে কথা দিয়েছি রোববারটা তার সাথে কাটাবো বলে। সঙ্গে সঙ্গে রেমন্ড জানালো, তাকে নিয়ে এলেও ক্ষতি নেই। আসলে মেয়েটিকে নিয়ে এলে তার বন্ধুর বউ খুবই খুশী হবে, পুরুষদের পার্টিতে একা মেয়ে না হওয়ার জন্যে।

তখুনি আমি ফোনটা রেখে দিতে চাচ্ছিলাম। কারণ, আমার কর্তা ব্যক্তিগত আলাপের জন্যে অফিসের ফোন ব্যবহার করা পছন্দ করেন না। কিন্তু রেমন্ড আমায় ধরে রাখতে বললো; আমাকে আরো কিছু তার বলার আছে এবং সে জন্যেই আসলে টেলিফোন করা, নয়ত নিমন্ত্রণটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে বিকেল পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারতো। 'ব্যাপারটা হলো', বললো সে, 'সকাল থেকে কয়েকটা আরব আমাকে অনুসরণ করছে। তার মধ্যে সে মেয়েটির ভাইও আছে যার সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গিয়েছিলো। বাসায় ফিরে যদি তাকে তুমি বাসার সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখো, তাহলে আমাকে জানিয়ো।'

বললাম, ঠিক আছে।

আর ঠিক ঐ সময়ই কর্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন। অল্পক্ষণের জন্যে অস্বস্তি লাগলো। কারণ মনে হলো, তিনি আমায় ডেকে বলবেন, বন্ধুর সঙ্গে গাল-গল্প করে অযথা সময় নষ্ট না করে নিজের কাজ করতে। যাহোক, সে রকম কিছুই হল না। একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে তিনি আমায় ডেকেছিলেন কারণ তিনি নিজে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না। পরিকল্পনাটা হলো, ডাকের ঝামেলা এড়িয়ে, বড় বড় কোম্পানীগুলির সঙ্গে তাৎক্ষণিক লেনদেনের জন্যে প্যারিসে একটা শাখা খোলা হবে এবং তিনি জানতে চান, আমি সেখানে কাজ করবো কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
'তোমার বয়স কম', বললেন তিনি, 'এবং আমি নিশ্চিত যে প্যারিসে তুমি চমৎকারভাবে দিন কাটাতে পারবে। তা ছাড়া বছরের কয়েক মাসতো ফ্রান্সের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে পারছোই।'

বললাম, যেতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই, তবে সত্যি বলতে কি আমাকে পাঠানো হোক বা না হোক তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।

তারপর তিনি 'জীবন বদলানো,' কথাটাকে ওভাবেই বললেন তিনি, 'কি আমার কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করে না।' উত্তরে বললাম, কেউ কারো সত্যিকার জীবন বদলাতে পারে না; যা হোক এক জীবন আরেক জীবনের মতোই ভালো এবং আমার বর্তমান চমৎকারভাবে খাপ খাচ্ছে আমার সঙ্গে।

এতে মনে হলো, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন, আমি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না এবং কোন উচ্চাশাও নেই আমার, যা তার মতে অতি মারাত্মক দোষ বিশেষ করে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে।

নিজের কাজে ফিরে এলাম। তাকে অসন্তুষ্ট করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই কিন্তু 'জীবন বদলাবার' কোন কারণও খুঁজে পেলাম না। আমার বর্তমান জীবন মোটেই অসুখী নয়। তিনি যে ধরনের উচ্চাশার কথা বলেছিলেন, ছাত্র থাকাকালীন সে ধরনের প্রচুর উচ্চাশা আমার ছিল। কিন্তু পড়াশোনায় যখন ইস্তফা দিতে হলো তখন শীঘ্রই বুঝলাম এসব কিছুই নিরর্থক।

মারি সেদিন বিকেলে এসে আমায় জিজ্ঞেস করলো, আমি তাকে বিয়ে করবো কিনা। জানালাম, আমার কোন আপত্তি নেই; বিয়েতে সে যদি এতই ইচ্ছুক হয় তাহলে আমরা বিয়ে করবো।

তখন সে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি তাকে ভালোবাসি কিনা। প্রায় আগের মতোই আমি উত্তর দিলাম, তার প্রশ্নের সত্যি কোন মানে হয় না— তবে আমার মনে হয় তাকে আমি ভালোবাসি না।

'তুমি যদি তাই মনে কর' বলল সে, 'তবে আমায় বিয়ে করছো কেন?'

বললাম, এর কোন গুরুত্ব নেই। তবে বিয়েটা যদি তাকে আনন্দ দেয় তাহলে এক্ষুণি আমরা বিয়ে করতে পারি। তাকে জানালাম, প্রস্তাবটা তার কাছ থেকেই এসেছে; আমার কথা ধরলে আমি শুধু বলবো 'হাঁ।'

তখন সে বললো, বিয়েটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

উত্তরে আমি বললাম, 'না'।

তারপর সে নিঃশব্দে বিচিত্র দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। এবং খানিকপর জিজ্ঞেস করলো,

'আরেকটি মেয়ে এসে যদি তোমাকে বিয়ে করতে বলে তাকে, মানে, এমন একটি মেয়ে যাকে তুমি আমার মতোই পছন্দ করো, তা হলে কি তুমি 'হাঁ' বলবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
'স্বাভাবিকভাবেই।'

তখন সে বললো, ভেবে সে অবাক হচ্ছে সত্যি কি সে আমাকে ভালোবাসে, না বাসে না। আমার পক্ষে এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে 'আমি যে এক অদ্ভুত লোক' সে সম্পর্কে কিছু বললো। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সে জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বললো সে, 'কিন্তু একদিন এ জন্যেই বোধহয় তোমাকে ঘৃণা করা শুরু করবো।'

এর উত্তরে আমার আর কিছুই বলার ছিল না, সুতরাং আমি কিছুই বললাম না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো মারি। তারপর হাসতে শুরু করলো এবং আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, সে অত্যন্ত আন্তরিক; সত্যি সে আমাকে বিয়ে করতে চায়।

'ঠিক আছে', বললাম আমি, 'তুমি যে সময় বলবে সে সময়ই আমাদের বিয়ে হবে।' তারপর, আমার কর্তা আমাকে যে প্রস্তাব জানিয়েছে, মারিকে তা বললাম এবং মারি জানালো, প্যারিসে যেতে পারলে সে খুবই খুশী হবে।

আমি যখন তাকে জানালাম, প্যারিসে আমি কিছুদিন ছিলাম তখন সে জিজ্ঞেস করলো, 'শহরটা দেখতে কেমন?' 'শহরটা ঘিঞ্জি বলেই আমার মনে হয়। বিষণ্ন প্রাঙ্গণ এবং অসংখ্য কবুতর। লোকগুলির মুখ ফ্যাকাশে যেন সবাই ব্যর্থ হয়েছে সব কাজে।'

তারপর শহরের মাঝ দিয়ে যে সদর রাস্তা চলে গেছে সে রাস্তা ধরে আমরা বেড়াতে বের হলাম। মহিলারা বেশ সেয়ানা এবং মারিকে জিজ্ঞেস করলাম এটা সে লক্ষ্য করেছে কি না। 'হ্যাঁ', বললো সে, আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা সে বুঝেছে। এরপর কয়েক মিনিট আমরা কোন কথা বললাম না। যা হোক, আমি চাচ্ছিলাম না, মারি আমাকে এখন ছেড়ে যাক। তাই প্রস্তাব করলাম, সেলেস্তের রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে রাতের খাবার খেতে। আমার সঙ্গে খেতে পারলে খুবই খুশী হতো সে, মারি জানালো, কিন্তু আগে থেকেই বিকেলে তার প্রোগ্রাম করা আছে। আমরা প্রায় বাসার কাছাকাছি এলে আমি বললাম, 'তা হলে বিদায়!'

'তুমি কি জানতে চাও না আজ বিকেলে আমি কি করছি?'

জানতে চাচ্ছিলাম না আমি এবং সেটা তাকে জিজ্ঞেস করতেও আমার মনে ছিল না কিন্তু মনে হলো এজন্যে বুঝি মারি অভিযোগ জানাচ্ছে। নিশ্চয় আমাকে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিলো, কারণ হঠাৎ সে হাসতে শুরু করলো এবং আমার দিকে নুয়ে চুমোর জন্যে ঠোঁট বাড়িয়ে দিলো।

সেলেস্তের ওখানে আমি একাই গেলাম। তখন মাত্র আমি খাবারে হাত দিয়েছি এমন সময় কুৎসিত ছোটখাট এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আমার টেবিলে বসতে পারেন কি না। নিশ্চয় পারেন। মুখ তার গোলগাল, পাকা আপেলের মতো। উজ্জ্বল চোখ, এবং চলাফেরা করছিলেন তিনি অদ্ভুত এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
লাফানোর ভঙ্গিতে যেন দাঁড়িয়ে আছেন তারের ওপর। নিজের আটোসাটো জ্যাকেটটা খুলে তিনি বসে মনোযোগের সঙ্গে খাবারের দাম দেখছিলেন। তারপর সেলেস্তেকে ডেকে অর্ডার দিলেন খুব দ্রুতভাবে, কিন্তু পরিষ্কার করে; প্রত্যেকটি শব্দ বোঝা যায় মতো। 'হর্স দ্য অভরের' জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তিনি তার ব্যাগ খুলে একটা পেন্সিল আর এক টুকরো কাগজ বের করে খাবারের দাম হিসেব করলেন। তারপর আবার ব্যাগ হাতড়িয়ে ছোট একটি পার্স বের করে নির্দিষ্ট দামের সঙ্গে অল্প কিছু বখশিস যোগ করে রাখলেন নিজের সামনে।

ঠিক তখুনি ওয়েটার 'হর্স দ্য অভর' এনে হাজির করলে মহিলা প্রায় নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত ভঙ্গীতে তা খেতে শুরু করলেন। তারপর দ্বিতীয় পদের জন্যে অপেক্ষা করার সময় আরেকটা পেন্সিল, এবারেরটা নীল রংয়ের এবং সামনের সপ্তাহের একটা রেডিও ম্যাগাজিন বের করে প্রতিদিনের প্রায় প্রতিটি প্রোগ্রামের পাশে দাগ দিতে লাগলেন। ম্যাগাজিনে প্রায় ডজন খানেক পৃষ্ঠা ছিল এবং খাবারের পুরোটা সময় তিনি তা দেখলেন অতীব মনোযোগের সঙ্গে। আমি যখন আমার খাবার শেষ করলাম তখনও তিনি সেই অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দাগ দিয়ে চলছেন। তারপর উঠলেন, ঠিক আগের মতোই রোবোটের ভঙ্গীমায় জ্যাকেট গলিয়ে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

কিছুই করার ছিল না বলে, আমি তাকে খানিকটা পথ অনুসরণ করলাম। ফুটপাতের ধার ঘেষে সোজা তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন, পিছন না ফিরে কোন দিকে না তাকিয়ে এবং ছোটখাটো আকার সত্ত্বেও যে রকম দ্রুতভাবে তিনি হাঁটছিলেন তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। আসলে তার গতির সঙ্গে আমি তাল রাখতে পারছিলাম না এবং শীঘ্রই আমি তাকে হারিয়ে ফেললাম। তাই ফিরে বাসার দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণের জন্যে এই 'ছোট রোবট' (তাকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছিলো) আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছিলো কিন্তু শীঘ্রই আমি তার কথা ভুলে গেলাম।

যখন আমি আমার ঘরের দিকে এগোচ্ছি তখন দেখা হলো সালামানোর সঙ্গে। আমি তাকে ঘরে আসতে বললাম এবং সে জানালো তার কুকুরটা নিশ্চয় হারিয়ে গেছে। সে গিয়েছিলো খোঁয়াড়ে খোঁজ নিতে কিন্তু ওখানে কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং কর্মচারীরা জানিয়েছে, কুকুরটা বোধহয় মারা পড়েছে রাস্তায়। যখন সে জিজ্ঞেস করলো, থানাতে খোঁজ নিলে কোন লাভ হবে কিনা তখন তারা জানালো, রাস্তার কুকুর মারা পড়লো কি পড়লো না তার খোঁজ রাখার চেয়েও জরুরি কাজ তাদের করতে হয়। আমি প্রস্তাব করলাম আরেকটি নতুন কুকুর আনতে। কিন্তু যুক্তিসহ সালামানো বোঝালো এটার সঙ্গে থাকতে থাকতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো; আর নতুন একটা আনলেও ঠিক আগের মতো হবে না।

আমি আমার বিছানায় বসেছিলাম পা তুলে আর সালামানো বসেছিলো টেবিলের পাশে হাঁটুতে হাত রেখে। তার জীর্ণ ফেল্ট হ্যাটটা ছিল তার কাছেই এবং ধূলোটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ও হলদেটে গোঁফের আড়ালে সে বিড়বিড় করছিলো। আমার কাছে বিরক্তকর লাগছিলো তার সান্নিধ্য কিন্তু কিছুই করার ছিল না এবং ঘুমও আসছিলো না। সুতরাং কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি তাকে তার কুকুর সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম—কতদিন কুকুরটা তার কাছে ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। বললো সে, তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরই কুকুরটা পেয়েছিলো সে। বিয়ে করেছিলো সে বেশি বয়সে। যুবক থাকাকালীন সে চেয়েছিলো অভিনেতা হতে; সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার সময় প্রায়ই সে সৈন্যদের মঞ্চে অভিনয় করতো এবং অভিনয় মোটামুটি ভালোই করতো অন্তত লোকে তাই বলতো। শেষে সে চাকরি নিয়েছিলো রেলওয়েতে এবং সেজন্য তার মনে কোন আক্ষেপ নেই, কারণ, এ চাকরির জন্যেই সে এখন ছোটখাটো একটা পেনশন পাচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা তার ছিল না কিন্তু তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো একে অন্যের সঙ্গে থাকতে এবং স্ত্রী মারা গেলে সে নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে। তার রেলওয়ের এক বন্ধুর কুকুরের কয়েকটা বাচ্চা হওয়াতে সে তাকে একটি বাচ্চা দিতে চেয়েছিলো এবং সঙ্গী হিসেবে তখন সে তা গ্রহণ করেছিলো। প্রথমে সে বাচ্চাটাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াতো। কিন্তু মানুষের চাইতে কুকুরের জীবন ছোট তাই বলতে গেলে তারা বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো একসঙ্গে।

'কুকুরটা ছিল বদমেজাজী', বললো সালামানো, 'যখন তখন আমাদের মাঝে একচোট হয়ে যেত কিন্তু তবুও বদমাশটা ছিল ভালো।' বললাম, কুকুরটাকে দেখে বেশ ভালো জাতের মনে হতো এবং এ কথা বুড়োকে বেশ সন্তুষ্ট করলো।

'আহ্, তার অসুখের আগে তাকে দেখা তোমার উচিত ছিল,' বললো সে, 'যা চমৎকার পশম ছিল ওর এবং ঐটেই ছিল দেখার জিনিস। অনেক চেষ্টা করেছি ভালো করতে। চর্মরোগ হওয়ার পর প্রতিরাতে তার চামড়ায় আমি মলম লাগাতাম। কিন্তু আসল কথা হল বয়স এবং তার কোন ওষুধ নেই।'

ঠিক সে সময় আমি হাই তুললাম। এবং বুড়ো বললো, তার এবার ওঠা উচিত। তাকে বললাম, আরো খানিকটা সে বসতে পারে এবং তার কুকুরের ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত। ধন্যবাদ জানিয়ে সালামানো জানালো, আমার মা কুকুরটাকে খুব পছন্দ করতেন। মা'কে সে 'তোমার বেচারি মা' বলে উল্লেখ করলো এবং বললো তাঁর মৃত্যু নিশ্চয় আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে। আমি যখন বললাম, না, তখন সে খানিকটা দ্রুত এবং খানিকটা অপ্রতিভভাবে বললো, রাস্তায় কিছু লোক আমার সম্পর্কে বেশ আজে বাজে কথা বলছে যেহেতু মা'কে আমি আশ্রমে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে তো জানে আসল ব্যাপারটা, মা'র আমি কি দারুণ ভক্ত ছিলাম।

উত্তর দিলাম—কেন, আমি এখনও জানি না—লোকদের মনে যে আমার সম্পর্কে এ রকম বাজে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা আমাকে অবাক করেছে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
যেহেতু তাকে এখানে রাখতে পারছিলাম না সেহেতু বাধ্য হয়েই তাকে আশ্রমে পাঠাতে হয়েছিলো। 'সে যা হোক', বললাম, বহু বছর ধরে আমাকে বলার আর তার কোন কথা ছিল না এবং আমি লক্ষ্য করছিলাম কথা বলার লোকের অভাবে তিনি সদা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন।

'হ্যাঁ', বললো সে, 'আশ্রমে যে কেউ সহজে বন্ধু জোগাড় করে ফেলে।'

উঠে দাঁড়ালো সে। বললো, অনেক রাত হয়েছে। এখন তার ঘুমানো দরকার। এবং এ নতুন ব্যবস্থা তার জীবনে খানিকটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এতোদিনের পরিচয়ের মধ্যে এই প্রথম সে হাত বাড়িয়ে দিলো—খানিকটা লাজুকভাবে—তাই মনে হলো আমার এবং আমি তার চামড়ার কর্কশতা অনুভব করতে পারছিলাম। দরজার বাইরে পা রাখার সময় ঘুরে দাঁড়ালো সে, একটু হেসে বললো, 'আশা করি আজ রাতে কুকুরগুলি আর চেঁচাবে না। আমার সব সময় মনে হয় আমারটার ডাকই বোধ হয় শুনছি—'

ছয়

রোববার সকালে ওঠা যে কি কষ্টকর; মারিকেতো আমার খানিকক্ষণ নাম ধরে কাঁধ ঝাকাতে হলো। ভোর ভোরেই আমরা পানিতে নামতে চাচ্ছিলাম তাই নাস্তার ঝামেলা আর করলাম না। মাথাটা আমার একটু কামড়াচ্ছিলো এবং প্রথম সিগারেটের স্বাদ বিষাদ লাগলো। মারি বললো, আমাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোককারীদের মতো লাগছে এবং আমার সত্যিই অবসাদ লাগছিলো। মারির চুল খোলা এবং পরনে সাদা পোষাক। আমি বললাম, এ পোষাকে তাকে দারুণ লাগছে এবং এতে সে খুশী হয়ে হাসলো।

যাবার পথে ধাক্কা মারলাম রেমন্ডের জায়গায় এবং সে চিৎকার করে বললো, কিছুক্ষণের মধ্যে সে নামছে। রাস্তায় নেমে এলাম আমরা। আমার ঘরের পর্দা ছিল টানা আর তাছাড়া এ আবহাওয়ায় খানিকটা অস্বস্তিও লাগছিলো। তাই সকালের সূর্য যেন মুষ্ঠাঘাতের মতো বাড়ি মারলো আমার চোখে।

মারি কিন্তু আনন্দে প্রায় নাচছিলো এবং বারবার বলছিলো, 'কি চমৎকার দিন!' কিছুক্ষণ পর ভালো লাগতে লাগলো আমার এবং নিজেকে মনে হলো ক্ষুধার্ত। মারিকে কথাটা জানালাম কিন্তু সে তা কানেই তুললো না। হাতে আর একটা অয়েল ক্লথের ব্যাগ যার মাঝে আছে আমাদের স্নানের পোষাক আর একটা তোয়ালে। একসময় শুনলাম রেমন্ড তার ঘরের দরজা বন্ধ করলো। পরনে তার নীল প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট এবং মাথায় খড়ের টুপি। লক্ষ্য করলাম হাতটা তার বেশ লোমশ কিন্তু হাতের নিচের দিকটা ফরসা। খড়ের টুপি দেখে মুচকি হাসলো মারি। তার পোষাক আষাক দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বেশ স্ফুর্তিতেই আছে সে এবং শীষ দিতে দিতে সে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। আমাকে 'কি খবর ইয়ার' আর মারিকে 'মাদামায়োজেল' বলে সম্বোধন করলো সে। আমরা থানায় গিয়েছিলাম আগের দিন বিকেলে, সেখানে রেমন্ডের হয়ে সাক্ষী দিয়ে আমি বলেছিলাম—মেয়েটা ঠকিয়েছিলো রেমন্ডকে। সুতরাং তারা তাকে সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছিলো। আমার বিবৃতিটিকে খতিয়েও দেখেনি।

দরোজার সামনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঠিক করলাম বাসে যাবো আমরা। অতি সহজে সেখানে হেঁটেও যাওয়া যায়। তবে যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি তত ভালো। আমরা যখন বাস স্টপের দিকে এগোচ্ছি তখন রেমন্ড আমার জামার হাতা ধরে টান দিয়ে বললো, রাস্তার অপরদিকে তাকাতে। দেখলাম, কয়েকজন আরব দাঁড়িয়ে আছে তামাকঅলার জানালার সামনে। তারা নীরবে আমাদের দেখছিলো—যেন আমরা পাথরের চাঙড় বা মরা গাছ। ফিসফিস করে রেমন্ড বললো, বামদিকের দ্বিতীয় লোকটিই হলো তার সেই লোক এবং মনে হলো সে বেশ চিন্তিত। যা হোক, বোঝাতে চাইলো সে, এগুলি সব পুরানো ব্যাপার। মারি এ মন্তব্যটা ধরতে পারেনি তাই জিজ্ঞাসা করলো, 'কি বললে?'

ব্যাখ্যা করে বললাম, রাস্তার ওপাশের আরবগুলি রেমন্ডের ওপর ক্ষেপে আছে। মারি আমাদের সেখান থেকে জলদি চলে যাওয়ার উপর জোর দিলো। রেমন্ড তখন হাসলো, কাঁধ ঝাকালো। ভদ্রমহিলা ঠিকই বলেছেন, বললো সে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। বাসস্টপে যাওয়ার অর্ধেক রাস্তায় পিছন ফিরে তাকালো সে এবং বললো, লোকগুলি অনুসরণ করছে না। আমিও ঘুরে তাকালাম। তারা ঠিক আগের মতোই আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকে তাকিয়ে আছে একইভাবে।

বাসে ওঠার পর স্বস্তি পেয়ে রেমন্ড মারিকে হাসাবার জন্যে ঠাট্টা করতে লাগলো। মনে হল, মারিকে তার ভালো লেগেছে। কিন্তু মারি তাকে পাত্তাই দিলো না। যখন তখন সে হাসছিলো আমার চোখে চোখ রেখে।

আলজিয়ার্সের ঠিক বাইরে নামলাম আমরা। সমুদ্র বাস স্টপ থেকে খুব দূরে নয়; শুধু মালভূমির মতো একটা উঁচু জায়গা পেরুতে হয় যার ওপর থেকে দেখা যায় সমুদ্র। তারপরই মালভূমি ঢালু হয়ে মিশে গেছে বালিতে। এখানকার জমি ভরা বন্য লিলি আর হলদে নুড়িতে। নীল আকাশের পাশে বন্য লিলিগুলোকে লাগছিলো সাদা তুষারের মতো। গরমের দিনে আকাশটা যেভাবে ঝলসায় ঠিক সে ভাবে ঝলসাচ্ছিলো। মারি ফুলগুলির ওপর ব্যাগ দুলিয়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলো আর ফুলের পাপড়িগুলো ব্যাগের বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ছিলো চারদিকে। তারপর আমরা দু'পাশে সবুজ বা সাদা খুঁটির বেড়া দেয়া, কাঠের ব্যালকনি শুদ্ধ ছোট ছোট বাড়ির মাঝ দিয়ে হেঁটে এলাম। কিছু আবার ঝাউঝোপের আড়ালে আধা লুকানো। আমরা সে বাড়ি পেরুতে না পেরুতে সমুদ্র পুরো শরীর নিয়ে দেখা দিলো; কাঁচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
মতো মসৃণ হয়ে পড়েছিলো সমুদ্র; কিছু দূরে একটা বড় অন্তরীপ বেরিয়ে এসেছে তার কালো ছায়া নিয়ে। মৃদু বাতাসে ভেসে আসছিলো একটা মোটর এঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন এবং দেখলাম বহুদূরে একটা জেলে নৌকা অতিন্দ্রীয়ভাবে সেই ঝলসানো মসৃণতার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মারি কিছু ছোট নুড়ি কুড়োলো। সমুদ্রে যাবার ঢালু পথ ধরে নামবার সময় দেখলাম সৈকতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্নানার্থী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

সৈকতের প্রায় শেষ মাথায় রেমন্ডের বন্ধুর নিজের কাঠের বাড়ি। টিলার কোলে বাংলোটি, সামনের দিকটা স্থাপিত কাঠের স্তম্ভের ওপর, সমুদ্রের জল স্পর্শ করছিলো তখন যেখানে। রেমন্ড তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো আমাদের। নাম তার ম্যাসন। কাঁধ তার প্রশস্ত, দেখতে সে লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। বউ তার মোটাসোটা ছোটখাটো এক হাসিখুশি মহিলা, কথা বলেন প্যারিসীয় ঢংয়ে।

ম্যাসন তক্ষুণি তার বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে নিতে বললো। বললো সে, সকালে উঠেই প্রথমে সে গিয়েছিলো মাছ ধরতে। আমাদের দুপুরের খাবারে মাছ ভাজা থাকবে। আমি তার ছোট বাংলোটার জন্যে তাকে অভিনন্দন জানালাম এবং সে বললো, তার সপ্তাহান্ত এবং ছুটিছাটা এখানে কাটায়। 'অবশ্যই বউয়ের সঙ্গে' যোগ করলো সে। আমি তার বউয়ের দিকে তাকালাম, দেখলাম মারি এবং তার মধ্যে বেশ খাতির হয়ে গেছে; কথা বলছে তারা, হাসছে। এই প্রথম বোধহয় সিরিয়াসলি আমি চিন্তা করলাম তাকে বিয়ে করার।

ম্যাসন তক্ষুণি সাঁতার কাটতে যেতে চাইছিলো কিন্তু তার বউ বা রেমন্ডের নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুতরাং আমরা তিনজন, মারি, আমি এবং সে সৈকতের দিকে এগোলাম। মারি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে কিন্তু আমি আর ম্যাসন অপেক্ষা করলাম খানিকক্ষণ। কথা বলে সে ধীরে ধীরে এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে 'এবং তাছাড়া কথাটা বলবেই—সংগতি থাকুক বা না থাকুক। মারি সম্পর্কে সে বললো, 'সে খুব সুন্দর মেয়ে' এবং তাছাড়া মিষ্টিও।'

এরপর আমি আর তার এ ধরনের কথাবার্তার প্রতি নজর দিলাম না; নিজেকে ছেড়ে দিলাম রোদের কাছে এবং তাতেও বেশ ভালো লাগতে লাগলো। পায়ের নিচে তপ্ত হয়ে উঠছিলো বালি, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য হয়ে উঠছিলাম উদগ্রীব কিন্তু তবুও আরো মিনিট দু'এক অপেক্ষা করলাম। শেষে ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার আমরা নামবো কি?' এবং ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। ম্যাসন হাঁটতে লাগলো ধীরস্থিরে এবং যখন আর থই পেলো না তখন সাঁতার কাটা শুরু করলো, সুতরাং আমি তাকে ছাড়িয়ে চলে এলাম মারির কাছে। পানিটা ঠাণ্ডা এবং সেজন্যে বেশ ভালো লাগছিলো। আমি আর মারি সাঁতার কাটলাম বেশ দূর পর্যন্ত পাশাপাশি এবং আমাদের একই রকম সাঁতার কাটার ভঙ্গী দেখে ভালো লাগছিলো। মনমেজাজ দু'জনেরই ছিল একই রকম এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
সাঁতার শেষে বালুতে শুয়ে পড়লাম, তাকালাম আকাশের দিকে এবং অনুভব করছিলাম সূর্য আমার ঠোঁটের গালের লবণ জল চুষে নিচ্ছে। দেখলাম, ম্যাসন সাঁতার কেটে তীরে ফিরে সূর্যের নিচে শুয়ে পড়লো। দূর থেকে তাকে লাগছিলো অনড় এক তিমির মতো। তারপর মারি প্রস্তাব করলো আমাদের আগুপিছু সাঁতার কাটা উচিত। মারি আগে, পিছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছি আমি এবং সে যখন হাত দিয়ে পানি ঠেলে সামনে এগোচ্ছিলো তখন আমি পিছন থেকে পা মেরে তাকে সাহায্য করছিলাম।

জল ছিটাবার আওয়াজ এতোক্ষণ ধরে কানে বাজছিলো যে, মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে। সুতরাং মারিকে ছেড়ে দীর্ঘ এবং গভীর শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে ফিরে এলাম। তীরে পা ঠেকতেই ম্যাসনের পাশে বালিতে মুখ রেখে উল্টো হয়ে শুয়ে পড়লাম। তাকে বললাম, 'জায়গাটা বেশ চমৎকার' এবং সে একমত হলো। একসময় ফিরে এলো মারি। তাকে দেখার জন্যে মাথা তুললাম। চুল তার পিছে ঠেলে দেওয়া এবং নোনাজলের জন্যে তাকে দেখাচ্ছে চকচকে। তারপর সে শুয়ে পড়লো আমার পাশে এবং সূর্য ও আমাদের শরীরের মিলিত উত্তাপের জন্যে মনে হলো আমি ঘুমিয়ে পড়বো।

কিছুক্ষণ পর আমার হাত টেনে ধরে মারি বললো, ম্যাসন তার বাসায় চলে গেছে; এবং এখন নিশ্চয় দুপুরের খাবার সময়। ক্ষুধার্ত থাকায় আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু মারি বললো, সকাল থেকে আমি তাকে একটি চুমোও খাইনি। কথাটা আসলে ঠিক—যদিও কয়েকবার তাকে আমার চুমো খাবার ইচ্ছে হয়েছিলো। 'চলো ফের জলে নামি;' বললো সে এবং দৌড়ে সমুদ্রে নামলাম ও ছোট ছোট ঢেউয়ের মাঝে কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে পড়ে রইলাম।

ফিরলাম যখন তখন দেখি ম্যাসন তার বাংলোর সিঁড়িতে বসে আমাদের ফিরে আসতে বলে চিৎকার করছে। বললাম তাকে, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং সে তখুনি তার বউয়ের দিকে ফিরে বললো আমাকে তার বেশ মনে ধরেছে। রুটিটা ছিল চমৎকার আর আমার ভাগের পুরো মাছই আমি সাবাড় করলাম। তারপর আনা হলো 'স্টেক' এবং 'চিপস'। খাবার সময় আমরা ছিলাম নিশ্চুপ। ম্যাসন প্রচুর মদ খেলো এবং যখনই আমার গ্লাস খালি হতে লাগলো তখনই সে তা পুরো করে দিতে লাগলো। সবাইকে যখন কফি দেয়া হচ্ছিলো তখন আমার কেমন ঝিমঝিম লাগছিলো এবং আমি একটার পর একটা সিগারেট খাওয়া শুরু করলাম। ম্যাসন, আমি এবং রেমন্ড সবাই মিলে খরচা ভাগ করে পুরো আগস্ট মাসটা এখানে কাটাবার একটা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম।

হঠাৎ মারি অবাক সুরে বললো, 'এই দেখো! বলতো ক'টা বাজে? মাত্র সাড়ে এগারো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
এ কথায় আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম এবং ম্যাসন মন্তব্য করলো, আমাদের খাওয়াটা খুব সকাল সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু যাই বলো, লাঞ্চ হলো 'মুভেবল ফিস্ট' যখন যার ইচ্ছে তখন সে খেলো।

এ কথায় মারি হাসতে লাগলো। জানি না কেন মনে হলো মারি বেশ একটু টেনেছে।

তারপর ম্যাসন জিজ্ঞেস করলো, সৈকতে তার সাথে আমি একটু বেড়াতে বের হবো কিনা।

'দুপুরের খাবারের পর আমার স্ত্রী সবসময় একটু ঘুমোবে', বললো সে, 'আমার আবার তা পছন্দ নয়, আমার দরকার অল্প একটু বেড়ানো। সবসময় তাকে বলে আসছি স্বাস্থ্যের জন্যে এটা ঢের উপকারী। কিন্তু স্বভাবতই সে নিজের মত আঁকড়ে থাকে।'

মারি জানালো, সে ঘরেই থাকবে এবং ধোয়া মোছায় সাহায্য করবে। ম্যাসনের বউ হাসলো। বললো, 'তাহলে সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে পুরুষদের বের করে দেওয়া।' সুতরাং একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম আমরা তিনজন।

রোদ এখন প্রখর এবং জলের উপর তার প্রভা যে কোন লোকের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেবে। সৈকত প্রায় খালি। তীরের বাংলো থেকে খালি ছুরি কাটা, বাসন-কোশনের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। টিনগুলি থেকেও যেন ভাপ বেরুচ্ছে এবং বেশ কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

প্রথমে রেমন্ড এবং ম্যাসন এমন সব লোকের কথা আলোচনা করলো যাদের আমি চিনি না। মনে হলো তারা বেশ কিছুদিন ধরে পরস্পরের পরিচিত এমন কি একসঙ্গে থেকেছেও কিছুদিন। জলের ধার ঘেঁষে আমরা হাঁটতে লাগলাম, যখন তখন ঢেউ এসে আমাদের ক্যানভাসের জুতোগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। কিছুই ভাবছিলাম না আমি। সূর্যের পুরো উত্তাপ আমার খালি মাথায় পড়ায় তন্দ্রালস হয়ে উঠলাম।

ঠিক তখন রেমন্ড, ম্যাসনকে কিছু বললো যা আমি ধরতে পারলাম না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম দূর সৈকতে দু'জন আরব নীল পোষাক পড়ে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে। রেমন্ডের দিকে তাকালাম এবং সে মাথা নেড়ে বললো, 'এই সে'। আমরা দৃঢ়ভাবে হাঁটতে লাগলাম। কিভাবে তারা আমাদের খুঁজে পেয়েছে সে কথা ভেবে ম্যাসন অবাক হলো। আমার মনে হলো তারা আমাদের বাসে চড়তে দেখেছিলো এবং মারির স্নানের অয়েল ক্লথ ব্যাগও নজরে পড়েছিলো তাদের, কিন্তু কিছু বললাম না।

আরবরা যদিও হাঁটছিলো আস্তে আস্তে কিন্তু তবুও তারা প্রায় চলে এসেছিলো আমাদের কাছে। আমরা হাঁটার গতি পরিবর্তন করলাম না; কিন্তু রেমন্ড বললো, 'শোন যদি কিছু হয়, ম্যাসন তুমি দ্বিতীয়টাকে সামলিয়ো, আমার পেছনে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
লেগেছে তাকে আমি সামলাবো। আর যদি আরেকটা আসে তাহলে মারসো তুমি সামলাবে।'

বললাম, ঠিক আছে। এবং ম্যাসন পকেটে তার হাত পুরলো।

বালু আগুনের মতো গরম এবং শপথ করে বলতে পারি সবকিছু কেমন লালচে ঠেকছিলো। আমাদের সঙ্গে আরবদের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। যখন আমরা মাত্র কয়েক পা দূরে তখন তারা থামলো। ম্যাসন আর আমি পদক্ষেপ ধীর করলাম আর রেমন্ড সোজা এগোলো তার প্রতিপক্ষের দিকে। কি বললো সে তা শুনতে পারলাম না, কিন্তু দেখলাম লোকটা মাথা নিচু করছে যেন রেমন্ডের বুকে গুঁতো মারবে। রেমন্ড সঙ্গে সঙ্গে চড় লাগিয়ে ম্যাসনকে ডাকলো। ম্যাসন এতোক্ষণ যার দিকে নজর রাখছিলো তার বরাবর গিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে দু'বার ঘুষি মারলো। লোকটা সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো এবং সেকেন্ড কয়েক চারপাশে ফেনিয়ে ওঠা বুদবুদ নিয়ে পড়ে রইলো। ইতিমধ্যে রেমন্ড বেশ করে দাবড়াচ্ছিলো বাকিটাকে এবং তার মুখ ভেসে যাচ্ছিলো রক্তে। লোকটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, 'খালি নজর রেখো; আমি এখনও একে শেষ করিনি।'

'সাবধান!' চিৎকার করে বললাম, 'ওর কাছে ছুরি আছে।'

চিৎকারটা একটু দেরীতে হয়েছে। লোকটা ইতিমধ্যে রেমন্ডের হাতে এবং মুখে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। ম্যাসন লাফিয়ে এগিয়ে এলো। অন্যজন পানি থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো ছুরি হাতে ধরা লোকটার পিছে। নড়বার সাহস পেলাম না আমরা। আমাদের দিক থেকে নজর না সরিয়ে এবং ছুরিটা সামনে ধরে লোক দু'টো আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগলো। যখন তারা বেশ নিরাপদ দূরত্বে তখন পিছন ফিরে দে দৌড়। প্রখর রোদের নিচে আমরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রক্ত ঝরছিলো রেমন্ডের হাতের ক্ষত থেকে এবং মোচড়াচ্ছিলো সে কনুইয়ের উপরের দিকটা।

ম্যাসন বললো, একজন ডাক্তার আছেন যিনি প্রতি রোববার এখানে কাটান। রেমন্ড বললো, বেশ, চলো তার কাছে যাওয়া যাক। কথা বলতে পারছিলো না সে, কারণ তার মুখের অন্য ক্ষত থেকে রক্তের বুদবুদ উঠছিলো।

আমরা দু'জন দু'দিক থেকে ধরে তাকে বাংলোয় নিয়ে এলাম। সেখানে পৌঁছলে সে বললো, ক্ষতটা তত গভীর নয় এবং ডাক্তারের কাছে সে হেঁটেই যেতে পারবে। মারি বেশ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো আর মাদাম ম্যাসন তো কাঁদছিলেন।

ম্যাসন এবং রেমন্ড চলে গেল ডাক্তারের কাছে এবং আমি রয়ে গেলাম মহিলাদের কাছে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করার জন্যে। এ ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না, তাই কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ম্যাসনের সঙ্গে রেমন্ড ফিরে এলো প্রায় দেড়টার সময়। হাতে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা এবং মুখের এক কোণে একটা স্টিচিং প্লাস্টার। ডাক্তার তাকে আশ্বাস দিয়েছেন জখম গুরুতর কিছু নয় কিন্তু তাকে বেশ বিষণ্ন দেখাচ্ছিলো। ম্যাসন তাকে হাসাবার চেষ্টা করে বিফল হলো।

খানিক পর রেমন্ড বললো, সে একটু সৈকতে বেড়াতে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছে সে? এতে একটু আমতা আমতা করে সে বললো, এই একটু হাওয়া খেতে যাচ্ছি। তখন আমরা—ম্যাসন এবং আমি—বললাম, তাহলে আমরাও তার সঙ্গে যাবো। কিন্তু সে চটে উঠে আমাদের নিজের চরকায় তেল দিতে বললো। ম্যাসন তার অবস্থা দেখে বললো, আমাদের জোর করা উচিত নয়। যাহোক যখন সে বের হলো তখন আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

ঘরের বাইরের অবস্থা তখন জ্বলন্ত চুল্লীর মতো এবং সূর্যের আলো আগুনের ফুলকির মতো সমুদ্র আর বালিতে ঝরছে। নিশ্চুপে আমরা হাঁটলাম বেশ কিছুক্ষণ। মনে হচ্ছিলো আমার, রেমন্ড কোথায় যাবে সে সম্পর্কে নিশ্চয় সে কিছু ভেবেছে; কিন্তু এ সম্পর্কে আমার ধারণা বোধহয় ছিল ভালো।

সৈকতের শেষ মাথায় একটা ছোট ঝর্ণার সামনে এসে পৌঁছলাম যেটা বেশ বড় একটা টিলার সামনে থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেখানে আমরা আরব দু'টোকে দেখলাম নীল আলখাল্লা পরে শুয়ে আছে বালিতে। যে লোকটা রেমন্ডকে ছুরি মেরেছিলো সে নীরবে তাকালো রেমন্ডের দিকে। অন্যজন ছোট এক বাঁশীতে একটি সুরের তিনটি গৎ বাজাচ্ছে। বারবার সে এটা বাজাচ্ছিলো এবং আড়চোখে দেখছিলো আমাদের।

কিছুক্ষণ আমরা কেউই নড়লাম না। শুধু ঝর্ণার কলতান আর বাঁশীর সেই তিনটি বিরহী শব্দ ছাড়া চারিদিকে শুধু সূর্যের আলো আর নৈঃশব্দ। তারপর রেমন্ড হাত দিলো তার রিভলবার রাখা পকেটে কিন্তু আরব দুইজন নড়লো না বিন্দুমাত্র। খেয়াল করে দেখলাম, যে লোকটা বাজাচ্ছিলো তার বিরাট পায়ের পাতা ডান কোন বরাবর পায়ের কাছে ওল্টানো।

তখনও তার প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে রেমন্ড আমায় জিজ্ঞেস করলো, 'শোধটা নিয়ে নেব নাকি?'

দ্রুত চিন্তা করলাম। যদি না বলি তাহলে সে যে অবস্থায় আছে তাতে চটে ওঠে হয়ত রিভলবার ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং মাথায় এখন যা এলো তাই বললাম, 'সে এখনও তোমায় কিছু বলেনি। সুতরাং ঠাণ্ডা মাথায় তাকে গুলি করা অতি নীচ কাজ হবে।'

আবার কয়েক মুহূর্ত সব চুপ। খালি উষ্ণ ধীর বাতাসে বাঁশীর শব্দ আর ঝর্ণার কলতান।

'বেশ', বললো রেমন্ড আমাকে 'যদি তুমি তাই মনে কর তবে প্রথমে তাকে কিছু অপমানকর কথা বলবো। এবং সে যদি উত্তর দেয় তবে গুলি করবো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
'বেশ', বললাম আমি, 'কিন্তু যতক্ষণ না সে ছুরি বের করছে ততক্ষণ কোন গুলি ছোড়ার কোন অধিকার তোমার নেই।'

রেমন্ড অস্থির হয়ে উঠছিলো। যে লোকটা বাজাচ্ছিলো সে তখনও বাজিয়ে চলেছে এবং দু'জনই নজর রাখছে আমাদের অবস্থানের দিকে। 'শোন', বললাম রেমন্ডকে, 'তুমি ডান দিকেরটা সামলাও আর রিভলবারটা দাও আমাকে। যদি অন্যজন কিছু করে বা ছুরি বের করে তাহলে আমি গুলি করবো।'

রেমন্ড রিভলবারটা যখন আমার হাতে দিলো তখন তা সূর্যের আলোয় ঝকমক করে উঠলো। কিন্তু তখনও কেউ কিছু করেনি। মনে হচ্ছিলো সব কিছু যেন চেপে বসেছে আমাদের ওপর এবং তাই যেন কেউ নড়তে পারছি না। চোখ না নামিয়ে শুধু আমরা নজর রাখছি একে অপরের প্রতি। পুরো পৃথিবী যেন এসে থেমে গেছে সূর্যের আলো আর সমুদ্রের মাঝখানে এই ছোট সৈকতে, নলখাগড়া এবং ঝর্ণার দ্বিগুণ নৈঃশব্দে। এবং ঠিক তখন আমার মনে হলো গুলি করা বা না করা সমান, কারণ ফলাফল একই হবে।

তারপর হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল লোক দু'জন; টিলার আড়ালে মিলিয়ে গেছে দু'জন গিরগিটির মতো। সুতরাং আমি আর রেমন্ড আবার পিছু ফিরে হাঁটা শুরু করলাম। বেশ খুশী মনে হচ্ছিলো তাকে এবং আমাদের ফেরার বাস সম্পর্কে সে কথা বলতে লাগলো।

বাংলোয় যখন পৌঁছলাম তখন রেমন্ড দ্রুত গতিতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল উপরে কিন্তু আমি বসে পড়লাম নীচের সিঁড়িতেই। মনে হচ্ছিলো, রোদ আমার মাথায় বাড়ি মারছে এবং সেই ওপরে ওঠা মহিলাদের কাছে নিজেকে অমায়িক করে তোলাটা মনে হচ্ছিলো কেমন যেন দুঃসাধ্য। কিন্তু রোদ এত কড়া যে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দাঁড়ানোটাও ছিল কষ্টসাধ্য। আকাশ থেকে ঝরে পরা এই অন্ধকার আলোর বন্যার নিচে থাকা বা বাইরে যাওয়া—একই কথা। কয়েক মুহূর্ত পর আমি সৈকতে ফিরে হাঁটা শুরু করলাম।

যতদূর চোখ যায় ততদূর সেই লাল ঝকঝকে আলো এবং ছোট ছোট ঢেউগুলি খানিক পর পর গড়াগড়ি খাচ্ছে গরম বালিতে। সৈকতের শেষ মাথায় সেই পাথরগুলোর কাছে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিলো কড়া রোদের জন্যে আমার কপালের দু'পাশের শিরা যেন ফুলে উঠছে। এটা যেন আমাকে চেপে ধরে আমার গতি রুদ্ধ করতে চাচ্ছে। এবং যখনই গরম বাতাসের ঝাপটা আমাকে বাড়ি মারছিলো তখনই আমি দাঁতে দাঁত চেপে, পকেটে হাত মুঠি করে, প্রত্যেকটি স্নায়ুকে তৈরি রাখছিলাম সূর্য এবং যে অন্ধ করা আলো আমার ওপর ঝরছে তাকে প্রতিহত করতে। যখনই বালিতে পড়ে থাকা ঝিনুক বা ভাঙ্গা কাঁচে আলো পড়ে ঝলকে উঠছিলো তখনই আমার চোয়াল হয়ে উঠছিল কঠিন। নিজেকে আমি কাবু হতে দিচ্ছি না। দৃঢ়ভাবে আমি হেঁটে যেতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
সেই কালো ছোট কূঁজের মতো টিলাটা সৈকতের দূরে দেখা যাচ্ছে। ঝকঝকে আলোর বৃত্ত তার চারদিকে কিন্তু আমি ভাবছিলাম এর পিছনের সেই ঠাণ্ডা পরিচ্ছন্ন ঝর্ণাটার কথা, আর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিলাম বহতা সেই মৃদু কলতান শোনার জন্যে। এই আলোর তীব্রতা, কান্না পাওয়া মহিলা, ক্লান্তি সব কিছু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সেই টিলার ছায়ায়, ঝর্ণা আর তার শীতল নৈঃশব্দে।

কিন্তু যখনই কাছে পৌঁছলাম তখন দেখি রেমন্ডের সেই আরব ফিরে এসেছে। সে তখন একলা, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। হাত দু'টি মাথার পেছনে, মুখটা টিলার ছায়ায়। বাকী শরীর কড়া রোদে। তাঁর কাপড় মনে হচ্ছিলো যেন সূর্যের আলোয় সিদ্ধ হচ্ছে। একটু আশ্চর্য হলাম। আমি ভেবেছিলাম ঘটনাটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং এখানে আসার পথে এ ব্যাপারটার কথা আমার একবারও মনে হয়নি।

আমাকে দেখে আরবটি একটু উঁচু হলো এবং হাত ঢোকালো পকেটে। স্বভাবতই পকেটে রেমন্ডের পিস্তলটা চেপে ধরলাম। তারপর আরবটা আবার শুয়ে পড়লো, হাত কিন্তু পকেটেই থাকলো। আমি ছিলাম খানিকটা দূরে, দশ গজ হবে এবং বেশির ভাগ সময়ই তাকে কালো একটা টলটলায়মান বস্তুর মতো মনে হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে আবার নজরে পড়ছিলো আধবোঁজা পাতার নিচে জ্বলন্ত চোখ দু'টো। ঢেউয়ের শব্দগুলিকে মনে হচ্ছিলো দুপুর থেকে মদালসা এবং নমিত। রোদ কিন্তু কমেনি; তা তখনও সেই টিলা পর্যন্ত বিস্তৃত সৈকতকে ঝলসাচ্ছিলো। দু' ঘণ্টায় সূর্যের কোন হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না, যেন নিথর গলানো ইস্পাতের সমুদ্র। লোকটার দিকে নজর রাখছিলাম এবং দূর দিগন্তে যে একটা স্টিমার যাচ্ছিলো আড়চোখে সেই চলন্ত কালো বিন্দুটিকে দেখছিলাম।

হঠাৎ মনে হলো আমার এখন যা করা দরকার তা হলো পিছু ফিরে চলে যাওয়া এবং এ ঘটনার কথা না ভাবা। কিন্তু পুরো সৈকতটা যেন তাপে টগবগ করে পিছন থেকে আমাকে চেপে ধরেছে। ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেলাম কয়েক পা। নড়লো না আরবটা। তখনও আমাদের মধ্যে দূরত্ব আছে খানিকটা। তার মুখের ওপর ছায়া পড়ার জন্যে মনে হচ্ছিলো সে যেন ভেংচি কাটছে আমার দিকে তাকিয়ে।

অপেক্ষা করছিলাম। উত্তাপে আমার গাল যেন ঝলসাচ্ছিলো, ঘামের ফোঁটা জমছিল ভুরুতে। মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ছিল যে রকম রোদ, এখনও রোদ ঠিক সে রকম এবং আমার মনে ঠিক সে রকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগছিলো। বিশেষ করে কপালে, সেখানে মনে হচ্ছিলো প্রত্যেকটি শিরা যেন চামড়া ফেটে বেরুবে। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, এগিয়ে গেলাম আরেক পা। জানতাম বোকামী হচ্ছে কাজটা; দু'এক পা এগিয়ে গেলেইতো আর সূর্যের আড়াল হবো না। তবুও এক পা এগোলাম সামনে, ঠিক এক পা। আর তখুনিই আরবটা ছুরি বের করে সামনে ধরলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ইস্পাত থেকে এক ঝলক আলোক রশ্মি লাফিয়ে উঠলো আর আমার মনে হলো, যেন লম্বা একটি পাতলা ব্লেড স্থির হয়ে আছে আমার কপালে। সে সঙ্গে আরো মনে হলো চোখের ভ্রুতে যতো ঘাম জমেছিলো সে সব চোখ বেয়ে ঝরছে। পানি ও ঘামের পর্দার নিচে চাপা পড়ে গেছে দুই চোখ। সূর্য যে আমার করোটিতে দামামা বাজাচ্ছে সে সম্পর্কে আমি সচেতন। কেবল ঝাপসা লাগছে ছুরি থেকে উৎক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ সেই আলোর রশ্মি, যেন তা ভ্রু ফেড়ে গেঁথে যাচ্ছে চোখের মণিতে।

তারপর সবকিছুই ঘুরতে শুরু করলো আমার চোখের সামনে। সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এলো আগুনের হলকা আর আকাশটা দিগন্ত থেকে দিগন্তে যেন হয়ে গেল দু'টুকরো। আর সেই গহ্বরে ঝরতে লাগলো আগুনের শিখা। আমার শরীরের প্রতিটি তন্তু যেন ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ আর তীব্র, রিভলবারের উপর আমার মুঠি দৃঢ় হয়ে এলো। ট্রিগার টিপলাম আর মসৃণ একটা ধাক্কা এসে স্পর্শ করলো করতল। ঐ শব্দ থেকেই শুরু। আমি ঝেড়ে ফেললাম ঘাম আর আলোর পর্দা। আমি জানি, দিনের এই নিটোলতা আর সমুদ্র তীরের এই বিশাল প্রশান্তি আমি ফেলেছি ছিড়ে খুঁড়ে যেখানে ছিল আমার সুখ। ঐ নিস্পন্দ শরীরে আমি আরো চারবার গুলি করলাম। আর প্রতিটি গুলি ছিল আমার নিয়তির দিকে সোচ্চার আওয়াজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

এক

গ্রেফতারের পর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিলো। কিন্তু তার সবই ছিল আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন, আমার পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে। এর আগে থানায় এ মামলা নিয়ে কেউ আগ্রহ দেখায় নি। যাক, এক সপ্তাহ পর যখন আমাকে বিচারকের সামনে হাজির করা হলো তখন দেখলাম তিনি বেশ একটা আলাদা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে আমায় নিরীক্ষণ করছেন। অন্যান্য সবার মতো তিনিও আমার নাম, ঠিকানা, পেশা, জন্মতারিখ এবং জন্মস্থান দিয়ে শুরু করলেন। তারপর তিনি জানতে চাইলেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আমি কোন উকিল নিয়োগ করেছি কিনা। উত্তরে বললাম, 'না', এ বিষয়ে আমি কোন চিন্তাই করিনি; বরং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম সত্যি একজন উকিল নিয়োগ করার দরকার আছে কিনা। 'তুমি এ প্রশ্ন করছো কেন?' উত্তরে বললেন তিনি। বললাম, 'মামলাটা আমার কাছে খুব সরল বলে মনে হয়েছে।' তিনি হাসলেন। 'তা তোমার কাছে সরল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের তো আইন মেনে চলতে হয়। তুমি যদি নিজের জন্যে উকিল ঠিক না করো তবে আদালতকেই তোমার জন্যে উকিল ঠিক করতে হবে।'

কর্তৃপক্ষ যে এত খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর রাখেন তা দেখে আমি চমৎকৃত হলাম এবং তাঁকে তা জানালাম। তিনি মাথা নাড়লেন এবং মেনে নিলেন যে আইন হচ্ছে সবকিছু যা আকাঙ্ক্ষা করা যায়।

প্রথম দিকে আমি তাঁকে তেমন গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিনি। যে ঘরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন তা ছিল সাধারণ বৈঠকখানার মতো। জানালায় পর্দা, টেবিলে একটি বাতি। বাতির আলোটা পড়ছিলো আরাম কেদারার ওপর যেখানে তিনি আমায় বসিয়েছিলেন আর তাঁর নিজের মুখ ছিল অন্ধকারে।

বইয়ে আমি এ ধরনের দৃশ্যের বর্ণনা পড়েছি, এবং প্রথমে এ সবকিছু আমার কাছে খেলার মতো মনে হলো। আমাদের কথোপকথন শেষ হলে আমি তার দিকে ভালো করে নজর দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
পরদিন আমার সেলে এলেন ছোটখাট হৃষ্টপুষ্ট কালোচুলো কমবয়েসী এক উকিল। গরম থাকা সত্ত্বেও আমি পুরো হাতা শার্ট পরেছিলাম—আর তার পরনে ছিল গাঢ় রংয়ের স্যুট, শক্ত কলার, চওড়া সাদা কালো স্ট্রাইপের বাহারী টাই। এটাচী কেসটা আমার বিছানায় রেখে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার মামলার নথিপত্র উনি খুব সাবধানে দেখবেন। তাঁর মতে, ঐ ভাবে দেখা প্রয়োজনীয় এবং আমি যদি তাঁর উপদেশ মতো চলি তবে ছাড়া পাওয়ার পুরো মাত্রায় আশা আছে। ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে এবং তিনি বললেন, 'বেশ, এবার বসা যাক।'

বিছানায় বসে তিনি বললেন, তারা আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তথ্য সন্ধান করছিলেন। তাঁরা জেনেছেন, সম্প্রতি আমার মা মারা গেছেন আশ্রমে। মারেনগোতে তদন্ত হয়েছে এবং পুলিশ জানিয়েছে মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমি 'ভীষণ উদাসীনতা' দেখিয়েছি।

'তোমার বোঝা দরকার', বললেন উকিল ভদ্রলোক, 'ঐ ব্যাপারে প্রশ্ন করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু এর গুরুত্ব আছে এবং উদাসীনতা—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি যদি যুক্তি খাড়া করতে না পারি তাহলে তোমার পক্ষ সমর্থন করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এবং এ বিষয়ে তুমি, একমাত্র তুমিই আমায় সাহায্য করতে পারো।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঐ 'দুঃখজনক ঘটনায়' আমি শোকাভিভূত হয়েছিলাম কিনা। প্রশ্নটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো। ব্যক্তিগতভাবে অন্য কাউকে যদি আমায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হতো তা হলে আমি আরো বেশি অপ্রস্তুত হতাম।

উত্তরে আমি জানালাম সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিজের অনুভূতির দিকে নজর রাখার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে জন্যে আমি কি উত্তর দেব জানি না। সত্যি করে বলতে গেলে বলবো, মা'র আমি বেশ ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তার মানে খুব বেশি কিছু নয়; সব স্বাভাবিক লোক। যোগ করলাম, কোন না কোন সময় তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর কথা কম বেশি চিন্তা করে।

এখানে আমার উকিল বাঁধা দিলেন। তাকে ভীষণ বিচলিত মনে হচ্ছিলো।

'তোমাকে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আদালতে বা বিচরককে তুমি এ ধরনের কোন কথা বলবে না।'

তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার শারীরিক অবস্থা আমার চিন্তা ভাবনার ওপর প্রায়ই প্রভাব বিস্তার করে। যেমন মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেদিন যোগ দিয়েছিলাম, সেদিন এতোই ক্লান্ত ছিলাম যে, আমি আধোঘুমে ছিলাম। সুতরাং ঐ সময়ে কি কি ঘটেছে তার অনেক কিছুই আমি জানি না। তবে তাকে একটি ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারি, আমি মা'র মৃত্যু হোক তা চাই নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো না। সংক্ষিপ্তভাবে তিনি বললেন, 'এটা যথেষ্ট নয়।'

ব্যাপারটা একটু চিন্তা করার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দিন আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম, এ কথাটা তিনি বলতে পারেন কি না।

'না', বললাম আমি, 'কথাটা সত্যি হবে না।'

একটু অবাক হয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে যেন আমি তার প্রতি খানিকটা বিতৃষ্ণ। তারপর প্রায় শত্রুতাপূর্ণ গলায় জানালেন, তা হলে আশ্রমের প্রধান এবং সেখানকার কয়েকজন কর্মচারীকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে।

'এবং তুমি বিপদে পড়বে।' কথা শেষ করলেন তিনি।

আমি বললাম, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার সঙ্গে মা'র মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। তখন তিনি উত্তর দিলেন এই ধরনের মন্তব্যে বোঝা যায় আইনের মুখোমুখি আমি কোনদিন হইনি।

কিছুক্ষণ পর বেশ বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি চেয়েছিলাম তিনি আরো কিছুক্ষণ থাকুন। তাহলে হয়ত আমি তাকে বোঝাতে পারতাম যে, আমি তার সহানুভূতি চাই। এ জন্যে নয় যে, আমার পক্ষ সমর্থন জোরদার হোক বরং এভাবে বলা চলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তাকে আমি অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছি এবং তিনি আমাকে প্রতিরোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। স্বভাবতই ব্যাপারটা তাকে বিরক্ত করছিলো। দু'একবার ভেবেছিলাম তাকে এই বলে আশ্বস্ত করি যে, আমিও অন্যান্যদের মতো সাধারণ একটি লোক। কিন্তু তাতে কোন ফল হতো বলে মনে হয় না। সুতরাং খানিকটা আলস্য বা এ ধরনের একটা ভাবের জন্যে আমি কিছু বলি নি।

ঐ দিনই, পরে আমাকে আবার পরীক্ষাকারী বিচারকের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। বেলা তখন দুটো এবং এবার ঘরটি আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিলো—জানালায় ছিল একটা পাতলা পর্দা—সুতরাং ঘরটি হয়ে উঠছিলো বেশ গরম।

আমাকে বসতে অনুরোধ করে বিচারক অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, 'অনিবার্য কারণ বশতঃ' আমার উকিল উপস্থিত হতে পারেন নি। আমার অধিকার আছে, তিনি যোগ করলেন, উকিল না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার।

উত্তরে জানালাম, নিজের হয়ে আমি উত্তর দিতে পারবো। টেবিলের ওপর রাখা ঘণ্টাটি তিনি বাজালেন এবং তরুণ একজন কেরানী এসে ঠিক আমার পিছে বসলো। তারপর আমরা—আমি এবং বিচারক চেয়ারে আরাম করে বসলাম এবং প্রশ্ন শুরু হলো। তিনি এ বলে শুরু করলেন যে, স্বল্পভাষী এবং আত্মকেন্দ্রিক লোক হিসেবে আমার একটা খ্যাতি আছে, সুতরাং তিনি জানতে চান, এ ব্যাপারে আমার উত্তর কি হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বললাম, 'মানে, খুব কম সময়ই আমার কিছু বলার থাকতো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমি চুপ থাকতাম।'

গতবারের মতোই তিনি হাসলেন এবং উত্তরটা যে যথাযথ এ ব্যাপারে একমত হলেন। বললেন, 'যা হোক এর তেমন কোন বা কোন গুরুত্বই নেই।'

খানিক নীরবতার পর হঠাৎ তিনি সামনে ঝুঁকে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে বললেন, 'আমাকে যা আগ্রহান্বিত করেছে তা হলো—তুমি!'

তিনি কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, তাই কোন মন্তব্য করলাম না।

'তোমার অপরাধের ব্যাপারে' তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'কয়েকটি জিনিস আমাকে অবাক করছে। আমি নিশ্চিত যে এগুলি বোঝার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

উত্তরে যখন জানলাম যে ব্যাপারটা অত্যন্ত সোজা তখন তিনি আমাকে ঐ দিনের একটি বিবরণ দিতে বললেন। যেদিন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো সেদিনই সংক্ষিপ্তভাবে—রেমন্ড, সমুদ্রতীর, আমাদের সাঁতার কাটা, তারপর আবার সমুদ্রতীর এবং আমার পাঁচবার গুলি ছোঁড়া সম্পর্কে সব বলেছিলাম। কিন্তু আবার আমি সবকিছু বললাম এবং প্রতিটি কথার শেষে তিনি মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'বেশ, বেশ।' যখন আমি বালিতে শায়িত দেহটির বিবরণ দিলাম তখন তিনি আরো জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো'। ব্যক্তিগতভাবে একই ঘটনার বিবরণ আবার দিতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিলো এতো কথা জীবনে আর কখনও বলিনি।

আরো কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, তিনি আমাকে সাহায্য করতে চান, আমি তাকে কৌতূহলী করে তুলেছি, ঈশ্বরের কৃপায় আমার এই বিপদে তিনি কিছু সাহায্য করবেন। কিন্তু তার আগে তাঁর আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সোজাসুজি তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার মা'কে ভালোবাসতাম কিনা।

'হ্যাঁ', উত্তর দিলাম 'অন্যান্য সবার মতো।' পিছনে যে কেরাণী বসেছিলো, এতোক্ষণ সে মসৃণভাবে টাইপ করে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন মনে হলো সে ভুল অক্ষরে টিপ দিয়েছে, কারণ সে তখন তার যন্ত্রটি ঠিক করে ভুল অক্ষরটি মুছে ফেলছিলো।

এরপর আপাতত সম্পর্কহীন আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

'কেন তুমি পরপর পাঁচবার গুলি করেছিলে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম; তারপর বললাম, পরপর গুলিগুলো ছোঁড়া হয়নি। প্রথমে একবার গুলি ছুঁড়েছি এবং খানিকপর বাকি চারটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
'প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের মাঝে থেমেছিলে কেন?'

সবকিছু যেন আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তীরের রক্তিম আভা, গালের ওপর সেই উষ্ণ তাপের ভাপ—এবং, এবার আমি কোন উত্তর দিলাম না।

এরপর যে নীরবতাটুকু নামলো ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক ঐ সময় অস্থিরভাবে চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাতে লাগলেন। একবার অর্ধেক উঠে আবার বসে পড়লেন। অবশেষে টেবিলে কনুই রেখে একটু ঝুঁকে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু কেন, কেন তুমি বালিতে পড়ে থাকা একটি লোককে আবার গুলি করেছিলে।'

এবারও আমি কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট কপালে একবার হাত বুলালেন তারপর একটু ভিন্ন সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করছি 'কেন'? আমি এই উত্তরের জন্যে তোমাকে জোর করছি।'

তবুও আমি চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে যে ফাইল ক্যাবিনেট ছিল সেখানে গিয়ে ড্রয়ার খুলে একটি রূপোর ক্রশ বের করলেন। তারপর ক্রশটি দোলাতে দোলাতে ডেস্কের কাছে ফিরে এলেন।

'তুমি জানো, ইনি কে?' তাঁর গলার স্বর তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আবেগে কাঁপছে তা।

'নিশ্চয় জানি।' উত্তর দিলাম আমি।

এবার যেন তার মুখ খুলে গেল। দ্রুত তিনি কথা বলে যেতে লাগলেন। বললেন, ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসী এবং জঘন্য পাপীরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু তার আগে এর জন্যে তাকে অনুতপ্ত হতে হবে এবং শিশুর মতো সরল ও বিশ্বাসী হয়ে যেতে হবে, যাতে হৃদয় বিশ্বাসের জন্যে থাকে উন্মুক্ত। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার চোখের সামনে তিনি ক্রশটি দোলাতে লাগলেন।

সত্যি বলতে কি, তার মন্তব্যগুলো ঠিক মতো বুঝতে পারছিলাম না। কারণ অফিসটা ছিল গরম আর শব্দ করে বড় বড় মাছি ঘুরছিলো, গালের ওপর বসছিলো; তাছাড়া তিনি আমাকে খানিকটা সতর্ক করে তুলেছিলেন। অবশ্য আমি বুঝেছিলাম, এ ধরনের ধারণা করা অবাস্তব। কারণ বলতে গেলে আমিই হলাম অপরাধী। যা হোক, তিনি কথা বলে যেতে লাগলেন, আমি মনোযোগ দিয়ে তা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং বুঝলাম আমার স্বীকারোক্তির একটি অংশ আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার—তাহলো দ্বিতীয়বার গুলি করার আগে কেন বিরতি দিয়েছিলাম। বাকী সবকিছু বলতে গেলে ঠিকই আছে; কিন্তু এই ব্যাপারটা তাকে দিশেহারা করে দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বলতে যাচ্ছিলাম, এ ব্যাপারে জোর দেয়া ভুল; ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু বলার আগেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিনা। যখন বললাম 'না' তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

অসম্ভব, বললেন তিনি; সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন কি যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে তারাও। এ ব্যাপারে তিনি একেবারে নিশ্চিত; যদি এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা দেখা দিতো তবে জীবন তার কাছে অর্থশূন্য হয়ে উঠতো। 'তুমি কি চাও', ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আমার জীবন অর্থশূন্য হয়ে উঠুক?' আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমার ইচ্ছে কিভাবে এর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং তা জানালামও তাঁকে।

আমি যখন কথা বলছিলাম, তখন তিনি আবার ক্রুশটি আমার নাকের সামনে তুলে ধরে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি, যে ভাবেই হোক একজন খ্রিস্টান। তিনি যেন তোমার পাপ মার্জনা করেন সে জন্যে আমি তার কাছে প্রার্থনা করছি। মাই পুওর ইয়ং ম্যান, তোমাদের জন্যেই যে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন তা কিভাবে অবিশ্বাস করছো?'

খেয়াল করলাম তিনি যখন 'মাই পুওর ইয়ং ম্যান' বললেন তখন বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন। কিন্তু আমার জন্যে এসবই যথেষ্ট ছিল। আর ঘরটাও ক্রমশ আরো উষ্ণ হয়ে উঠেছিলো।

সাধারণতঃ কারো কথাবার্তা যখন আমাকে বিরক্ত করে তোলে তখন রেহাই পাবার জন্যে যা করি এ ক্ষেত্রেও তা করলাম—অর্থাৎ মেনে নেওয়ার ভান করলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন দেখলাম এতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'দেখ! দেখ! তুমিও কি এখন তাকে বিশ্বাস করছো না বা তার ওপর তোমার বিশ্বাস রাখছো না?'

আমি বোধহয় মাথা নেড়েছিলাম, কারণ দেখলাম হতাশ হয়ে তিনি আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নামলো। আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলাম টাইপরাইটারটা ততক্ষণ শব্দ করছিলো, এবার নীরবতার মধ্যে শেষ মন্তব্যটুকু টাইপ করলো। তারপর দেখলাম তিনি সরাসরি খানিকটা দুঃখী ভাব নিয়ে তাকালেন আমার দিকে।

'আমার এতোদিনের অভিজ্ঞতায় এর আগে তোমার মতো এতো শক্ত লোক আর পাই নি।' নিচু গলায় বললেন তিনি, 'এতোদিন যে সব অপরাধী আমার সামনে এসেছে তারা প্রভুর ত্যাগের প্রতীক দেখে কেঁদেছে।'

আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম যে, এর কারণ তারা অপরাধী। পরে অনুধাবন করলাম যে, আমি নিজেও ঐ শ্রেণীভুক্ত। এই একটি চিন্তার সঙ্গে কিছুতেই আমার সমঝোতা হচ্ছিলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে, যেন একথা বোঝাবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট উঠলেন। সেই একই রকম বিষণ্ন স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যা করেছি তার জন্যে কি আমি অনুতপ্ত?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললাম, 'আমি যা অনুভব করছি তা দুঃখ নয় বরং এক ধরনের বিরক্তি।' এর জন্যে ভালো প্রতিশব্দ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু মনে হলো না যে, কথাটা তিনি বুঝেছেন। ঐ দিন সাক্ষাৎকারে এসবই ঘটেছিলো।

এরপর আমি অনেকবারই তার মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু প্রতিবারই আমার উকিল আমার সঙ্গে ছিলেন। প্রশ্নোত্তর সীমাবদ্ধ ছিল আমার পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তির মধ্যে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং আমার উকিল টেকনিক্যালিটি নিয়ে আলাপ করতেন। ঐ সময় তারা আমার দিকে খুব কমই নজর দিতেন। যা হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের ধরনও বদলাতে লাগলো। ম্যাজিস্ট্রেট আমার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং আমার মামলার ব্যাপারেও এক ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আর তিনি কখনও তোলেন নি বা ধর্মীয় কোন প্রতীকও আমাকে দেখান নি যা প্রথম সাক্ষাৎকারে আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিলো। এর ফলে আমাদের সম্পর্ক আরো সুন্দর হয়ে উঠলো। আমার মামলা নিজ পথেই এগোচ্ছে, এভাবে বলতেন তিনি। দু' একটি প্রশ্নের পর আমার উকিলের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে তিনি আমার প্রশ্নোত্তরে ইতি টানতেন। মাঝে মাঝে সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে আলাপ চলতো, তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিল আমাকে আলোচনায় যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন। এতে আমি আরো সহজ হয়ে গেলাম। তাদের দু'জনের কেউই ঐসময় আমার সঙ্গে প্রতিকূল কোন আচরণ করেন নি। সব কিছু এতো মসৃণভাবে, এতো প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে চলতে লাগলো যে, মাঝে মাঝে এক অবাস্তব ধারণা জন্মাতো যে, আমরা একই পরিবারের সদস্য। সত্যি বলতে কি, প্রশ্নোত্তরের এই এগারো মাস তাঁদের সঙ্গে আমি এতোই একাত্মতা অনুভব করতাম যে, মাঝে মাঝে তখন ভেবে অবাক হতাম, এর আগে এর চেয়ে দুর্লভ মুহূর্ত আর আমার জীবনে আসে নি। যখন ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের দোর পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসতেন, তখন আমার কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বন্ধুভাবে বলতেন, তা হলে, জনাব যিশু বিরোধী আজকের মতো এখানেই শেষ!' এরপর আমাকে ওয়ার্ডারদের হাতে সমর্পণ করা হতো।

দুই

কিছু কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে আমি কখনও কিছু বলার কথা ভাবিনি। এবং জেলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরে মনে হলো জীবনের এই পর্যায়টুকু হচ্ছে ঐ সব বিষয়ের একটি। যাই হোক, সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এই বিতৃষ্ণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
কোন আসল সারবস্তু নেই। সত্যি বলতে কি, আমি যে জেলে আছি এ সম্পর্কেই সচেতন ছিলাম না। সব সময় একটা অনিশ্চিত আশা ছিল কিছু একটা ঘটবে, আশাপ্রদ, অবাক করা কিছু।

মারির প্রথম এবং একমাত্র সাক্ষাতের পরই পরিবর্তন এলো। যেদিন আমি তার লেখা একটি চিঠি পেলাম, যাতে সে লিখেছিলো তারা তাকে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না, যেহেতু সে আমার স্ত্রী নয়। সেদিন থেকে বুঝলাম এই সেলই আমার সর্বশেষ আস্তানা, যাকে অনেকে হয়ত বলবে অন্তিমতা।

আমার গ্রেফতারের দিন তারা আমাকে আরো কিছু কয়েদীর সঙ্গে—যাদের বেশির ভাগই ছিল আরব, বিরাট এক ঘরে রেখেছিলো। আমাকে ঢুকতে দেখে ওরা জিজ্ঞেস করলো, আমি কি করেছি? বললাম, আমি একজন আরবকে খুন করেছি। এটা শুনে ওরা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ মেরে গেল। আস্তে রাত নেমে এলে ওদের একজন দেখিয়ে দিলো কিভাবে মাদুর বিছাতে হবে। একপ্রান্ত গুটিয়ে দিলে বালিশের কাজও চলে যায়। সারারাত অনুভব করলাম মুখের ওপর ছারপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কয়েকদিন পর আমাকে একলা এক সেলে ঢোকানো হলো, যেখানে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একটি তক্তার বিছানায় আমি শুতাম। অন্য আসবাবের মধ্যে ছিল মলত্যাগের জন্যে একটা বালতি এবং টিনের একটি বেসিন। সেলটা ছিল একটু উঁচু জমিতে। ফলে ছোট জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখতে পেতাম। একদিন শিক ধরে ঝুলে ঢেউয়ের ওপর রোদের খেলা দেখছি, এমন সময় ওয়ার্ডার এসে বললো, আমাকে একজন দেখতে এসেছে। মনে হল নিশ্চয় মারি এবং ঠিক তাই-ই।

ভিজিটার রুমে যাওয়ার জন্যে একটি করিডোর, কিছু সিঁড়ি তারপর আরেকটি করিডোর পার হতে হলো। ঘরটি বেশ বড় সড়। একটি বড় নিচু জানালা দ্বারা আলোকিত এবং উঁচু লোহার শিক আড়াআড়িভাবে ঘরটিকে তিনভাগে ভাগ করেছে। দুটো শিকের মাঝে ব্যবধান প্রায় ত্রিশ ফুট, যা বন্দী এবং তার বন্ধুদের মাঝে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' হিসেবে কাজ করছে। আমাকে ঠিক মারির বিপরীতে নিয়ে যাওয়া হলো। পরনে ছিল তার ডোরাকাটা পোষাক। আমার পাশে রেলিংয়ের কাছে ছিল আরো ডজনখানেক বন্দী। বেশির ভাগই আরব। মারির দিকে যারা ছিল তারা প্রায় সবই মুর রমণী। একজন ছোটখাটো বৃদ্ধা এবং টুপী ছাড়া মোটাসোটা একজন মেট্রনের মাঝে মারি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেট্রনটি অঙ্গভঙ্গী করে তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলছিলো। সাক্ষাৎ প্রার্থী এবং বন্দীদের মধ্যে দূরত্ব থাকায় আমাকেও গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলতে হলো।

ঘরের মধ্যে ঢোকার পর, শূন্য দেয়ালে কথার বুদ্বুদের প্রতিধ্বনি, সূর্যের আলো যার তীক্ষ্ণ সাদা দ্যুতির বন্যা ভাসিয়ে দিচ্ছিলো সবকিছুকে, আমাকে উদভ্রান্ত করে দিলো। সেলের নৈঃশব্দ এবং খানিকটা আঁধারে অভ্যস্ত থাকায় এ অবস্থায় অভ্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
হতে আমার কিছুটা সময় লাগলো। কিছুক্ষণ পর, আমি সবার মুখ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম, যেন তাদের উপর স্পষ্ট লাইট ফেলা হয়েছে।

গ্রীলের মাঝে যে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' তার দুপাশে দেখলাম জেলের কর্মচারী বসে আছে। দেশী বন্দীরা ও তাদের আত্মীয়স্বজনরা পরস্পরের বিপরীতে বসে আলাপ করছিলো। গলার স্বর তাদের নীচু এবং হৈ-চৈ থাকা সত্ত্বেও তারা ফিসফিস করে আলাপ করছিলো। নিচের থেকে উঠে আসা স্বরের এই গুঞ্জন যেন সঙ্গত করছিলো মাথার ওপর চলতে থাকা কথোপকথনের সঙ্গে। সবকিছুর ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে মারির দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম। শিকের ওপর সে তার বাদামী, সূর্যস্নাত মুখটা চেপে ধরে যতটা সম্ভব হাসছিলো। বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছিলো তাকে। কিন্তু কোন রকমেই কথাটা তাকে বলতে পারলাম না।

বেশ উঁচু স্বরে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি খবর? সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো? দরকারী সবকিছু পাচ্ছো তো?'

'হ্যাঁ, দরকারী সবকিছু পাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ দু'জনই চুপ; মারি হাসতে লাগলো। আমার পাশে দাঁড়ানো বন্দীটিকে সেই মোটাসোটা মহিলাটি বকছিলো, লম্বা, কমনীয়, ফর্সা লোকটি খুব সম্ভবত তার স্বামী। 'জাঁ' তাকে নিতে চাচ্ছে না', চীৎকার করে সে বললো। 'ব্যাপারটা তাহলে তো খুব খারাপ।' লোকটি উত্তর দিল 'হ্যাঁ আমি তাকে বলেছি তুমি বের হয়ে এলেই তাকে ফেরত নিয়ে নেবে, কিন্তু সে তা কানে তুলছে না।'

মারি চেঁচিয়ে বললো, রেমন্ড আমাকে তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং উত্তরে আমি বললাম, 'ধন্যবাদ', কিন্তু আমার প্রতিবেশীর প্রশ্নে আমার স্বর ডুবে গেল। 'তার শরীর ভালো তো?' মোটা মহিলাটি হাসলেন, 'ভালো? সম্পূর্ণ সুস্থ। একেবারে নাদুস-নুদুস।'

অন্যদিকে আমার বাঁ পাশের বন্দী, তরুণ, শীর্ণ, হাতগুলি মেয়েদের মতো, একটি কথাও বলেনি। বিপরীত দিকের বৃদ্ধার দিকে সে তাকিয়েছিলো এবং তিনি ক্ষুধার্ত এক আবেগের সঙ্গে সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের দিকে আর তাকানো গেল না। কারণ মারি চিৎকার করে বললো, আমাদের আশা হারানো উচিত নয়।

'নিশ্চয় নয়।' আমি উত্তর দিলাম। চোখ পড়লো তার কাঁধের দিকে। হঠাৎ ইচ্ছে হলো পাতলা কাপড়ের ওপর দিয়ে ঐ কাঁধে একটু চাপ দেই। কাপড়টার সিল্কের মতো টেক্সচার আমাকে মুগ্ধ করে তুলছিলো এবং মনে হলো মারি যে আশার কথা বলেছে, তা যে করেই হোক তা এখানেই কেন্দ্রীভূত। মনে হল মারিও বোধহয় একই কথা চিন্তা করছে। কারণ সে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেই চললো।

'তুমি দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমরা বিয়ে করবো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আমি শুধু তার সাদা দাঁতের উজ্জ্বলতা এবং চোখের চারপাশের অল্প ভাঁজই দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হলো আমার কিছু একটা উত্তর দেয়া প্রয়োজন। তাই উত্তর দিলাম, 'তুমি কি সত্যিই তাই বিশ্বাস করো?'

সে সেই একই রকম উঁচু গলায় খুব তাড়াতাড়ি বলতে লাগলো।

'হ্যাঁ, তুমি ছাড়া পাবে আর আমরা আবার রোববারে একসঙ্গে সাঁতার কাটতে যাবো।'

মারির পাশের মহিলাটি তখনো চেঁচাচ্ছিলো, বলছিলো যে তার স্বামীর জন্যে জেল অফিসে একটি ঝুড়ি এবং জিনিসের ফর্দ রেখে যাবে, সে যেন ঠিকঠাক মতো সব মিলিয়ে নেয়। কারণ এগুলি কিনতে তার বেশ কিছু খরচ করতে হয়েছে। অন্য পাশের যুবকটি এবং তার মা তখনও একজন আরেক জনের দিকে বিষণ্নভাবে তাকিয়েছিলো এবং আরবদের নিচু স্বর আমাদের নিচে গুঞ্জন তুলছিলো। বাইরে আলো যেন আছড়ে পড়ছিলো জানালায়, ঢুকে পড়ছিলো ভেতরে, এবং মুখোমুখি সবার মুখ আবৃত করে দিচ্ছিলো যেন এক পরত হলুদ তেলে।

আমার একটু বমি বমি লাগছিলো, ইচ্ছে করছিলো এখান থেকে চলে যাই। পাশের কর্কশ স্বর কানে বাড়ি মারছিলো। কিন্তু অন্যদিকে যতোক্ষণ সম্ভব ততোক্ষণ মারির সান্নিধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছিলো। কতোক্ষণ কেটে গেল খেয়াল ছিল না। একই হাসি মুখ রেখে মারি তার কাজের বিবরণ দিচ্ছিলো। একমুহূর্তের জন্যেও কিন্তু চেঁচামেচি, পরস্পরের সঙ্গে কথা এবং সেই কর্কশধ্বনি বন্ধ হয়ে যায় নি। একমাত্র নীরবতার মরূদ্যান সৃষ্টি করেছিলো সেই তরুণটি এবং তার বৃদ্ধা মা—যারা নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়েছিলো।

তারপর একজন একজন করে আরবদের নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমজন চলে গেলে প্রায় সবাই নীরব হয়ে গেল। সেই ছোটখাটো বৃদ্ধা মহিলাটি জেলখানার শিকগুলি চেপে ধরলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একজন পাহারাদার তার ছেলের কাঁধে টোকা দিলো। সে বললো, 'বিদায় মা', আর সেই মহিলা শিকের ভিতর হাত গলিয়ে আস্তে একটু হাত নাড়লেন।

তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুপি হাতে একজন তার জায়গা নিলো। একজন বন্দীকে আমার পাশের খালি জায়গায় নিয়ে আসা হলে দু'জনে আস্তে আস্তে কথা শুরু করলো। কারণ ঘরটা তখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত। অন্য একজন এসে আমার ডানদিকের লোকটিকে সরিয়ে নিলো। তার স্ত্রী চীৎকার করে বললো, যদিও চিৎকার করার কোন দরকার ছিল না—'শোন, নিজের প্রতি খেয়াল রেখো লক্ষ্মীটি—তাড়াহুড়ো করে কিছু করো না!'

এরপর আমার পালা। মারি আমার উদ্দেশ্যে চুমো ছুঁড়ে দিলো। চলে আসার সময় পিছন ফিরে তাকালাম সে তখনও চলে যায়নি, মুখ তার তখনও গরাদে সাঁটা, সেই হাসির ভঙ্গীতে ঠোঁট দু'টো তখনও আবেগে ফাঁক করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
এর কিছুদিন পর আমি মারির চিঠি পেলাম। আর তখন থেকেই যে সব ব্যাপারে আমি আলোচনা পছন্দ করতাম না তাই শুরু হলো। ব্যাপারগুলো খুব একটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়, কোন কিছুকে বাড়িয়ে বলার ইচ্ছেও আমার ছিল না এবং অন্যদের তুলনায় আমি কষ্ট পেতামও কম। তবুও সেই পুরানো দিনগুলিতে একটা জিনিস ছিল যা সত্যিই বিরক্তিকর। তাহলো, স্বাধীন মানুষের মতো চিন্তা। যেমন, হঠাৎ সমুদ্রে গিয়ে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করতো। পায়ের নিচে ঢেউয়ের মৃদু শব্দ, শরীরে পানির কোমল স্পর্শ এবং এর আনন্দদায়ক অনুভূতির চিন্তা আমাকে আমার সেলের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে আরো সচেতন করে তুলতো।

অবশ্য এই পর্বটি অল্প কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিলো। এরপর বন্দীর মতো চিন্তা করতাম। জেল প্রাঙ্গণে প্রাত্যহিক ভ্রমণ এবং আমার উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে প্রতীক্ষা করতাম। বাকী সময়টুকুও সত্যি সত্যি কাটিয়ে দিতাম। প্রায়ই মনে হত আমাকে আর কিছু করতে দেয়া ছাড়া, শুধু যদি মরা গাছের গুড়ির ভেতর শুইয়ে মাথার ওপরে একটুকরো আকাশ দেখতে বাধ্য করা হতো, তাহলেও আমি হয়ত এতে অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। হয়ত আমি পাখীদের অথবা মেঘের আনাগোনা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যেতাম।

যেভাবে আমি আমার উকিলের গলার অদ্ভুত নেকটাই নজর করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম অথবা অন্য এক জগতে, যেখানে রোববারে মারির সঙ্গে প্রেম করার জন্যে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে হতো। অবশ্য এখানে ফাঁপা গাছের গুড়িতে আমাকে আটকে রাখা হয়নি। পৃথিবীতে আমার চাইতেও অনেক দুঃখী লোক আছে। মনে পড়লো, মায়ের একটি প্রিয় ধারণা ছিল—যা অহরহ তিনি বলতেন—যে একসময় না একসময় সবাই সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আমি কিন্তু তেমনভাবে কোন কিছুই ভাবিনি। প্রথম দিকে অবশ্য সময়টা ছিল যন্ত্রণাদায়ক; কিন্তু সামান্য চেষ্টায়ই আমি এ সময়টা পেরুতে পেরেছিলাম। যেমন, যে কোন নারীর সান্নিধ্যের জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য এটা আমার বয়সের জন্যে স্বাভাবিক। মারির কথা বিশেষ করে ভাবিনি। এইসব মহিলাদের সঙ্গে আমি কিভাবে প্রেম করবো বা তাদের পাবো এই সব চিন্তা আমার মনকে আবিষ্ট করে রেখেছিলো; বিভিন্ন মুখের ভিড়ে আমার সেল যেন ভরে গেল; আমার পুরনো আবেগের প্রেতাত্মা সব। এই সব চিন্তা-ভাবনা আমাকে উদভ্রান্ত করে তুলতো বটে, কিন্তু এতে আমার সময়টা বেশ কেটে যেতো।

কিছুদিনের মধ্যে প্রধান কারাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার বেশ খাতির হয়ে গেল। প্রতিদিন খাবারের সময় তিনি তদারক করতে আসতেন। প্রথমে তিনিই মহিলাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। 'এখানে সবাই এ নিয়েই মাথা ঘামায়', বললেন তিনি। আমি জানালাম যে, আমার নিজের বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটছে। 'এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
অন্যায়' যোগ করলাম আমি, 'এ যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।' —'এখানেই তো মজা', বললেন তিনি, 'আর সে জন্যেই তো তোমাদের আটক রাখা হয়েছে।' —ঠিক বুঝতে পারলাম না।' —'স্বাধিকার' বললেন তিনি, 'মানে তাই। কিন্তু তোমাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।' এ জিনিসটা আগে খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন তার বক্তব্যটা ধরতে পারলাম। 'সত্যি তো, বললাম আমি, না হলেতো এটা শাস্তি হতো না।' কারাধ্যক্ষ মাথা নাড়লেন, 'তুমি একটু আলাদা, মাথা খাটাতে পারো। অন্যেরা তাও পারে না। কিন্তু তবুও তারা একটা পথ খুঁজে নেয়; নিজের চেষ্টায়ই তা করে।' এই বলে তিনি আমার সেল ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন আমিও অন্যান্যদের পথ অনুসরণ করলাম।

সিগারেটের স্বল্পতাও ছিল এক ধরনের শাস্তি। বন্দী হিসেবে যখন আমাকে আনা হয়েছিলো তখন আমার বেল্ট, জুতো, ফিতা, সিগারেট শুদ্ধ পকেটের যাবতীয় জিনিস নিয়ে নেয়া হয়েছিলো। সেলে রাখার পর আমি আমার সিগারেট ফেরত চাইলাম। ধূমপান নিষিদ্ধ, তারা জানালো। এই ব্যাপারটাই আমাকে অসহায় করে দিয়েছিলো; এবং সত্যি বলতে কি প্রায় কয়েকটা দিন আমার খুব খারাপ কেটেছিলো। এমনকি তখন আমার কাঠের বিছানা থেকে চেলা ছিঁড়ে চুষেছিলাম পর্যন্ত। সারাদিন ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছি, মেজাজটা পর্যন্ত খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলো। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কেন আমায় ধূমপান করতে দেয়া হবে না; এটাতো আর কারো ক্ষতি করছে না। পরে কারণটা বুঝলাম; এই কার্পণ্য ছিল আমার শাস্তির একটা অংশ। কিন্তু বুঝে উঠতে উঠতে ধূমপানের জন্যে আমার ব্যাকুলতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং তখন আর এটা আমার জন্যে কোন শাস্তি ছিল না।

এই অভাবগুলি ছাড়া আমি খুব একটা অসুখী ছিলাম না। কিন্তু তবুও একটা বড় সমস্যা ছিল, কিভাবে সময় কাটানো যায়! কিন্তু যখন থেকে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করার ব্যাপারটা রপ্ত করলাম তখন সময় কাটানোটা একটা সমস্যা মনেই হলো না। মাঝে মাঝে আমার শোবার ঘরের কথা চিন্তা করতাম, এক কোণ থেকে শুরু করে আরেক কোণ অবধি চোখ বুলিয়ে যেতাম, চোখ বোলাতাম প্রতিটি আসবাবপত্রে। প্রথম দিকে এর জন্যে লাগতো এক কি দু মিনিট। কিন্তু এরপর যতোবার ভাবতাম, সময়ের সীমাও ততো বাড়তে লাগলো। প্রতিটি আসবাবপত্রকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখতাম, এর ওপরে বা ভেতরে কি আছে তাও দেখতাম, তারপর প্রতিটি জিনিসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসগুলিতেও নজর দিতাম। যেমন, কোথাও একটি আঁচড় লেগেছে, কোথাও একটু ভেঙে গেছে, সেগুলির রং, সবকিছু নিয়ে ভাবতাম। আসবাবপত্রের তালিকাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কোন জিনিস না ছেড়ে মনে রাখার চেষ্টা করতাম। এর ফলে কয়েক সপ্তাহ পর থেকে আমি আমার শোবার ঘরের জিনিসপত্রের কথা চিন্তা করে ঘণ্টার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ঘণ্টা কাটাতে পারতাম। যতোই চিন্তা করতাম ততোই আধা ভুলে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া জিনিসের কথা, তাদের বিবরণ আমার স্মৃতিতে অনুরণন তুলতো। এর কোন শেষ ছিল না।

সুতরাং বুঝতে পারলাম কারো যদি বাইরের জগৎ সম্পর্কে একদিনের অভিজ্ঞতা থাকে, তবে সে অনায়াসে একশো বছর জেলে কাটাতে পারবে। স্মৃতির ফোয়ারা তাকে হতাশ হতে দেবে না। একদিক দিয়ে অবশ্যই এটা ছিল এক ধরনের ক্ষতিপূরণ।

তারপর আসে ঘুমের পালা। প্রথম দিকে, রাতে আমার ভালো ঘুম হতো না, দিনেতো না-ই। কিন্তু আস্তে আস্তে রাতগুলি চমৎকার হয়ে উঠলো, দিনেও ঝিমোতে লাগলাম। সত্যি বলতে কি, শেষের দিনগুলিতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। বাকী থাকতো ছ'ঘণ্টা—এ সময়টা খাবার খেয়ে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, স্মৃতি রোমন্থন করে আর চেক গল্পটা পড়ে কেটে যেতো।

একদিন আমার মাদুরটা উল্টে-পাল্টে দেখার সময় নিচের দিকে দেখলাম পত্রিকার এক টুকরো আটকে আছে। পুরনো হয়ে যাওয়ায় কাগজটি হয়ে গেছে বিবর্ণ, হলুদ, কিন্তু তবুও অক্ষরগুলি পড়া যাচ্ছিলো। গল্পটি ছিল অপরাধ বিষয়ক। গল্পের প্রথম অংশটি ছিল না তবুও অনুমান করে নেয়া যায় চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন গ্রামে এই ঘটনার কিছু অংশ ঘটেছিলো। জনৈক গ্রামবাসী ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ছেড়ে বিদেশ যাত্রা করেছিলো। পঁচিশবছর পর একজন অবস্থাপন্ন লোক হিসেবে স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। ইতোমধ্যে তার মা ও বোন, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলো সেখানে একটি ছোট হোটেল খুলে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিলো। তাদের অবাক করে দেয়ার জন্যে স্ত্রী পুত্রদের অন্য একটি সরাইখানায় রেখে সে ছদ্মনামে তার মা'র হোটেলে একটি ঘর ভাড়া করলো। তার মা এবং বোন তাকে একেবারেই চিনতে পারেনি। সন্ধ্যেয় খাবার সময় সে তাদের নিজের টাকার বেশ কিছু দেখালো এবং রাতে তারা হাতুড়ীর আঘাতে তাকে হত্যা করলো। টাকা-পয়সা সরিয়ে নেবার পর তার মৃতদেহটিকে নদীতে ভাসিয়ে দিলো। পরদিন সকালে লোকটির স্ত্রী এসে কোন কিছু না ভেবেই স্বামীর পরিচয় ফাঁস করে দিলো। তার মা গলায় দড়ি দিলো। বোন একটি কূয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাজারবার বোধ হয় আমি গল্পটি পড়েছিলাম। একদিকে ব্যাপারটা যেমন অবিশ্বাস্য ঠেকতো অন্যদিকে আবার বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো। যা হোক, আমার মতে লোকটি নিজেই তার বিপদ ডেকে এনেছিলো; এ ধরনের বোকামী করা কারো উচিত নয়।

সুতরাং, দীর্ঘসময় ঘুমিয়ে, স্মৃতিচারণ করে, খবরের কাগজের টুকরোটা পড়ে, আলো আঁধারের স্রোতে দিনগুলি কেটে যেতে লাগলো। আগে পড়েছিলাম, জেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
থাকলে সময়ের হিসেব রাখা যায় না। অবশ্য এগুলি আমার কাছে তেমন অর্থ নিয়ে দাঁড়ায়নি। দিনগুলি ছোট কি বড় বুঝতাম না। সন্দেহ নেই দিনগুলি বড় ছিল, কিন্তু একটি আরেকটির সঙ্গে মিশে যেত; এসব নিয়ে আমি ভাবিনি; দু'টো শব্দ তখনও আমার কাছে অর্থবোধক ছিল, 'গতকাল' এবং 'আগামীকাল।'

একদিন যখন ওয়ার্ডার এসে জানালো জেলে আমার ছ'মাস কেটে গেছে তখন তাকে বিশ্বাস করলাম—কিন্তু শব্দগুলি আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না। আমার কাছে মনে হলো, যে দিন থেকে সেলে আছি সেদিন থেকে এ পর্যন্ত ঐ একটি দিনই কেটেছে, এবং আমিও সবসময় একটি কাজই করেছি।

কারাধ্যক্ষ চলে যাবার পর টিনের পেয়ালাটা পরিষ্কার করে তাতে নিজের মুখ দেখলাম। নিজের মুখাবয়ব খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছিলো এমনকি যখন আমি হাসবার চেষ্টা করলাম তখনও। বিভিন্ন কোণ থেকে পেয়ালাটা ধরে মুখ দেখলাম; কিন্তু বারবারই সিরিয়াস বিষণ্ন একটি চেহারা তাতে ফুটে উঠলো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবং এই সময়টার কথা না বললেই ভালো—সময়টার নাম দিয়েছিলাম 'নামহীন সময়',—এই সময় বন্দীশালার চারদিক থেকে শব্দগুলি যেন সতর্ক মিছিলের মতো উঠে আসতো। খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে দিনের শেষ আলোয় আবার নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকালাম। আগের মতোই সিরিয়াস; অবশ্য আশ্চর্যের কিছু ছিল না, কারণ তখন আমি নিজেই সিরিয়াস ছিলাম। কিন্তু এই সময় এমন কিছু শুনলাম যা গত কয়েকমাস শুনিনি। একটি গলার স্বর; আমার নিজের, এতে আর কোন ভুল ছিল না। বুঝতে পারলাম গত কয়েকদিন ধরে এই স্বরধ্বনিই আমার কানে গুঞ্জন তুলেছে। তার মানে এ কয়দিন সারাক্ষণ আমি নিজের সঙ্গে কথা বলছি।

এবং তখন আমার পুরনো একটি কথা মনে হলো। মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সেই নার্সটি মন্তব্যটি করেছিলো। না, আর কোন উপায় নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারবে না বন্দীশালার বিকেলটা কেমন।

তিন

সবমিলিয়ে মাসগুলি যে তাড়াতাড়ি কেটে যায় নি এমন কথা বলতে পারি না; প্রথম গ্রীষ্ম পার হয়ে গেছে বোঝার আগেই আরেক গ্রীষ্ম এসে উপস্থিত। গ্রীষ্মের উষ্ণতা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলাম, নতুন কিছু খবর অপেক্ষা করে আছে। আমার মামলা এসাইজ কোর্টে শেষ, সেশনের জন্যে তৈরি হয়ে আছে যা আগামী জুনের কোন এক সময় শেষ হবে।

রৌদ্রোজ্জ্বল এক দিনে আমার বিচার শুরু হলো। আমার উকিল জানালেন মামলাটা দু'একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। বললেন তিনি, 'যদ্দূর মনে হয় কোর্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তোমার মামলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিষ্পত্তি করে দেবে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ মামলার তালিকায় এটা পড়ে না। এর ঠিক পরপরই আছে পিতৃ-হত্যা সম্পর্কিত একটি মামলা—যা শেষ হতে বেশ কিছু সময় লাগবে।'

সকাল সাড়ে সাতটায় তারা আমাকে নিতে এলো এবং আসামীদের গাড়ি করে আমাকে ল' কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো। দু'জন পুলিশ আমাকে নিয়ে এলো অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘরে। দরজার পাশে বসলাম আমরা যা দিয়ে গলার স্বর, চীৎকার, চেয়ার টানা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এ সমস্ত আমাকে মনে করিয়ে দিলো মফস্বলের কোন পার্টির কথা, যেখানে কনসার্ট শেষ হওয়ার পর নাচের জন্যে হল পরিষ্কার করা হয়। পুলিশের একজন জানালো বিচারক এখনো এসে পৌঁছোন নি। আমাকে একটি সিগারেট সাধলো সে, যা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। কিছুক্ষণ পর সে জিজ্ঞেস করলো, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি কি না। আমি বললাম, 'না।' বরং আদালতে বিচার দেখা আমাকে আগ্রহান্বিত করে তুলেছিলো; এর আগে কখনও আদালতে বিচার দেখিনি।

'হতে পারে', বললো অন্যজন 'কিন্তু বিচারের দু'এক ঘণ্টাই যথেষ্ট।'

কিছুক্ষণ পর ঘরের ভেতর একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠলো। পুলিশ দু'জন আমার হাত কড়া খুলে ঘরের দরজা খুললো এবং আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে গেলো।

আদালত দর্শকে পূর্ণ। জানালার ঝিলমিলিগুলি নামিয়ে দেয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো ছিটকে আসছিলো। এবং ইতোমধ্যে ঘরটি হয়ে উঠেছিলো গরম। জানালাগুলি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি বসে পড়লাম এবং পুলিশ অফিসাররা আমার চেয়ারের দু'পাশে তাদের জায়গায় দাঁড়ালো।

আর ঠিক তখনই উল্টোদিকে একসারি মুখ আমার নজরে পড়লো। লোকগুলি কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, তাতে মনে হলো তারা বুঝি জুরি। কিন্তু আলাদা ব্যক্তি হিসেবে তাদের আমি দেখছিলাম না। ট্রামে উঠলে হঠাৎ যেমন মনে হয় বিপরীত সারির বসে থাকা লোকগুলো বুঝি কাউকে দেখে হাসির খোরাক খুঁজছে, আমারও তেমন মনে হয়েছিলো। অবশ্য জানতাম এটা একটা অবিশ্বাস্য তুলনা। এই লোকগুলো আমার দিকে তাকিয়েছিলো হাসির খোরাকের জন্যে নয়, বরং অপরাধের চিহ্নের জন্যে। তবুও তফাতটা খুব বেশি না, আমার অন্তত তাই মনে হয়েছিলো।

দর্শক এবং বদ্ধ বাতাসের জন্যে কিছুটা অস্বস্তি লাগছিলো। আদালতের চারদিকে চোখ বুলিয়েও আমি পরিচিত কারো মুখ খুঁজে পেলাম না। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এত লোক শুধু আমার জন্যেই এখানে এসেছে। সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু আমি—এই অভিজ্ঞতাটা আমার জন্যে নতুন। কারণ অন্য সময় কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাতো না। বাম পাশের পুলিশটির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তাকিয়ে মন্তব্য করলাম, 'এতো ভীড়!' সে বললো, পত্রিকাগুলিই এর জন্যে দায়ী। জুরি বক্সের ঠিক নিচে একদল লোককে দেখিয়ে সে বললো, 'ঐ যে ওরা।' —'কে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, উত্তরে সে জানালো 'সাংবাদিক।' সে আরো জানালো তার একজন পুরনো বন্ধুও আছে তাদের মধ্যে।

কিছুক্ষণ পর পুলিশটির সেই পুরনো বন্ধু আমাদের দিকে এগিয়ে এলো এবং পুলিশটির সঙ্গে করমর্দন করলো। সাংবাদিকটি বেশ বয়স্ক, খানিকটা গম্ভীর কিন্তু তার ব্যবহার বেশ অমায়িক। লক্ষ্য করলাম, আদালতে সমবেত প্রায় সবাই একে অপরের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ে ব্যস্ত—দেখে মনে হচ্ছিলো তারা যেন কোন একটি ক্লাবে জমা হয়েছে, যেখানে যে যার রুচিমত দল বেঁধে গল্প করছে। তাই মনে হচ্ছিলো যেন আমি এখানে অনাহূত। যা হোক সাংবাদিকটি বেশ অমায়িকভাবে আমাকে সম্বোধন করে আশা প্রকাশ করলেন সবকিছু আমার পক্ষে যাবে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম, প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে তিনি বললেন,

'আপনি বোধহয় জানেন, আমরা আপনাকে নিয়ে বেশ কিছু ফিচার লিখছি। গরমকালে সবসময় আমাদের ভাণ্ডার শূন্য থাকে; আর এখন আপনার এবং আপনার পরের মামলাটা ছাড়া লেখার মতো তেমন কিছু নাই। পরের মামলাটা বোধহয় শুনেছেন যে একটি পিতৃ-হত্যা মামলা।'

প্রেস টেবিলে বসে থাকা একটি দলের দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যেখানে মোটাসোটা ছোটখাটো একজন বসে ছিলেন। চোখে তার বড় কালো ফ্রেমের চশমা, দেখলেই পেটুক কোন বেজির কথা মনে পড়ে।

'ঐ লোকটি প্যারিসের একটি সাংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি। অবশ্য আপনার মামলার ব্যাপারে সে এখানে আসেনি। তাকে পাঠানো হয়েছিলো পিতৃ-হত্যা মামলাটার ব্যাপারে, কিন্তু তারা এখন তাকে আপনার মামলার ব্যাপারেও খবর পাঠাতে বলছে।'

মুখ ফসকে প্রায় বলে ফেলেছিলাম, 'তাদের অশেষ দয়া', কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো কথাটা হাস্যকর ঠেকবে। এরপর আন্তরিকভাবে হাত নেড়ে তিনি বিদায় নিলেন এবং তারপর কিছুক্ষণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটলো না।

এরপর আমার উকিল সহকর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে ব্যস্তভাবে গাউন পরে ঢুকলেন। সাংবাদিকদের টেবিলের কাছে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। যতোক্ষণ না তীক্ষ্ণভাবে ঘন্টা বেজে উঠলো ততক্ষণ তারা সবাই একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে হাসি ঠাট্টা করতে লাগলো যেন তারা কোন ঘরোয়া পরিবেশে আছেন। তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। আমার উকিল কাছে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করে উপদেশ দিলেন নিজ থেকে যেন আমি কিছু না বলি বরং সব প্রশ্নের উত্তর যেন সংক্ষেপে দেই। আমাকে তিনি তার ওপর নির্ভর করতে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আমার বাম পাশে চেয়ার টানার শব্দ হলো এবং লম্বা পাতলা, চশমা পরনে একজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে বসতে লাল গাউনের ভাঁজ ঠিক করলেন। আমার মনে হলো ইনিই সরকারি উকিল। আদালতের একজন কেরাণী ঘোষণা করলো, মাননীয় বিচারকরা আসছেন এবং ঠিক সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে দু'টো বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরতে শুরু করলো। তিনজন বিচারক, দু'জন কালো এবং একজন কালো রংয়ের পোষাক পরে, হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং তাদের আসনের দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে গেলেন। আসনটি আদালতের মেঝে থেকে বেশ কয়েক ফুট উঁচু। লাল পোষাক পরা জন মাঝখানের উঁচু পিঠের চেয়ারটিতে বসে টেবিলের ওপর আদালতের বিশেষ টুপিটি রাখলেন। ছোট্ট টাক পড়া মাথায় রুমাল বুলোলেন এবং অতঃপর ঘোষণা করলেন এখন শুনানী শুরু হবে।

সাংবাদিকরা কলম নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাদের সবার মুখের ভাব একই রকম বিদ্রুপাত্মক, নিস্পৃহতা মাখানো। শুধু একজন পরনে তার ধূসর ফ্লানেলের পোষাক ও লাল টাই এবং বয়সে অন্যান্যদের তুলনায় বেশ ছোট, কলমটি টেবিলের ওপর রেখে কঠোরভাবে আমাকে দেখছিলো। মুখ তার গোলগাল, কিন্তু আমাকে আকৃষ্ট করলো তার চোখ যা ম্লান, টলটলে, তার আবেগহীন চোখ আমাকে বিদীর্ণ করছিল। মুহূর্তে আমার মনে এক অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হলো, আমি যেন নিজেকে খুঁটিয়েই বিচার করছি। এ ব্যাপারটা এবং আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার দরুন আদালতের প্রথম দিনকার কার্যক্রম আমি ধরতে পারিনি। জুরি, সরকারি উকিল, জুরিদের ফোরম্যান এবং আমার উকিলের প্রতি প্রধান বিচারকের প্রশ্নাবলী (যখনই তিনি কিছু বলছিলেন তখনই জুরিরা উন্মুখ হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিলো), দ্রুত চার্জশীট পড়া—এসব চলাকালীন কিছু পরিচিত জায়গা এবং লোকের নাম চিনলাম, তারপর আমার উকিলের প্রতি কিছু সম্পূরক প্রশ্ন রাখা হলো।

এরপর বিচারক ঘোষণা করলেন যে, সাক্ষীদের ডাকা হবে। কেরাণী যেসব নাম পড়লো, তার মধ্যে কিছু নাম আমাকে বিস্মিত করলো। আদালতে দর্শক যারা তখন পর্যন্ত আমার কাছে অস্পষ্ট মুখের সারিমাত্র, তাদের মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়ালো রেমন্ড, ম্যাসন, সালামানো, বাড়ির দারোয়ান, বৃদ্ধ পিরেজ এবং মারি যে পাশের দরজা দিয়ে বের হওয়ার জন্যে অন্যান্যদের অনুসরণ করার আগে নার্ভাস হয়ে হাত নাড়লো। আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, সবশেষে সেলেস্তের নাম ডাকার আগ পর্যন্ত আমি তাদের কাউকেই দেখিনি। সেলেস্তে উঠে দাঁড়াবার পর লক্ষ্য করলাম যে, তার পাশে পুরুষদের কোট পরে নিরুত্তেজ নিশ্চিত হয়ে বসে আছেন একজন মহিলা, যিনি রেঁস্তোরায় এক টেবিলে বসে একবার আমার সঙ্গে খেয়েছিলেন। লক্ষ্য করলাম, স্থিরভাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তাকে নিয়ে ভাববার সময় আমার ছিল না। কারণ বিচারক আবার তাঁর কথা শুরু করেছেন।

তিনি বললেন, বিচারের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে এবং বলা বাহুল্য দর্শকরা যে কোন মনোভাব প্রকাশে বিরত থাকবেন, এটাই তিনি আশা করেন। তিনি বললেন, বিচারের কার্যপ্রণালী পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন, অনেকটা আম্পায়ারের মতো এবং তিনি সাবধানতার সঙ্গে পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করবেন। ন্যায়বিচারের আলোকে তিনি জুরীদের মত পর্যালোচনা করবেন। সবশেষে, বিন্দুমাত্র গণ্ডগোল হলে আদালত কক্ষ থেকে তিনি সবাইকে বের করে দেবেন।

বেলা বাড়ছে। দর্শকদের কেউ কেউ পত্রিকা দিয়ে বাতাস খাচ্ছে, কোঁচকান কাগজের খস খস শব্দ হচ্ছে। প্রধান বিচারকের নির্দেশে কেরাণী তিনটি হাত পাখা নিয়ে এলো। এবং বিচারক তিনজন সঙ্গে সঙ্গে এগুলো কাজে লাগালেন।

আর ঠিক তখনি আমার শুনানী শুরু হলো। বিচারক শান্ত, সরলভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, একসময় মনে হলো এর মধ্যে কিছুটা সহৃদয়তা লুকানো আছে। প্রথমবারের মতো পরিচয় জানাবার জন্যে আমাকে প্রশ্ন করা হলো। মনে মনে বিরক্ত হলেও বুঝলাম, এটাই স্বাভাবিক। আর যাই হোক, আদালত যদি শেষে আবিষ্কার করে যে, তারা একজন ভুল লোকের বিচার করছে তাহলে ব্যাপারটা খুব আনন্দদায়ক হবে না।

বিচারক, তারপর, আমি কি কি করেছি তার একটা ফিরিস্তি শুরু করলেন, দু'তিনটি বাক্য শেষ হওয়া মাত্রই তিনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'ঠিক তো?' প্রত্যুত্তরে আমি প্রত্যেকবার আমার উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী বললাম, 'জ্বী, স্যার।' প্রচুর সময় লাগলো এতে। কারণ বিচারক প্রত্যেকটি ছোটখাট ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। অন্যদিকে সাংবাদিকরা ব্যস্তভাবে কলম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে অনুভব করছিলাম সেই তরুণ সাংবাদিকের চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ। সেই ছোটখাট রোবট মহিলাও তাকিয়ে ঐভাবে। জুরিরা সবাই তাকিয়ে ছিলেন লাল পোষাকপরা বিচারকের দিকে এবং তখন আবার আমার ট্রামের একপাশে বসে থাকা আরোহীদের কথা মনে পড়লো। মৃদুভাবে একটু কেশে তিনি ফাইলের কিছু পাতা ওল্টালেন এবং আমাকে সম্বোধন করলেন।

তিনি এখন এমন কিছু ব্যাপারে আলোচনা করতে চান, বললেন তিনি, যা মামলার ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা মামলার সঙ্গে যুক্ত। আমার মনে হলো তিনি মা'র সম্পর্কে আলোচনা করবেন যা আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, কেন আমি মা'কে 'আশ্রমে' পাঠিয়েছিলাম? উত্তরে আমি জানালাম, কারণটা খুবই সরল; বাড়িতে মা'কে রেখে ভালোভাবে দেখাশোনা করার মতো যথেষ্ট টাকা আমার ছিল না। তখন তিনি জানতে চাইলেন আমাদের বিচ্ছেদ আমার জন্যে দুঃখজনক ছিল কিনা। বললাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আমি এবং মা পরস্পরের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করিনি, অন্য কারো কাছ থেকেতো নয়ই! দু'জনেই নতুন ব্যবস্থায় সহজেই মানিয়ে নিয়েছিলাম। বিচারক তখন বললেন, এ ব্যাপারে খুব বেশি জোর দেয়ার ইচ্ছে তার নেই; সরকারি উকিলকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যাপারে তার কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

আমার দিকে আধাআধিভাবে পিছন ফিরে সরকারি উকিল বসে ছিলেন। আমার দিকে না ফিরেই তিনি বললেন, মাননীয় বিচারকের অনুমতি নিয়ে তিনি জানতে চান, আরবদের হত্যা করার জন্যে আমি ঝর্ণার ধারে গিয়েছিলাম কিনা। বললাম, 'না।' তাহলে কেন আমি রিভলবার নিয়ে ঠিক সেই জায়গায় ফিরে গিয়েছিলাম? বললাম ব্যাপারটা ছিল আকস্মিক। সরকারি উকিল তখন অত্যন্ত নোংরাভাবে বললেন, 'ভালো ভালো। ব্যাস, এখন এ পর্যন্ত হলেই চলবে।'

এরপর কি হলো বুঝতে পারলাম না। যা হোক, সরকারি উকিল, বিচারক এবং আমার উকিলের মধ্যে কিছু বাদানুবাদের পর প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করলেন, দুপুর পর্যন্ত আদালত মুলতবী থাকবে। তারপর আবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কি ঘটছে তা বোঝার আগেই আমাকে প্রিজনভ্যানে ওঠানো হলো। ফিরে এলে আমাকে দুপুরের খাবার দেয়া হলো। খানিকপর, ক্লান্তি অনুভব করার আগেই তারা এলো আমাকে নিতে। আবার সেই আগের ঘরে ফিরে এলাম, আবার মুখোমুখি হলাম পুরনো মুখগুলির, আবার আগের মতো শুরু হলো সবকিছু। কিন্তু এরি মধ্যে গরম বেড়ে গিয়েছিলো এবং আমার উকিল, সরকারি উকিল ও কিছু সাংবাদিকের জন্য পাখার ব্যবস্থা করা হলো। সেই যুবকটি এবং রোবোট মহিলাটি তখনও তাদের জায়গায় বসে ছিল। কিন্তু পাখা দিয়ে নিজেদের বাতাস না করে আগের মতোই তারা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো।

মুখের ঘাম মুছে ফেললাম, কিন্তু আশ্রমের ওয়ার্ডেনকে সাক্ষী দিতে ডাকার আগ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমার বিরুদ্ধে মা'র কোন অভিযোগ ছিল কিনা, বললেন তিনি, 'হ্যাঁ।' কিন্তু সেটা তেমন কিছু না; আশ্রমের প্রায় সব বাসিন্দাদেরই তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু অভিযোগ ছিল। বিচারক আরো স্পষ্টভাবে তাকে তার বক্তব্য পেশ করতে বললেন; মা'কে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সে জন্যে কি আমার বিরুদ্ধে মা'র অভিযোগ ছিল। তিনি ফের একই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। কিন্তু এবার তিনি আর তার উত্তরের ব্যাখ্যা করলেন না।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন আমার ধৈর্য দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ধৈর্য বলতে তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, তখন তিনি চোখ নিচু করে নিজের জুতোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, আমি মা'র মৃতদেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
দেখতে চাইনি, অথবা মা'র জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিনি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার পর তার কবরের কাছে একটুও না থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছি। আরেকটি জিনিস তাকে অবাক করেছিলো। মুদ্দাফরাসদের একজন বলেছিলো যে আমি আমার মা'র বয়স জানতাম না। খানিকক্ষণ নীরবতা; তারপর বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি ধরে নেবেন যে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী সম্পর্কেই এসব বলছেন। ওয়র্ডেন এতে হকচকিয়ে গেলে বিচারক বললেন, 'প্রশ্নটা আনুষ্ঠানিক। আমাকে করতেই হবে।'

এরপর সরকারি উকিলকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কোন প্রশ্ন করবেন কি না। তখন তিনি উচ্চ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'বিন্দুমাত্র না,' আমার যা দরকার তা পেয়ে গেছি।' তার গলার স্বর, মুখের উল্লসিত ভাব আমাকে সহসা বিমর্ষ করে তুললো। বোকার মতো আমার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো। এই প্রথমবারের মতো বুঝলাম সবাই আমাকে কি ঘৃণার চোখে দেখছে।

জুরিদের এবং আমার উকিলের কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করার পর বিচারক দারোয়ানের সাক্ষী নিলেন। কাঠগড়ায় উঠে লোকটি আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো। প্রশ্নোত্তরের সময় সে জানালো, আমি মা'কে তো দেখতেই চাইনি বরং সিগারেট খেয়েছি, কাফে অ ল্যা খেয়েছি এবং ঘুমিয়েছি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো আদালতের ভিতর আমার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই প্রথমবারের মতো মনে হলো আমি অপরাধী। সিগারেট খাওয়া এবং আমার ঘুমানো সম্পর্কে সে যা বলেছিলো তাকে দিয়ে আবার তা বলিয়ে নেয়া হলো। সরকারি উকিল সেই আগের মতো উল্লসিত ভাব নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমার উকিল দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, সে নিজেও কি তখন ধূমপান করে নি? কিন্তু সরকারি উকিল এর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন। 'আমি জানতে চাই এখানে কার বিচার হচ্ছে?' চিৎকার করে বললেন তিনি 'অথবা আমার বন্ধু কি মনে করেন যে সাক্ষীর নিন্দা করে তিনি নিজের মক্কেলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি ভুল বলে প্রতিপন্ন করবেন?' বিচারক অবশ্য দারোয়ানকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বললেন।

লোকটি একটু ইতস্ততঃ করলো 'জানি এটি করা আমার উচিত হয় নি,' তারপর থেমে থেমে বললো সে, 'কিন্তু ঐ তরুণ ভদ্রলোক যখন আমায় একটি সিগারেট নিতে অনুরোধ করলেন তখন নেহাত ভদ্রতার খাতিরেই সিগারেটটি নিয়েছিলাম।'

এ ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য আছে কিনা, জিজ্ঞেস করলেন বিচারক। 'না' বললাম আমি, 'সাক্ষী ঠিকই বলছে। কথাটা সত্যি যে তাকে আমি সিগারেট নিতে অনুরোধ করেছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
দারোয়ান অবাক হয়ে এবং খানিকটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো তারপর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে সে জানালো যে সে-ই আমাকে কফি খেতে বলেছিলো।

আমার উকিল উল্লসিত হয়ে বললেন, 'জুরিরা নিশ্চয় এ স্বীকারোক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন।'

সরকারি উকিল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। 'নিশ্চয়ই', আমাদের মাথার ওপর তার গর্জন শোনা গেল, 'জুরিরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। এবং তারা এই উপসংহারে পৌঁছবেন যে, বন্দীর উচিত ছিল, যে অসহায় মহিলা তাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন তার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তৃতীয় ব্যক্তির কফি খাওয়াবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা।'

এরপর দারোয়ান তার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

থমাস পিরেজকে এরপর ডাকা হলো এবং কাঠগড়ায় ওঠার সময় তাকে সাহায্য করতে হলো। পিরেজ জানালো যদিও আমার মা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনই মাত্র দেখা হয়েছিলো। ঐ দিন আমার চাল-চলন কেমন ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানালেন,

'দেখুন, সেদিন আমার মেজাজ খুব ভালো ছিল না। মেজাজটা এতোই খারাপ ছিল যে অন্য কিছু খেয়াল করার মতো অবস্থা আমার ছিল না। মনে হয় দুঃখ আমায় ঢেকে দিয়েছিলো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু আমাকে খুব কাতর করে তুলেছিলো। সত্যি বলতে কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং তরুণ ভদ্রলোকটিকে আমি মোটেই খেয়াল করিনি।'

আমাকে তিনি কাঁদতে দেখেছেন কিনা তা আদালতকে জানাবার জন্যে সরকারি উকিল তাকে বললেন। পিরেজ যখন বললেন, 'না' তখন তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় জুরিরা এই উত্তর লক্ষ্য করবেন।'

আমার উকিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, মনে হলো, অনাবশ্যক আক্রমণাত্মক গলায় পিরেজকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো করে ভেবে দেখুন। আপনি কি নিশ্চিত যে তাকে আপনি কাঁদতে দেখেননি?'

পিরেজ বললেন, 'না।'

উত্তর শুনে কিছু লোক মুখ টিপে হাসলো এবং আমার উকিল তার গাউনের একটি আস্তিন গুটিয়ে কঠোরভাবে বললেন, 'অদ্ভুতভাবে এই মামলা পরিচালিত হচ্ছে। আসল ঘটনা উদঘাটন করার কোন চেষ্টাই হচ্ছে না।'

সরকারি উকিল এই মন্তব্যে কোন কান দিলেন না, স্থিরভাবে ফাইলের মলাটের ওপর পেন্সিল ঠুকতে লাগলেন।

পাঁচ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করা হলো, আর তখন আমার উকিল আমাকে জানালেন যে, সবকিছু খুব ভালোভাবে চলছে। এরপর সেলেস্তেকে ডাকা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
তাকে আসামী পক্ষের সাক্ষী হিসেবে ঘোষণা করা হলো। আসামী বলতে বোঝানো হলো আমাকে।

সেলেস্তে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলো। সাক্ষ্য দেবার সময় সে হাতের মুঠোয় বারবার মোচড়াচ্ছিলো পানামা টুপিটিকে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে রবিবার রেসের মাঠে যাবার সময় তার সবচেয়ে সুন্দর যে স্যুটটা পরতো সেটাই সে এখানে পরে এসেছে। কিন্তু যে কারণেই হোক সে তার কলার পরেনি। দেখলাম তার শার্টের ওপরটা একটা পিতলের বোতাম দিয়ে আটকানো। আমি তার খরিদ্দার ছিলাম কিনা একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো, 'হ্যাঁ এবং একজন বন্ধুও ছিল বটে।' তাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলে সে বললো, আমি স্বাভাবিক লোক ছিলাম; তাকে এই কথা ব্যাখ্যা করতে বলা হলে সে জানালো যে, সবাই জানেন এই কথার মানে কি। 'আমি কি চাপা স্বভাবের লোক ছিলাম?' 'না' উত্তরে সেলেস্তে বললো, 'ঐ রকম কোন মন্তব্য আমি তার সম্পর্কে করবো না। তবে অন্যান্য অনেকের মতো সে বাজে কথা বলতো না।'

সরকারি উকিল এবার জানতে চাইলেন যে, মাসিক বিল পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তা পরিশোধ করতাম কিনা। 'তবে ওগুলি আমার আর তার ব্যাপার।' তখন তাকে আমার অপরাধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলো। সেলেস্তে কাঠগড়ার রেলিংয়ের ওপর হাত রাখলো এবং বোঝা গেল কিছু বলার জন্যে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

'আপনারা কি ভাববেন জানি না তবে আমার মতে এটা একটা দুর্ঘটনা বা বলা চলে ভাগ্যদোষে এরূপ ঘটেছে। আর এধরনের কিছু ঘটলে স্বভাবতই মাথা ঠিক থাকে না।'

সেলেস্তে কথা চালিয়ে যেতে চাইছিলো কিন্তু বিচারক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তাই, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' সেলেস্তেকে একটু বিরক্ত দেখাচ্ছিলো। সে বললো, সে যা বলতে চেয়েছিলো তা শেষ হয়নি। তাঁরা তাকে সংক্ষিপ্তভাবে কথা শেষ করতে বললেন।

ঘুরে ফিরে তার বক্তব্য আগের মতোই হলো—যে এটা একটা দুর্ঘটনা।

'হতে পারে', বিচারক মন্তব্য করলেন। 'কিন্তু এখানে আমরা আইন অনুযায়ী এইসব দুর্ঘটনা বিচার করতে এসেছি। আপনি এখন যেতে পারেন।'

সেলেস্তে ঘুরে আমার দিকে তাকালো। চোখ দুটো তার টলটল করছে, ঠোঁট কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন বলতে চাচ্ছে, 'বন্ধু' তোমার জন্যে যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি কিন্তু মনে হয় না তাতে তেমন কিছু হবে। আমি দুঃখিত।'

আমি কিছু বললাম না, নড়াচড়াও করলাম না। কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার একজন পুরুষকে আমার চুম্বন করতে ইচ্ছে করছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
কাঠগড়া ত্যাগ করার জন্যে বিচারক তাকে আবার নির্দেশ দিলে সেলেস্তে ভীড়ের মধ্যে তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বিচার চলাকালীন বাকী সময়টুকু সে সেখানেই হাঁটুর ওপর কনুই রেখে হাতের মধ্যে পানামা টুপীটা ধরে, সামনের দিকে ঝুঁকে শুনানীর প্রতিটি কথা শুনছিলো।

এরপর মারির পালা। মাথায় তার টুপি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো তাকে। অবশ্য খোলা চুলেই তাকে আমার বেশি ভালো লাগে। যেখানে ছিলাম সেখান থেকেই তার বুকের কোমল রেখা, নিচের ঠোঁটের ফোলা ভাবটুকু দেখছিলাম। এ ভাবটুকু সবসময় আমাকে মুগ্ধ করতো। তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিলো।

প্রথম প্রশ্ন ছিল, কদ্দিন ধরে সে আমায় চিনে? উত্তরে সে জানালো, যেদিন থেকে সে আমাদের অফিসে ঢুকেছিলো সেদিন থেকেই। তখন বিচারক জানতে চাইলেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা কি ধরনের? মারি জানালো, সে আমার বান্ধবী। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মারি স্বীকার করলো যে, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলো। সরকারি উকিল তার সামনে রাখা একটি নথি পড়তে পড়তে খুব তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন, আমাদের প্রেম কবে থেকে শুরু হয়েছিলো। মারি সময়টা জানালো। একটু সবজান্তা ভাব করে তিনি জানালেন, তার মানে সময়টা তার মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরেই। তারপর একটু ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, বিষয়টা একটু খুবই অস্বস্তিকর এবং এ সম্পর্কে তরুণী ভদ্রমহিলার মনোভাবও তার অজানা নয়—কিন্তু, তার গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠলো—তার কর্তব্য তাকে বাধ্য করছে এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গের ওপর প্রশ্ন করতে। এই মন্তব্য করার পর তিনি, মারি যেদিন প্রথম আমার সঙ্গে শুয়েছিলো সেদিনের পুরো বিবরণ দিতে বললেন। প্রথমে মারি উত্তর দিতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু সরকারি উকিল পীড়াপীড়ি শুরু করলে সে জানালো স্নান করতে যাবার সময় আমরা দেখা করেছিলাম তারপর সিনেমা দেখে আমার ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েছিলাম। তিনি তখন আদালতকে জানালেন যে মারির দেওয়া বিবরণের ভিত্তিতে তিনি আমাদের সিনেমায় যাবার ব্যাপারটা মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেছেন। তারপর মারির দিকে ফিরে যে সিনেমাটা আমরা দেখেছিলাম তার নাম জানতে চাইলেন। খুব নীচু গলায় সে জানালো যে, এই ছবিতে ফার্নান্ডেল ছিল। যখন মারি তার কথা শেষ করলো তখন আদালতে পিন-পতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

সরকারি উকিল খুব গম্ভীরভাবে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে এমনভাবে কথা শুরু করলেন যে শপথ করে বলতে পারি তিনি বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন।

'জুরি ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের লক্ষ্য করতে বলবো যে, এই লোক তার মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দিন সুইমিং পুলে গিয়েছিলো, প্রেমে মত্ত হয়েছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
একটি মেয়ের সঙ্গে এবং তারপর দেখেছিলো একটি হাসির ছবি। আমি শুধু এইটুকুই বলবো।'

তিনি যখন বসে পড়লেন তখনও সেখানে আগের মতোই নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিলো। এবং ঠিক তখন হঠাৎ করে মারি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। তিনি সবকিছুই অন্যভাবে নিয়েছেন, বললো মারি, সে যা বলতে চেয়েছিলো তার উল্টোটাই তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়া হয়েছে, আমাকে সে খুব ভালোভাবে চেনে এবং আমি যে অন্যায় কিছু করিনি সে সম্পর্কে সে নিশ্চিত। প্রধান বিচারকের নির্দেশে আদালতের কর্মচারীদের একজন মারিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং শুনানী চলতে লাগলো।

এরপর সাক্ষী ম্যাসনের কথা মন দিয়ে প্রায় কেউই শুনলো না। ম্যাসন জানালো, একজন যুবক হিসেবে আমি শ্রদ্ধার পাত্র এবং তার চেয়ে বড় কথা হলো আমি খুব ভালো ছেলে। সালামানো যখন জানালো যে আমি তার কুকুরের প্রতি খুব দয়ালু ছিলাম বা আমার মা এবং আমার মধ্যে তেমন মিল ছিল না, তখনও কেউ তার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিল না। আমি আমার মা'কে কেন আশ্রমে পাঠিয়েছিলাম তাও সে ব্যাখ্যা করলো। 'আপনাদের বোঝা উচিত', সে আবার বললো, 'আপনাদের বোঝা উচিত।' কিন্তু কেউ বুঝলো বলে মনে হলো না। তারপর তাকে নেমে যেতে বলা হলো।

পরবর্তী এবং শেষ সাক্ষী ছিল রেমন্ড। আমাকে দেখে সে একটু হাত নাড়লো এবং আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে নিশ্চিত মত দিলো। বিচারক তাকে তিরস্কার করলেন। 'তুমি এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছো। মামলা সম্পর্কে তোমার মতামত জানাতে নয়। তোমাকে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে শুধু সেগুলিরই উত্তর তুমি দেবে।'

এরপর নিহত ব্যক্তির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধরণা দিতে বলা হলে রেমন্ড পুরোপুরিভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। সে বললো, আমি নই, বরং রেমন্ডের বিরুদ্ধে নিহত ব্যক্তির ক্ষোভ ছিল কারণ সে তার বোনকে মেরেছিলো। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিহত ব্যক্তির আমাকে অপছন্দ করার কোন কারণ থাকতে পারে কিনা। রেমন্ড বললো, সেদিন ভোরে সমুদ্র সৈকতে আমার উপস্থিতি একটি আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

'তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, যেই চিঠিটা এই দুঃখজনক ঘটনার কারণ সেটা বন্দীরই হাতের লেখা?' উত্তরে রেমন্ড জানালো এটাও একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র।

সরকারি উকিল উত্তরে বললেন, এই মামলায় 'দুর্ঘটনা' এবং 'আকস্মিক ব্যাপার'এর একটা বিরাট ভূমিকা আছে বলে মনে হচ্ছে। এটাও কি একটা দুর্ঘটনা যখন রেমন্ড তার রক্ষিতাকে পেটাচ্ছিলো তখন আমি হস্তক্ষেপ করিনি। সুবিধাজনক এই 'দুর্ঘটনা' শব্দটি কি পুলিশ স্টেশনে রেমন্ডের জন্যে আমার প্রতীক্ষা এবং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
পক্ষে সুবিধাজনক জবানবন্দী দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিলো? সবশেষে তিনি রেমন্ডকে তার পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

নিজেকে সে যখন গুদামের দারোয়ান হিসেবে পরিচয় দিলো, তখন সরকারি উকিল জুরিদের জানালো যে, এটা সবাই জানে যে সাক্ষী মেয়েদের অসৎ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করে। আমি, তিনি বললেন, লোকটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকারী ছিলাম; সত্যি বলতে কি অপরাধের পটভূমিকা নোংরা ঘটনায় ভরপুর। এবং বন্দীর ব্যক্তিত্ব নৈতিক জ্ঞানবিহীন, যা একমাত্র হৃদয়শূন্য দানবেরই থাকে, ঘটনাটিকে আরো ঘৃণিত করে তুলেছে।

রেমন্ড অনুযোগ তুলতে গেল এবং আমার উকিলও প্রতিবাদ জানালেন। তাদের বলা হলো, সরকারি উকিলকে তার বক্তব্য শেষ করতে দেয়া উচিত।

'আমার প্রশ্ন হয়ে গেছে', তিনি বললেন, তারপর রেমন্ডের দিকে ফিরে বললেন, 'বন্দী কি তোমার বন্ধু ছিল?'

'নিশ্চয়ই। সবার মতে বন্ধুদের মধ্যে আমরা সবচেয়ে ঘনিষ্ট ছিলাম।'

সরকারি উকিল তখন আমাকেও একই প্রশ্ন করলেন। আমি রেমন্ডের দিকে কঠোরভাবে তাকালাম, সে তাতে বিচলিত হলো না।

তারপর আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।' সরকারি উকিল জুরিদের দিকে তাকালেন।

'আপনাদের সামনে দাঁড়ানো লোকটি তার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন শুধু রাত্রিকালীন উৎসবে মত্ত হয়নি, নীচু তলার বেশ্যা এবং দালালদের মধ্যেকার নোংরা বিরোধে প্ররোচিত হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একজনকে খুন করেছে। জুরি মহোদয়গণ, বন্দী এ স্বভাবের লোক।'

সরকারি উকিল বসতে না বসতেই আমার উকিল ধৈর্য হারিয়ে, হাত এতো ওপরে উঠালেন যে তার আস্তিন সরে গিয়ে জামার ইস্ত্রি করা হাতাটার পুরোটাই দেখা গেল।

'আমার মক্কেল কি তার মায়ের কবর দেবার জন্যে' এখানে বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন না একজনকে খুন করার দায়ে বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আদালতে চাপা হাসির একটা ঢেউ বয়ে গেল। কিন্তু তখনই সরকারি উকিল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং পোষাক ঠিক করতে করতে বললেন, মামলার এই দুটি উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেটা তার বন্ধু বুঝতে পারছেন না দেখে তিনি বিস্মিত হচ্ছেন। মনস্তাত্বিক দিক থেকে তারা পাশাপাশি অবস্থান করছে যদি তাদের সেইভাবে দেখা হয়। 'সংক্ষেপে', প্রবল আবেগের সঙ্গে তিনি শেষ করলেন, 'আসামীকে আমি এই বলে অভিযুক্ত করছি যে, তার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সে যে ব্যবহার করেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, অনেক আগে থেকেই মনের দিক থেকে সে অপরাধী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
এই কথাগুলি জুরি দর্শকদের নাড়া দিলো বেশ গভীরভাবে। আমার উকিল শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। বোঝা গেল তিনিও বেশ বেকায়দায় পড়েছেন এবং আমার মনে হলো পুরো ব্যাপারটা ঠিক আমার অনুকূলে যাচ্ছে না।

এরপরই আদালতের অধিবেশন শেষ হলো। আদালত থেকে যখন বন্দীদের গাড়িতে আমাকে তোলা হচ্ছিলো তখন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পরিচিত একটা হালকা স্পর্শে সচেতন হয়ে উঠলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন চলন্ত সেলে বসে থাকার সময় শহরের বৈশিষ্ট্যধারক শব্দ যা আমি ভালোবাসতাম এবং দিনের বিশেষ এক সময় যা আমি সবসময় পছন্দ করতাম তা আমার ক্লান্ত মগজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। নিস্তেজ বাতাসে বাচ্চা হকারদের চিৎকার, সরকারি বাগানে পাখীদের শেষ কাকলি, স্যান্ডউইচ বিক্রেতার চিৎকার, নতুন শহরের উন্নত অংশে ট্রামের শব্দ, বন্দরে যখন সন্ধ্যা আসন্ন তখন মাথার ওপরে মৃদু গুঞ্জন—সবকিছু আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো যে, সবকিছু মিলে জেলখানায় ফেরা আমার কাছে মনে হচ্ছিলো একজন অন্ধের এমন একটি রাস্তা দিয়ে পথ চলা, যার প্রতিটি ইঞ্চি তার মুখস্থ।

হ্যাঁ সন্ধ্যাবেলা—যেন কতদিন আগের কথা! জীবন সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। এরপর আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো সুন্দর রাত, স্বপ্নহীন ঘুম। এখন সেই একই সময়, কিন্তু একটু ভিন্ন। আমি ফিরে যাচ্ছি সেলে এবং সেখানে আমার জন্যে এমন এক রাত অপেক্ষা করছে, যা আগামী দিনের অমঙ্গল আশংকায় ভরপুর। এভাবেই আমি বুঝলাম যে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আবছায়াতে চলা পরিচিত পথগুলি জেলখানায় গিয়ে শেষ হতে পারে। যেমন শেষ হতে পারে নিরীহ ভাবনামুক্ত ঘুমে।

চার

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের সম্পর্কে কোন আলোচনা শোনা যে খুবই মজার তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমার উকিল ও সরকারি উকিল তাদের ভাষণে আমার অপরাধ থেকে আমার সম্পর্কেই বেশি বলেছেন।

অবশ্য দু'জনের ভাষণে খুব একটু তফাৎ ছিল না। আসামী পক্ষের উকিল স্বর্গের দিকে হাত তুলে দোষ স্বীকার করলেন কিন্তু সেই সঙ্গে অপরাধের লঘুত্ব প্রমাণ করার জন্যে যুক্তিও প্রদর্শন করলেন। সরকারি উকিলও একই ইঙ্গিত করলেন, তিনি স্বীকার করলেন যে আমি দোষী কিন্তু আমার অপরাধ যে লঘু সেটা অস্বীকার করলেন।

বিচারের এই পর্যায়টা ছিল খানিকটা বিরক্তিকর। প্রায়ই, তাদের তর্কাতর্কি শুনে আমার দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু আমার উকিল এ ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আমাকে আগেই বারণ করে দিয়েছিলেন। আমাকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'কথা বলে মামলার ক্ষতি করো না।' সত্যি বলতে কি আমার মনে হচ্ছিলো, সম্পূর্ণ বিচারক্রম থেকে আমাকে বাদ দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে; আমার নিজের বলার কিছু থাকবে না অথচ এদিকে আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো বলি, যদিও সে ইচ্ছে সংবরণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। 'শিকেয় তুলে রাখো সব, আমি জানতে চাচ্ছিলাম এখানে কার বিচার হচ্ছে? একজনকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা তার জন্যে খুবই মারাত্মক ব্যাপার। এবং তোমাদের বলার মতো সত্যিই আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে।'

অবশ্য, পরে মনে হলো, বলার মতো আমার কিছুই নেই। যা হোক, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে নিজের সম্বন্ধে কোন আলোচনা শোনার পর আর সে ব্যাপারে কোন আগ্রহ থাকে না। বিশেষ করে, সরকারি উকিলের বক্তৃতা অর্ধেক শেষ হবার আগেই আমি বিরক্তি বোধ করতাম। শুধু বক্তৃতার কিছু অংশ, তার ভাবভঙ্গী এবং প্রচুর নিন্দাবাদ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো—কিন্তু এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা।

আমি যা ধারণা করেছিলাম, তাহলো, তিনি দেখাতে চাচ্ছেন যে অপরাধটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত। মনে পড়ে একবার তিনি বলেছিলেন, 'জুরি মহোদয়গণ, আগাগোড়া আমি ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারি। প্রথমত, অপরাধ সম্পর্কে আপনারা সমস্ত প্রমাণাদি পেয়েছেন যা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এবং এরপর আপনারা মামলার যা আমার মতে অন্ধকার দিকটা অর্থাৎ অপরাধীর ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কেও জানতে পেরেছেন।'

মায়ের মৃত্যু থেকে তারপর যা ঘটেছে সবকিছুর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে তিনি শুরু করলেন। আমার হৃদয়হীনতা, মার বয়স বলতে না পারা, সুইমিং পুলে যাওয়া যেখানে মারির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, দুপুরে ফার্নান্ডেল অভিনীত ছবি দেখতে যাওয়া, সবশেষে মারিকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে আসা, সব কিছুর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করলেন। প্রথমে আমি তার কথা ধরতে পারিনি, কারণ তিনি বারবার 'বন্দীর রক্ষিতা' শব্দটি ব্যবহার করছিলেন অথচ সে ছিল আমার কাছে শুধু 'মারি।' এরপর তিনি এলেন রেমন্ডের ব্যাপারে। আমার মনে হলো, পুরো ব্যাপারটা তিনি এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যাতে তার ধূর্ততা প্রকাশ পাচ্ছিলো। তার সব কথাই মনে হচ্ছিলো বিশ্বাসযোগ্য। রেমন্ডের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমি তার রক্ষিতাকে চিঠি লিখেছিলাম যাতে সে রেমন্ডের ঘরে আসে এবং 'কুখ্যাত' একজন লোকদ্বারা নিপীড়িত হতে পারে। তারপর সৈকতে রেমন্ডের শত্রুদের সঙ্গে আমি ঝগড়া বাঁধিয়েছিলাম, যার পরিণামে রেমন্ড আহত হয়েছিল। আমি তার রিভলবার চেয়ে তা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আবার গিয়েছিলাম ফিরে। তারপর আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
লোকটিকে গুলি করেছি। প্রথমবার গুলি ছোঁড়ার পর আমি অপেক্ষা করেছি। তারপর কাজটা যাতে ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্যে ঠাণ্ডা মাথায়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামনাসামনি আরো চারটি গুলি ছুঁড়েছি।

'এই আমার বক্তব্য', বললেন তিনি, 'আমি আপনাদের কাছে সেই ঘটনাগুলিকে তুলে ধরলাম যা নিহত ব্যক্তিকে হত্যার জন্যে এই লোকটিকে প্ররোচিত করেছিল। এবং সে যা করতে যাচ্ছিলো তা সম্পর্কে ছিল সে সম্পূর্ণ সচেতন। এই ব্যাপারটিতে আমি গুরুত্ব আরোপ করছি। এই হত্যাকাণ্ড হঠাৎ করে সংঘটিত হয়নি যার জন্যে অপরাধের গুরুত্ব লঘু করা যেতে পারে। জুরি মহোদয়গণ, আমি আপনাদের মনে রাখতে বলবো যে, অপরাধী একজন শিক্ষিত লোক। তিনি যেভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তা আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন। তিনি খুবই বুদ্ধিমান তাই মেপে মেপে কথা বলেছেন। আমি আবার বলছি, এটা কোন রকমে মেনে নেয়া যায় না যে, যখন তিনি অপরাধ করেছিলেন তখন তার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না।'

লক্ষ্য করলাম তিনি আমার 'বুদ্ধিমত্তার' ওপর জোর দিলেন। এটা ভেবে অবাক হলাম, যে জিনিসটা একজন সাধারণ মানুষের গুণ বলে বিবেচিত হয় সেই একই জিনিস এখন একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে তার অপরাধের প্রমাণ হিসেবে। যখন এ ব্যাপারে ভাবছিলাম, তখন তিনি কি বললেন তা ধরতে পারলাম না। এরপর শুনলাম তিনি ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করে বলছেন 'তার সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধের জন্যে কি তাঁকে একবারও অনুতাপ করতে দেখা গেছে। একটি কথাও-না। বিচার চলাকালীন এই ভদ্রলোকটি একবারের জন্যেও অনুতপ্ত হননি।'

কাঠগড়ার দিকে ফিরে, আমার দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি একই উদ্যমে বলে যেতে লাগলেন। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কেন তিনি একই ব্যাপারে বারবার জোর দিচ্ছেন। অবশ্য স্বীকার করছি যে তিনি ঠিকই বলেছেন; যা করেছি তার জন্যে আমি খুব একটা অনুতপ্ত হইনি। তবুও মনে হচ্ছিলো তিনি ব্যাপারটিকে অতিরঞ্জিত করছেন। সুযোগ পেলে বন্ধুর মতো নরমভাবে তাকে বুঝিয়ে বলতাম যে, আমার পক্ষে সারাজীবনে কোনকিছুর জন্যে কখনও অনুতাপ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানকে নিয়ে সবসময় খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত থেকেছি বা নিকট ভবিষ্যতকে নিয়ে, তাই পিছনে তাকাবার সময় পাই নি। অবশ্য বাধ্য হয়ে যে অবস্থায় পড়তে হয়েছে তাতে করে এমনভাবে কারো কাছে কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ বা আমার কোন ভালো উদ্দেশ্য থাকার অধিকার নেই। এরপর কি বলা হবে তা শুনতে চেষ্টা করলাম কারণ সরকারি উকিল বিশ্লেষণ করছিলেন, যা তার ভাষায় আমার 'আত্মা'।

তিনি বললেন, খুব সতর্কতার সঙ্গে এটা তিনি পরীক্ষা করেছেন—এবং যা দেখেছেন তা সারশূন্য; 'বলতে গেলে কিছুই না, জুরি মহোদয়গণ।' সত্যিই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বললেন, আমার আত্মা নেই। মানবিকতা বলতে কোন পদার্থ আমার মধ্যে নেই। স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে যেসব সদ্‌গুণাবলী থাকে তার কোনটাই আমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'সন্দেহ নেই।' যোগ করলেন তিনি, 'এ ব্যাপারে আমি তার নিন্দা করবো না। একজনের পক্ষে যা অর্জন করা সম্ভব নয় তার সেই শক্তিহীনতার জন্যে নিন্দা করা উচিত নয়। ফৌজদারী আদালতে সহনশীলতার নিষ্ক্রিয় আদর্শকে জায়গা দিতেই হবে ন্যায়ের কঠোর উচ্চতর আদর্শের কাছে। বিশেষ করে এটা প্রযোজ্য, আপনাদের সামনে যে ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে আছে তার বেলায় যার নেই কোন সদ্‌গুণাবলী এবং যে সমাজের জন্যে হুমকীস্বরূপ।' এরপর তিনি মার প্রতি আমার ব্যবহারের কথা তুললেন এবং শুনানীর সময় যা বলেছিলেন তাই বারবার উল্লেখ করতে লাগলেন। কিন্তু আমার অপরাধ সম্পর্কে তিনি এতো বেশি বললেন যে আমি সব সূত্র হারিয়ে ফেললাম, তখন শুধুমাত্র আমি ক্রমাগত বেড়ে ওঠা তাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলাম।

একসময় সরকারি উকিল থামলেন এবং খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর, খুব নিচু কাঁপা গলায় বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এই একই আদালতে আগামীকাল আরেকটি ঘৃণ্য মামলা, পিতৃহত্যার বিচার করবে।' তার কাছে এমন অপরাধ অকল্পনীয়। তবে তিনি নিশ্চিত যে, ন্যায়বিচারে কোন সংশয় থাকবে না। তবুও তিনি সোজাসুজি বলতে পারেন, পিতৃহত্যা তার মনে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে আমার নির্দয়তা সেই আতংককে ম্লান করে দিয়েছে।

'যে তার পিতাকে হত্যা করেছে তার মতোই এই লোকটিও সমাজে উপযুক্ত নয় যে তার মার মৃত্যুর জন্যে নৈতিকভাবে দায়ী। এবং একটি অপরাধ সৃষ্টি করেছে আর একটি অপরাধের। আমাকে যদি বলতে বলা হয় তা'হলে বলবো দু'জন অপরাধীর প্রথম জন, যিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, একটি নজির স্থাপন করেছিলেন এবং দ্বিতীয় অপরাধটিকে অনুমোদন করেছেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত— এখানে তিনি গলা উঁচু করলেন— 'আমি যদি বলি আগামীকাল যে হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে তার জন্যেও এই লোক দোষী তা'হলে অতিরঞ্জন করা হবে না। আশা করি আপনারা সে অনুযায়ী রায় দেবেন।'

সরকারি উকিল মুখের ঘাম মুছবার জন্যে আবার থামলেন। তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। 'আমি আবার বলছি, এই লোকটির সেই সমাজে কোন স্থান নেই যে সমাজের মৌল নীতিগুলিকে সে অনুতাপহীনভাবে বিদ্রূপ করে। আর তিনি যে রকম হৃদয়হীন তাতে অনুকম্পা পাওয়ার কোন অধিকারও তার নেই। আমি তাকে আইনের চরম শাস্তি দেয়ার জন্যে অনুরোধ করছি; এবং এ অনুরোধ করছি একেবারে মন থেকে। আমার দীর্ঘদিনের কর্মজীবনে প্রায়ই আমাকে কর্তব্যের খাতিরে গুরুদণ্ড দেয়ার অনুরোধ করতে হয়েছে। কিন্তু এ মামলা ছাড়া আর কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
মামলার ব্যাপারেই আমি এমন দ্বিধাহীনভাবে অনুরোধ করিনি। আমি এই হত্যাকাণ্ডের রায় দাবী করছি, কিন্তু এর গুরুত্ব যেন খাটো না করা হয়, এবং এক্ষেত্রে আমি শুধু আমার বিবেকের নির্দেশ এবং পবিত্র কর্তব্যকেই অনুসরণ করছি না, অনুসরণ করছি আমার স্বাভাবিক এবং চরম ঘৃণাকে যা মানবিক অনুভূতির ক্ষুদ্রতম কণা বর্জিত এই অপরাধীকে দেখলেই আমি অনুভব করি।'

সরকারি উকিল বসে পড়লে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। ব্যক্তিগতভাবে, গরম এবং বিমূঢ় হয়ে যা শুনছিলাম তা আমাকে কাবু করে দিয়েছিলো। প্রধান বিচারক মৃদু কেশে, খুব নীচু স্বরে জানতে চাইলেন আমার কিছু বলার আছে কিনা। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং কথা বলার মতো অবস্থা ফিরে এলে, প্রথমে যে কথাটি মনে এলো তাই বলে ফেললাম, আরবদের হত্যা করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। উত্তরে তিনি বললেন, আদালত এই বক্তব্য বিবেচনা করে দেখবে। তবে, আমার উকিল আদালতে বক্তব্য পেশ করার আগে, আমি যদি হত্যার কারণগুলি বলি তা'হলে তিনি খুশী হবেন। তার স্বীকার করতে বাধা নেই যে এখন পর্যন্ত আমার পক্ষ সমর্থনের ভিত্তি তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারেননি।

ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইলাম যে, সূর্যের আলোর জন্যেই ঘটনাটা ঘটেছিলো। কিন্তু আমি খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিলাম যার জন্যে কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আর পরে বুঝলাম যে, সবকিছুই অর্থহীন শোনাবে এবং সত্যি বলতে কি দেখলাম সবাই মুখ টিপে হাসছে।

আমার উকিল কাঁধ ঝাঁকালেন। এরপর বক্তব্য পেশ করার জন্যে তার পালা এলো। কিন্তু তিনি সময়ের অপর্যাপ্ততার কথা তুলে আগামী দুপুর পর্যন্ত আদালত মুলতবী রাখার অনুরোধ জানালেন। বিচারকও রাজী হলেন।

পরদিন আমাকে যখন আবার আদালতে নিয়ে আসা হলো তখন তাপ কমাবার জন্যে বৈদ্যুতিক পাখাগুলি চলছিলো আর জুরীরাও তাদের জমকালো ছোট পাখাগুলো ধীরলয়ে দোলাচ্ছিলেন। আমার পক্ষ সমর্থন করে যে বক্তৃতা দেয়া হলো তা যেন আর ফুরাবে না। অবশ্য, একসময়ে কান খাড়া করলাম; যখন শুনলাম তিনি বলছেন, 'এটা সত্যি যে আমি একজন মানুষ খুন করেছি। তিনি একই উদ্যমে বলে চললেন। আমাকে বোঝাতে তিনি "আমি" বলছিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে এতো অদ্ভুত ঠেকলো যে, ডানদিকের পুলিশটির দিকে ঝুঁকে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে বললাম। সে আমাকে চুপ করতে বললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিসফিসিয়ে বললো, 'ওরা সবাই এরকম করে।' আমার মনে হলো এর পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছে তা হলো, আমার বদলে উকিলকে দাঁড় করিয়ে, আমাকে মামলা থেকে বাদ দেয়া। আমাকে একেবারে সবকিছু থেকে বাইরে রাখা। যাহোক এতে তেমন কিছু আসে যায় না; কারণ তখন নিজেকে মামলার একঘেঁয়ে এবং অন্যান্য সবকিছু থেকে দূরে মনে হচ্ছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
যা'হোক আমার উকিলকে এতোটা দুর্বল মনে হচ্ছিলো যে তা প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। তিনি খুব উত্তেজিতভাবে তাড়াহুড়ো করে প্রতিপক্ষের জবাব দিলেন এবং আমার 'আত্মা' সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। কিন্তু আমার মনে হলো সরকারি উকিল তার থেকে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। 'আমিও' বললেন তিনি, 'এই লোকটির আত্মা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছি, কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমার জ্ঞানী বন্ধু কিছু খুঁজে পাননি সেক্ষেত্রে আমি কিছু খুঁজে পেয়েছি। সত্যি বলতে কি আমি অপরাধীর মনটাকে খোলা বইয়ের মতো পড়েছি।' তিনি যা পড়েছেন তা হলো, আমি একজন চমৎকার যুবক, স্থিরবুদ্ধি ধর্মভীরু কর্মচারী, পরিচিত মহলে আমি ছিলাম জনপ্রিয়, যে কারো বিপদে সহানুভূতিশীল। তার মতে আমি দায়িত্ববান পুত্র এবং যতদিন পেরেছি মাকে দেখেছি। এবং বহুদিন উদ্বেগে কাটাবার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, মাকে আমি ঘরে যে আয়েশ দিতে পারবো না আশ্রমে গেলে তিনি তা পাবেন। 'ভদ্রমহোদয়গণ' যোগ করলেন তিনি, 'আমার জ্ঞানী বন্ধু এই আশ্রমের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। আশ্রমের উৎকর্ষতা প্রমাণের দরকার নেই। আমাদের মনে রাখলেই চলবে যে, এর উন্নতিকল্পে সরকারি একটি বিভাগ টাকা ঢালছেন।' লক্ষ্য করলাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কিছু বললেন না যা আমার কাছে মারাত্মক ত্রুটি বলে মনে হলো। কিন্তু সারাদিন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা আমার আত্মা নিয়ে এতো কচকচি করলেন যে আমার কাছে সব ফাঁকাফাঁকা ঠেকতে লাগলো। মনের মধ্যে সবকিছু ধূসর পাণ্ডুর হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

একটি ঘটনা শুধু ব্যতিক্রম; শেষের দিকে আমার উকিল যখন এলোমেলো কথা বলছিলেন তখন হঠাৎ রাস্তা থেকে একজন আইসক্রীম ওয়ালার টিনের শিঙ্গা শোনা গেল। কথার তরঙ্গ ভেদ করা মৃদু তীক্ষ্ণ এক শব্দ। তখনই একরাশ স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে তুললো—সেই সব দিন যা আর এখন আমার নয়, যা থেকে আমি স্বাভাবিক সাধারণ আনন্দ পেয়েছিলাম—গ্রীষ্মের সুগন্ধ, প্রিয় রাস্তাঘাট, বিকেলের আকাশ। মারির পোষাক এবং হাসি। এখানে যা ঘটছিলো তার নিরর্থকতা আমার টুঁটি চেপে ধরছিলো, ইচ্ছে করছিলো বমি করি; একটি ইচ্ছেই তখন ঘুরে ফিরে মনে এলো— সেলে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া... শুধু ঘুম।

অস্পষ্টভাবে শুনলাম, আমার উকিল শেষবারের মতো আবেদন করছেন। 'জুরি মহোদয়গণ, এক দুঃখজনক মুহূর্তে সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যা করেছে তার জন্যে নিশ্চয় আপনারা এই কর্মঠ, ভদ্র যুবকটিকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না? এ জন্যে আজীবন যে মনস্তাপ রয়ে যাবে তাই কি তার শাস্তির জন্যে যথেষ্ট নয়? আমি দৃঢ় চিত্তে আপনাদের সেই রায়ের জন্যে অপেক্ষা করবো যে রায় অপরাধের গুরুত্বকে লঘু করে দেখবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আদালতের কাজ শেষ হলো এবং আমার উকিল বসে পড়লেন। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। তার কিছু সহকর্মী কাছে এসে তার হাত মেলালেন। 'আবার তুমি একটা খেল দেখালে বটে।' একজনকে আমি বলতে শুনলাম। আরেকজন আইনজীবী আমাকে সাক্ষী মেনে বললেন, 'চমৎকার হয়েছে, তাই না?' কথাটা স্বীকার করলাম কিন্তু আন্তরিকভাবে নয়। ব্যাপারটা কি চমৎকার হয়েছে বা অন্যরকম হয়েছে তা বিচার করার মতো শক্তি আমার ছিল না।

এরি মধ্যে দিন ফুরিয়ে আসছিলো। গরমও কমতে লাগলো। রাস্তা থেকে যে শব্দ ভেসে আসছিলো তাতে বুঝলাম সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা নেমে আসছে। আমরা সবাই বসেছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম। অবশ্য যে জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তার জন্যে আমি ছাড়া কারো উদ্বিগ্ন হবার কথা নয়। আদালত কক্ষের চারদিকে তাকালাম। প্রথম দিনের মতোই সব ঠিকঠাক। ধূসর পোষাক পড়া সাংবাদিক এবং রোবট মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। তাতে মনে পড়লো শুনানী চলাকালীন মারির চোখে চোখ রাখতে আমি একবারও চেষ্টা করিনি। এ নয় যে আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম আসলে আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। এখন দেখলাম তাকে, সেলেস্তে এবং রেমন্ডের মাঝে বসে আছে। আমাকে দেখে সে একটু হাত নাড়লো, যেন বলতে চাইলো, 'যাক তাহলে! হাসছিলো সে কিন্তু আমি জানি বেশ উদ্বিগ্ন সে। কিন্তু আমার হৃদয় যেন পাথর হয়ে গেছে, তার হাসির জবাবটা পর্যন্ত আমি দিতে পারলাম না।

বিচারপতিরা তাদের আসনে ফিরে এলেন। একজন খুব তাড়াতাড়ি জুরিদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন পড়ে গেলেন। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন বুঝতে পারলাম, যেমন, শত্রুতাবশত হত্যা, প্ররোচনা... অপরাধের গুরুত্ব লঘু করা...। জুরিরা বাইরে চলে গেলেন এবং আমাকে সেই ঘরটায় নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আগেও আমি অপেক্ষা করেছি। আমার উকিল আমাকে দেখতে এলেন; যদিও খুব কথা বলছিলেন তবুও আগের থেকে বেশী দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা দেখালেন। আশ্বাস দিয়ে আমাকে বললেন, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং আমি হয়ত কয়েক বছরের বন্দী জীবন অথবা নির্বাসনের পর ছাড়া পেয়ে যাবো। জানতে চাইলাম, শাস্তি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা কি রকম। তিনি বললেন যে তার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি আইনের কোন প্রশ্ন তোলেন নি, কারণ এটা জুরিদের মন ঘুরিয়ে দিতে পারে। তা'ছাড়া টেকনিক্যাল ভিত্তি ছাড়া একটি দণ্ডাজ্ঞা বাতিল করা খুবই অসুবিধাজনক। আমি তার বক্তব্য বুঝতে পারলাম এবং মেনে নিলাম। এছাড়া মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার কোন পথ নেই। 'যা হোক', উকিল বললেন, 'তুমি পুনর্বিচারের জন্যে সাধারণভাবে আবেদন করতে পারো। কিন্তু আমার মনে হয় জুরিদের রায় সন্তোষজনক হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, বলতে গেলে প্রায় পৌনে একঘণ্টা। তারপর ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমার উকিল আমাকে ছেড়ে যাবার আগে বললেন, 'জুরিদের মুখপাত্র উত্তর পড়ে শোনাবেন। তারপর রায় শোনার জন্যে তোমাকে ডাকা হবে।'

শব্দ করে কয়েকটি দরজা বন্ধ করা হলো। সিঁড়িতে শুনলাম দ্রুত পায়ের শব্দ কিন্তু তা দূরে না কাছে বুঝতে পারলাম না। তারপর আদালত কক্ষে মৃদু একটি গলার আওয়াজ শুনলাম।

আবার ঘণ্টা বেজে উঠলে আমি কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম, আদালতের নীরবতা আমাকে ঘিরে ধরলো এবং এই নীরবতার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগলো যখন দেখলাম এই প্রথমবারের মতো তরুণ সাংবাদিকটি আমার থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। মারির দিকে আমি তাকালাম না। অবশ্য তাকাবার সময়ও ছিল না, কারণ এরি মধ্যে প্রধান বিচারপতি তার রায় পড়া শুরু করলেন; বললেন তিনি 'ফরাসী জনগণের নামে' কোন এক প্রকাশ্য জায়গায় আমার শিরোচ্ছেদ করা হবে।

সে সময় আমার মনে হলো দর্শকদের চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারছি; তা হলো প্রায় এক সম্মানজনক সহানুভূতি। এমনকি পুলিশটিও খুব আস্তে আমায় স্পর্শ করলো। উকিল ভদ্রলোক আমার কব্জিতে হাত রাখলেন। চিন্তা করা তখন আমি একদম ছেড়ে দিয়েছি। শুনলাম, বিচারপতি জিজ্ঞেস করছেন আমার আরো কিছু বলার আছে কিনা। কয়েক মুহূর্ত চিন্তার পর বললাম, 'না।' এরপর পুলিশ দু'জন আমাকে বাইরে নিয়ে এলো।

পাঁচ

এইমাত্র তৃতীয়বারের মতো আমি জেলখানার পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলাম। তাঁকে বলার মতো আমার কিছুই নেই, কথা বলার ইচ্ছেই আমার নেই—আর তা'ছাড়া কয়েকদিন পর তো তার সঙ্গে আরো ঘন ঘন দেখা হবে। মনে আমার একটিই চিন্তা, ভবিতব্য এড়াবার কোন একটি ফাঁক খুঁজে বের করা। আমাকে অন্য একটি সেলে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ওখানে শুয়ে আকাশ দেখা ছাড়া দেখার মতো আর কিছুই নেই। দিন রাতের দিকে এগোয় আর আমার পুরো সময়টা আকাশের রং বদলানো দেখে কাটে। মাথার নীচে হাত রেখে তাকিয়ে থাকি আর অপেক্ষা করি।

কৌশল আবিষ্কারের চিন্তা মন অধিকার করে রাখে; সবসময় ভাবি, শেষ মুহূর্তে ন্যায় বিচারের নিষ্ঠুর যন্ত্র থেকে কেউ পালাতে পেরেছে কিনা বা শিরোচ্ছেদের পূর্ব মুহূর্তে অব্যাহতি পেয়েছে কিনা। বারবার নিজেকে দোষ দেই, কেন কখনও প্রকাশ্য প্রাণদণ্ডের দিকে নজর দেই নি। এসব ব্যাপারে আগ্রহ থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
উচিত। কখন যে কার কি প্রয়োজন হয় তা কেউ বলতে পারে না। অন্যান্য অনেকের মতো আমিও কাগজে শিরোচ্ছেদের বিবরণ পড়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় কোন টেকনিক্যাল বই আছে; শুধুমাত্র আমিই সেসবের দিকে কখনও আগ্রহ দেখাইনি। এই সব বইয়ে নিশ্চয় পালিয়ে যাওয়ার গল্প পেতাম। নিশ্চয় এর যে কোন গল্পে দেখতাম চাকা যে কোন ভাবে হোক থেমে গেছে; একবার, মাত্র একবার নিশ্চয় যে কোন গল্পে দেখতাম ঘটনা প্রবাহের মাঝে এড়িয়ে যাবার একটি পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। শুধু একবার! একটি মাত্র উদাহরণই আমাকে সন্তুষ্ট করতো। বাকীটা নিজের কল্পনা দিয়ে ভরে নিতাম। পত্রিকাগুলো প্রায় একটি ব্যাপারে কচকচি করে, তা'হলো—'সমাজের নিকট ঋণ' যে ঋণ, তাদের মতে, অপরাধীদের পূরণ করতে হবে। এ ধরনের কথা কল্পনাকে উজ্জীবিত করে না। না, যে চিন্তাটা মনে তোলপাড় করছিলো, তা'হলো এক আঘাতে তাদের রক্ত-পিপাসু যজ্ঞ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া; মুক্তির জন্যে পাগলের মতো পলায়ন যা জুয়ারীর শেষ তাসের মতো আমাকে একবার এক মুহূর্তের জন্যে হলেও সেই সুযোগ করে দেবে, কিন্তু 'সেই সুযোগ' শেষ হতো রাস্তার একপাশে ভূতলশায়ী হয়ে অথবা পিঠে গুলি খেয়ে। কিন্তু এসব পরিণামের কথা ভেবেও এই চিন্তা ছিল বিলাসিতা; কারণ আমি ইঁদুর ধরা কলে আটকা পড়ে গেছি।

চেষ্টা করেও আমি এই নির্দয় নিশ্চয়তাকে মন থেকে তাড়াতে পারলাম না। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, যার ওপর ভিত্তি করে রায় দেয়া হয়েছে এবং রায় দেয়ার ঠিক পরপরই যে সব ঘটনা প্রবাহের শুরু তার মধ্যে পার্থক্য আছে। রায় দেয়ার কথা ছিল পাঁচটায়, তার বদলে রায় ঘোষণা করা হলো আটটায়, তার মানে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হওয়া ছিল সম্ভব, এবং এই রায় দিয়েছেন তারা যারা নিজেদের স্বরূপও বদলাতে পারেন এবং শুধু তাই না নিজেদের জাহির করেছেন 'ফরাসী জনগণের' হয়ে—চীনা বা জার্মানরা কি দোষ করলো?— এ সমস্ত কিছু আদালতের রায়কে প্রভাবান্বিত করেছে, তার গাম্ভীর্য নষ্ট করেছে। তবুও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, যে মুহূর্তে রায় ঘোষণা করা হলো সে মুহূর্ত থেকে এর ফলাফল এতো অনিবার্য, এতো ব্যস্ত হয়ে উঠলো যে, উদাহরণস্বরূপ বলতে হয়, যে দেয়ালের পাশে শুয়ে আছি সে দেয়াল যেন আমায় পিষে মাড়ছে।

যখন এসব ভাবছি তখন বাবার সম্পর্কে মার বলা একটি গল্প মনে পড়লো। বাবাকে আমি কখনও দেখিনি। মা আমাকে তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন আমি শুধুমাত্র তাই জানতাম। এর মধ্যে একটি গল্প হলো, তিনি একবার এক খুনীর প্রাণদণ্ড দেখতে গিয়েছিলেন। অবশ্য এটা চিন্তা করলেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু ঘটনাটি তিনি পুরোপুরি দেখেছিলেন এবং বাড়ীতে ফিরে এসে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় বাবার ঐ আচরণ আমার কাছে ন্যাক্কারজনক মনে হয়েছিলো। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা ছিল খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
স্বাভাবিক। তখন বুঝতে পারিনি প্রাণদণ্ডের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই; একদিক থেকে দেখতে গেলে সত্যিকারভাবে একমাত্র এটাই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। ঠিক করলাম, যদি কারাগার থেকে মুক্তি পাই তা'হলে আমি প্রত্যেকটি প্রাণদণ্ড দেখতে যাবো। এমনই বোকা ছিলাম আমি যে এই কথা আমি কখনও ভাবিনি। এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করলাম, আমি মুক্ত, দু'সারি পুলিশের পিছে দাঁড়িয়ে আছি, একেবারে ঠিক জায়গায়—নিজেকে একজন দর্শক হিসেবে চিন্তা করলাম যে শুধু প্রাণদণ্ড দেখতে এসেছে এবং যে বাসায় ফিরে বমি করবে—এ চিন্তা আমার মনে এক অদ্ভুত বন্য উল্লাসে ভরে তুললো। এ ধরনের চিন্তা করা বোকামী হয়েছিলো; কারণ একটু পরেই যেন ঠাণ্ডায় শরীর শিউরে উঠলো, ভালোভাবে নিজেকে কম্বলে জড়িয়ে নিলাম; কিন্তু দাঁতে ঠকঠক করা কিছুতেই থামানো গেল না।

তবুও, এটা মানতে হবে যে, একজনের পক্ষে সবসময় ঠিকভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। আরেকটি হাস্যকর ভাবনা ছিল আমার নতুন আইন তৈরী করে শাস্তির বিধান বদলে দেয়া। আমার মতে, আসলে যা প্রয়োজন তা'হল অপরাধীকে একটা সুযোগ দেয়া; সে যতো সামান্যই হোক না কেন; ধরা যাক হাজারে একটি। এমন ওষুধ বা কয়েকটি ওষুধের সম্মিলনে একটি ওষুধ দরকার যা খেয়ে রোগী (তাকে আমি 'রোগী' হিসেবে ধরেছি) এক হাজারে নশো নব্বই বার মরবে। তাকে জানতে হবে যে, এটার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। অনেক চিন্তা করে ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে গিলোটিনের একমাত্র দোষ হলো, অপরাধী এতে কোন সুযোগই পায় না, একেবারেই না। সত্যি বলতে কি অপরিবর্তনীয়ভাবে রোগীর মৃত্যুর আদেশ দেয়া হয়। এটা আগে থেকে একটা স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত। যদি কখনও হঠাৎ করে ছুরি কাজ না করে তা হলে তারা আবার সব কিছু শুরু করে। আমার মতে এটাই হলো ত্রুটি; এবং এই প্রেক্ষিতে আমার চিন্তা একেবারে ঠিক। আবার অন্যদিকে স্বীকার করে নিলাম, এটা সিস্টেমের দক্ষতাও প্রমাণ করে। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এ রকম : দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটি মানসিকভাবে সহযোগিতা করার জন্যে তৈরী থাকে এবং তারই স্বার্থ চিন্তা করে সবকিছু নিখুঁতভাবে হওয়া উচিত।

আরেকটি জিনিস প্রমাণিত হলো যে, এতোদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমার ধারণা ছিল ভুল। কয়েকটি কারণে আমার ধারণা জন্মেছিলো, গিলোটিনে শিরোচ্ছেদের আগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। খুব সম্ভবত ১৭৮৯ এর বিপ্লব সম্পর্কে স্কুলে যা পড়েছিলাম বা ছবি দেখে মনে হয়েছিলো, তার ওপর ভিত্তি করেই এ ধারণা গড়ে উঠেছিলো। একদিন সকালে, একটি ছবির কথা মনে হলো যা পত্রিকাগুলো ছাপিয়েছিলো এক কুখ্যাত অপরাধীর প্রাণদণ্ডের সময়। আসলে যন্ত্রটি থাকে মাটিতে এবং এটা তেমন চেয়ে থাকার মতো নয়। আর আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে এটা অনেক বেশী অপ্রশস্ত। ভেবে অবাক লাগলো ছবিটির কথা এতোদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আমার মনে হয়নি। সে সময় আমাকে যা মুগ্ধ করেছিলো তা'হলো গিলোটিনের ছিমছাম ভাব; বাইরের চকচকে ভাব এবং ফিনিসিং দেখে গবেষণাগারের যন্ত্রের মতো মনে হয়। যে যা জানে না তা সম্পর্কে তার অতিরঞ্জিত ধারণা থাকে। এখন আমার মনে হলো গিলোটিনে শিরোচ্ছেদ অত্যন্ত সোজা; মানুষটির মুখোমুখি থাকে যন্ত্রটি এবং সে যখন তার দিকে হেঁটে যায় তখন মনে হয় সে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। অবশ্য একদিক থেকে এটাও হতাশাব্যঞ্জক। বলতে গেলে, পৃথিবীকে নীচে রেখে ফাঁসির মঞ্চে উঠে যাওয়া একটা অন্য ধরনের ব্যাপার। কিন্তু এখানে, যন্ত্রটিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখছে; তারা তোমাকে হত্যা করছে অপদস্থ করার মনোভাব নিয়ে, দক্ষতার সঙ্গে।

আরো দুটি জিনিস নিয়ে আমি সবসময় ভাবছিলাম; ভোরবেলা এবং আমার আপীল। যা হোক এসব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলার জন্যে সবসময় চেষ্টা করতাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতাম এবং তা দেখতে নিজেকে বাধ্য করতাম। আলো যখন সবুজাভ হয়ে উঠতো তখন বুঝতে পারতাম রাত ঘনিয়ে আসছে। চিন্তাস্রোতকে আরেক দিকে ঘোরাবার জন্যে হৃদয়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করতাম। আমি কোনদিন ভাবিনি এই মৃদু স্পন্দন, যা এতোদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে আছে তা থেমে যাবে। কল্পনাপ্রবণতা কখনই আমার প্রধান যুক্তি ছিল না। তবুও সেই মুহূর্তটিকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করতাম যে মুহূর্ত থেকে হৃদয়ের স্পন্দন আর শোনা যাবে না। কিন্তু পারলাম না। ঘুরেফিরে সেই ভোরবেলা আর আপীলের কথাই মনে হতে লাগলো। বুঝে নিলাম স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাধারাকে ভুলে থাকার জন্যে অন্য চিন্তার আশ্রয় নেয়া বোকামী।

প্রতিদিন ভোরে তারা একজনকে নিতে আসতো; আমি শুধু এটুকুই জানতাম। সুতরাং আমার প্রত্যেকটি রাতই সেই একটি ভোরের অপেক্ষায় কাটতো। আমাকে অবাক করে দেয়া হবে, এটা আমার কখনোই পছন্দ নয়। যা ঘটবে তার জন্যে আমি প্রস্তুত থাকতে চাই। সুতরাং দিনের বেলায় ঘুমোবার অভ্যাস করে নিয়ে সারারাত জেগে অপেক্ষা করতাম, ওপরের অন্ধকার গম্বুজের মাথায় ভোরের প্রথম আলো দেখার জন্যে। রাতের সবচেয়ে বাজে সময় ছিল তখন যখন তারা আসতো; দুপুর রাতের পর আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম, কিছু শোনার চেষ্টা করতাম। এর আগে কখনও আমার শ্রবণ শক্তি এতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি, এখন সামান্য একটু শব্দ হলেই টের পেতাম। তবুও বলবো, একদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। কারণ ঐ সময় কখনও পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসেনি। মা বলতেন, শত দুঃখের সময়ও একটুখানি আশার আলো থাকে। এবং প্রত্যেকদিন সকালে যখন আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, আলোর বন্যায় আমার সেল ভরে যেতো, তখন আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতাম। যখন আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম তখন আমার হৃদকম্প উপস্থিত হতো। একটুখানি মৃদু শব্দও আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
দরজার কাছে নিয়ে যেতো এবং রুক্ষ ঠাণ্ডা কাঠের গায়ে একাগ্রভাবে কান চেপে ধরতাম, ক্লান্ত কুকুরের দ্রুত এবং কর্কশ নিশ্বাসের শব্দের মতো নিজের নিশ্বাসের শব্দ কানে বাজতো। কিন্তু একসময় তা'ও শেষ হতো; হৃদকম্প থেমে যেত এবং আমি জানতাম আরো চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে আমি বেঁচে গেলাম।

তারপর সারাটা দিন পরে থাকতো আপীলের চিন্তা করার জন্যে। হতাশ যাতে না হতে হয় সে জন্যে ফলাফল থেকে শুরু করে সবকিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ভাবতাম। শুরু করতাম খারাপ দিক ভেবে; যে আমার আপীল বাতিল হয়ে গেছে। তার মানে আমাকে অবশ্যই মরতে হবে। স্বভাবতই অন্যদের থেকে আগে। 'কিন্তু', নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতাম, 'এটা তো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে জীবনে বেঁচে থেকে লাভ নেই।' বিস্তৃতভাবে চিন্তা করে দেখলাম, ত্রিশ বছর বেঁচে থাকা বা তিন কুড়ি বছরের মধ্যে মরে যাওয়ার মধ্যে খুব বেশী একটা পার্থক্য নেই— কারণ, দু'ক্ষেত্রেই অন্যান্য মানুষ-মানুষীরা বেঁচে থাকবে, পৃথিবী আগের মতো চলবে। সুতরাং আমি এখন মারা যাই বা চল্লিশ বছর পর মারা যাই, একবার না একবার আমাকে অবশ্যই এই মৃত্যু ব্যাপারটার মুখোমুখি হতে হবে। তবুও এ ধরনের চিন্তায় যে ধরনের সান্ত্বনা পাওয়া দরকার সে রকম সান্ত্বনা পেতাম না; আরো কতগুলি বছর হাতে থাকতে পারতো এ চিন্তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে ভেসে উঠতো। তবুও এভাবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করতাম যে, যদি আমার দিন ফুরিয়ে যেতো মৃত্যু এসে দাঁড়াতো দরজায় তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হতো। যখন কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন মৃত্যুর সঠিক ধরন প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে—সেজন্য ওর কাছে পৌঁছানোর বিতর্কের তন্তুজাল হারিয়ে ফেলা কঠিন নয় —আপীল যে প্রত্যাখ্যাত হবে তার জন্যে আমার তৈরী থাকা উচিত।

এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রে বলতে গেলে, আমার অধিকার ছিল আরেকটি বিকল্প বিবেচনা করা : যে আমার আপীল সফল হয়েছে। তারপরের সমস্যা ছিল, এ জন্যে সমস্ত শরীরে যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, যে আনন্দ চোখের জলের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাকে শান্ত করা। অবশ্য নিজেকে শান্ত করার দায়িত্বটা নিজেরই; আর এই সম্ভাবনা চিন্তা করার সময়ও প্রথমটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ভেবে রাখতাম। যখন দ্বিতীয়টি জিতে যেতো তখন ঘণ্টা খানেক অন্তত মনটা শান্ত থাকতো এবং তাও কম কিছু নয়।

এ সময় আমি আরেকবার পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলাম। শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম আকাশে একটা সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়ছে, তার মানে গ্রীষ্মের বিকেল শেষ হয়ে এলো প্রায়। এ মুহূর্তে আমার আপীলকে আমি হারিয়ে দিয়েছি, অনুভব করলাম রক্ত চলাচল পর্যন্ত মৃদু হয়ে গেছে। না, আমি পাদ্রীকে দেখতে চাইনি....তারপর আমি এমন কিছু করলাম যা বহুদিন করি নি অর্থাৎ মারির কথা ভাবতে লাগলাম। অনেকদিন সে আমায় কিছু লেখেনি; মনে হলো, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
একটি লোকের রক্ষিতা হয়ে থাকা তার কাছে ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে। বা হয়ত তার অসুখ করেছে বা মরে গেছে। এ ধরনের যে কিছু ঘটতে পারে তা তো অস্বীকার করা যায় না। আমি কিভাবে জানবো, যখন আমাদের দুটো শরীর ছাড়া যা এখন পৃথক, আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, এমন কিছু নেই যা দিয়ে পরস্পরকে মনে করবো? ধরা যাক তার মৃত্যু হয়েছে, তা হলে তার স্মৃতির কোন দাম নেই; মৃত একটি মেয়ে সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকবে না। এটা আমার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হলো; যেমন মনে হলো আমি মরে গেলে সবাই আমার কথা ভুলে যাবে। অবশ্য এটাও বলতে পারি না যে জিনিসটা মেনে নেয়া কঠিন; সত্যি এমন কোন জিনিস নেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যা মেনে না নেয়।

যখন চিন্তাটা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে তখন পাদ্রী না বলে ঢুকলেন। তাকে দেখে চমকে না ওঠে পারলাম না। তিনি যেভাবে তাড়াতাড়ি আমাকে ব্যস্ত হতে মানা করলেন তাতে বোঝা গেল আমার চমকে ওঠা তার চোখ এড়ায়নি। তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম এ সময় তাঁর আসার কথা নয়; এবং এলেও চরম মুহূর্তের আগে আসেন। বললেন তিনি, এটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার; এর সঙ্গে আমার আপীলের কোন সম্পর্ক নেই এবং যা তিনি কিছুই জানেন না। তারপর তিনি আমার বিছানায় বসলেন এবং আমাকে তার পাশে বসতে বললেন। আমি বসলাম না— এজন্যে নয় যে আমি তাকে অপছন্দ করছিলাম। বরং তাকে বেশ শান্তশিষ্ট এবং অমায়িক বলে মনে হলো।

প্রথমে কিছুক্ষণ হাত দুটো হাঁটুর ওপরে রেখে সেদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন। হাত দুটো শীর্ণ, শিরবহুল, যা আমাকে দুটো ছোট্ট চঞ্চল জন্তুর কথা মনে করিয়ে দিলো। তিনি এতোক্ষণ ধরে একইভাবে বসে রইলেন যে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে তিনি এখানে আছেন।

হঠাৎ মাথা ঝাকিয়ে তিনি আমার চোখে চোখ রাখলেন।

'কেন,—' বললেন তিনি, 'আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিতে দাও নি?'

বললাম, ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না।

'এ বিষয়ে কি তুমি একেবারে নিশ্চিত?'

বললাম, এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আমি দেখি না; আর আমার মতে, আমি বিশ্বাস করি বা না করি তাতেও তার তেমন কিছু আসে যায় না।

তিনি অতঃপর দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত দুটো সমান করে জানুর ওপর রাখলেন। যেন আমাকে কিছু বলছেন না এমনভাবে তিনি বললেন, তিনি দেখেছেন, অনেকে অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত, কিন্তু আসলে তা নয়। আমি নিশ্চুপ রইলে তিনি আবার আমার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
'তুমি কি আমার সঙ্গে একমত নও?'

বললাম, এ রকম হতে পারে। কিন্তু যদিও আমি জানি না কিসে কিসে আমার আগ্রহ তবুও কি কি আমাকে আগ্রহান্বিত করে না তা জোর গলায় বলতে পারি। এবং তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

ভঙ্গীবদল না করে আনমনা তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি দেখেই কি একথা বলছি। বললাম, হতাশ আমি হই নি, তবে ভয় পেয়েছি—তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'তা'হলে', বললেন তিনি দৃঢ়ভাবে, 'ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। যতোজনকে আমি তোমার জায়গায় দেখেছি, বিপদের সময় তারা সবাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছে।'

অত্যন্ত স্বাভাবিক, বললাম আমি, তাদের ইচ্ছে হলে তাদের ঐ রকম করার অধিকার আছে বৈকি। আমার বেলায়, আমাকে সাহায্য করা হোক তা আমি চাই না। আর তা'ছাড়া যে বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই সে বিষয়ে সময় খরচ করার মতো সময়ও আমার নেই।

ক্রুদ্ধভাবে হাত নাড়লেন তিনি; বসে পোষাক ঠিক করলেন। তারপর আমাকে 'আমার বন্ধু' বলে সম্বোধন করে আবার কথা শুরু করলেন। বললেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছি বলে তিনি আমার সঙ্গে ঐভাবে কথা বলছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের ওপর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঝুলছে।

এখানে আমি বাধা দিলাম; বললাম, ব্যাপারটা এক নয় এবং এটা কোন সান্ত্বনার কথাও নয়।

মাথা নাড়লেন তিনি, 'হতে পারে, এখন না হোক একদিন না একদিন তোমার মৃত্যু হবে। এবং ঠিক তখনও একই প্রশ্ন উঠবে। তখন তুমি কিভাবে সে ভয়ানক শেষ সময়ের মুখোমুখি হবে?'

বললাম, এখন যে ভাবে মুখোমুখি হয়েছি তখনও ঠিক একইভাবে মুখোমুখি হবো।

এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাকালেন সোজাসুজি আমার চোখের দিকে। এটা যে এক ধরনের চালাকি তা আমি জানি। মাঝে মাঝে আনন্দ পাবার জন্যে ইমানুয়েল এবং সেলেস্তের ওপর এ ধরনের চালাকি করতাম এবং দশবারের মধ্যে ন'বারই তারা অস্বস্তিকরভাবে চোখ সরিয়ে নিতো। দেখলাম পাদ্রী মশায় এই খেলায় দড় কারণ তার চোখের পাতা একবারও কাঁপলো না। এবং যখন তিনি কথা বললেন তখনও দেখি তাঁর গলার স্বর শান্ত 'তোমার কি কোন আশা নেই? তুমি কি মনে করো যখন তুমি মৃত্যুবরণ করো তখন তুমি ঠিকঠিকই মৃত্যুবরণ করো এবং আর কিছুই থাকে না?' বললাম, 'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
চোখ নামিয়ে তিনি আবার বসে পড়লেন। বললেন, আমার জন্যে সত্যিই তিনি দুঃখিত। আমি যে ধরনের চিন্তা করছি সে ধরনের চিন্তা মানুষের জীবনকে অসুখী করে তুলতে বাধ্য।

পাদ্রী আমায় বিরক্ত করে তুলছিলেন। আর আমি ঠিক সেই স্কাইলাইটের নীচে বসে, দেয়ালে কাঁধ রেখে, অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম। যদিও তিনি কি বলছিলেন তাতে কান দিচ্ছিলাম না। তবুও মনে হলো তিনি আবার আমায় প্রশ্ন করছেন। তারপর তার গলার স্বর আরো জরুরী, তপ্ত হয়ে উঠলো, বুঝলাম সত্যিই তিনি দুঃখবোধ করছেন। তখন আমি তাঁর দিকে আরো মনোযোগ দিলাম।

তিনি বললেন, তিনি নিশ্চিত যে, আমার আপীল সফল হবে। কিন্তু আমার ওপর অপরাধের বোঝা চেপে আছে যা থেকে অবশ্যই আমাকে মুক্তি পেতে হবে। তাঁর মতে মানুষের বিচার মূল্যহীন শুধু ঈশ্বরের বিচারে যায় আসে। বললাম, পূর্বোক্তটি আমায় অভিযুক্ত করেছে। হ্যাঁ, একমত হলেন তিনি, কিন্তু তা আমাকে আমার পাপ থেকে মুক্তি দেয় নি। বললাম, কোন রকম পাপ সম্পর্কে আমি সচেতন নই; যা জানি তা'হলো ফৌজদারী অপরাধের জন্যে আমি অভিযুক্ত। এবং আমি সেই অপরাধের দাম দিচ্ছি এবং কারো অধিকার নেই আমার থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা।

ঠিক তখনই তিনি আবার দাঁড়ালেন, এবং দেখলাম, তিনি যদি এই ছোট্ট সেলে ঘোরাফেরা করতে চান, তবে তাঁকে শুধু বসতে হবে আর উঠতে হবে। মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। এক পা এগিয়ে এলেন তিনি, যেন কাছে আসতে ভয় পাচ্ছেন। তারপর শিকের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।

'বাবা, তুমি ভুল করছো,' গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার কাছে অনেক দাবী আছে। এবং হয়ত তা তোমার কাছে চাওয়া হবে।'

'মানে?'

'তোমাকে হয়ত দেখতে বলা হবে....'

'কি দেখতে?'

আস্তে আস্তে তিনি আমার সেলের চারদিকে তাকালেন, এবং যখন কথা বললেন তখন তাঁর দুঃখিত স্বর শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

'আমি ভালো করে জানি, পাথুরে এই দেয়ালগুলি মানুষের দুঃখে আবৃত হয়ে আছে। অবিচল থেকে কখনও আমি এ দিকে তাকাতে পারি নি। এবং তবুও— বিশ্বাস করো, আমি একেবারে মনের ভিতর থেকে বলছি— তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধম সেই মাঝে মাঝে দেখেছে এই ধূসর দেয়ালের মাঝে এক দিব্যজ্যোতি মুখ ফুটে উঠছে। এই মুখটি দেখতেই তোমাকে বলা হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
এবার একটু কৌতূহলী হলাম। বললাম, এই দেয়ালগুলির দিকে কয়েকমাস ধরে তাকিয়ে আছি; এবং আমি এদের যেভাবে চিনি, বোধ হয়, আমি এখানে একটি মুখের সন্ধান করি। সেটি হলো সূর্যের মতো সোনালী, কামনায় ভরা একটি মুখ—মারির মুখ। আমার কপাল খারাপ; আমি কখনও তা দেখিনি। এবং তাই সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। এ ছাড়া তিনি যে 'ফুটে ওঠার' কথা বলছেন ঐ ধরনের কিছু এই ধূসর দেয়াল ফুটে উঠতে আমি দেখিনি।

করুণভাবে তাকালেন তিনি আমার দিকে। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম আর কপালে এসে আলো আছড়ে পড়ছিলো। বিড়বিড় করে তিনি কি বললেন, বুঝতে পারলাম না; তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে তিনি চুম্বন করতে পারেন কিনা। বললাম, 'না', তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, দেয়ালের কাছে এলেন এবং আস্তে আস্তে সেখানে হাত বোলালেন। 'পার্থিব এইসব জিনিস কি তুমি এতোই ভালোবাস?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কোন উত্তর দিলাম না।

কিছুক্ষণ তিনি চোখ ফিরিয়ে রাখলেন। তাঁর উপস্থিতি ক্রমেই বিরক্তিকর হয়ে উঠছিলো। এবং তাকে প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম চলে যেতে, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিতে, কিন্তু হঠাৎ তিনি আমার দিকে ফিরে আবেগভরে বলতে লাগলেন : 'না না আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিশ্চিত যে তুমি প্রায়ই ভেবে থাকো পরকাল বলে কিছু থাকুক।'

নিশ্চয়, বললাম আমি। মাঝে মাঝে সবারই ঐ ধরনের ইচ্ছে জাগে। কিন্তু ধনী হতে চাওয়া বা দ্রুত সাঁতার কাটতে চাওয়া, বা মুখের গড়ন ভালো হওয়া—এ ধরনের ইচ্ছে থেকে এর বেশি গুরুত্ব নেই। এটা এগুলিরই সমগোত্র। আমি এ সূত্র ধরেই বলে যাচ্ছিলাম কিন্তু প্রশ্ন করে তিনি বাধা দিলেন। কবর দেয়ার পর আমার অবস্থা সম্পর্কে আমি কি ভেবেছি?

ধমকের সুরে বললাম, 'যা জানি তা পার্থিব জীবন সম্পর্কেই জানি। এবং এতেই আমি সন্তুষ্ট।' একটু থেমে বললাম, 'যথেষ্ট হয়েছে।'

কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তাঁর আরো কিছু বলার ছিল। তাঁর কাছে গিয়ে আমি শেষবারের মতো বোঝাতে চাইলাম, আমার সময় বেশি নেই এবং যেটুকু আছে সেটুকু আমি ঈশ্বরের পেছনে নষ্ট করতে রাজী নই।

তারপর তিনি প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললেন, পাদ্রী জেনেও আমি কেন তাঁকে 'ফাদার' বলে সম্বোধন করিনি। এ কথা আমাকে আরো বিরক্ত করে তুললো এবং বললাম, তিনি আমার পিতা তো ননই বরং বলতে গেলে তিনি আমার বিপক্ষের লোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
'না, না, বাবা', বললেন তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে, 'আমি তোমার দিকে, যদিও তুমি তা বুঝছো না—কারণ হৃদয় তোমার কঠিন হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও আমি তোমার জন্যে প্রার্থনা করবো।'

তারপর কি হলো বুঝতে পারলাম না। ভিতরে ভিতরে বোধহয় ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে গিয়েছিলো, তাই চিৎকার করে কথা বলতে লাগলাম। তাঁকে অপমান করতে শুরু করলাম; বললাম, তাঁর ঐ বাজে প্রার্থনা আমার জন্যে না করলেও চলবে, একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবার চাইতে যন্ত্রণা ভালো। তাঁর ক্যাসোকের গলাটা ধরে এক ধরনের ক্রোধ এবং আনন্দের সঙ্গে যা মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিলো তাই বলতে লাগলাম। দেখুন না, তিনি কি নিশ্চিত। অথচ তার একটি ধারণার দামও কোন রমণীর একটি চুলের থেকে বেশি নয়। চিরদিন যেভাবে জীবনযাপন করেছেন তা মৃতের মতো এবং তিনি যে বেঁচে আছেন সে সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত না। মনে হতে পারে আমার অঞ্জলি শূন্য। কিন্তু আসলে নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, সব কিছু সম্পর্কে ধারণা আছে, তাঁর থেকে নিশ্চিত আমি বর্তমান জীবন এবং এগিয়ে আসা মৃত্যু সম্পর্কে। আমি ঠিক বলেছিলাম, এখন ঠিক বলছি এবং সব সময়ে ঠিক বলে এসেছি। আমি একভাবে জীবন যাপন করে এসেছি, ইচ্ছে করলে অন্যভাবে জীবন যাপন করতে পারতাম। আমি ঐভাবে এ কাজ করেছিলাম অন্যভাবে করিনি, আমি এমন করিনি বরং অমন করেছি। আর তার মানে কি? সবসময় আমি এই সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছি, আগামীকাল বা অন্য কোনদিনের ঐ সকালের জন্যে, যা আমার যৌক্তিকতা প্রমাণ করবে। কিছুরই, কোনকিছুরই, তেমন গুরুত্ব নেই, এবং আমি ভালো করে জানি কেন। তিনি নিজেও তা ভালো জানেন। আমার ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিগন্ত থেকে, অবিরতভাবে এক ধরনের মৃদু হাওয়া বয়ে আসছে আমার দিকে, সমস্ত জীবন ধরে, অনাগত দিন থেকে। এবং আসার পথে সে হাওয়া আমার ভিতরের সমস্ত ধ্যানধারণা সমান করে দিয়েছে যা এতোদিন ধরে মানুষেরা আমার ভিতরে গড়ে তুলতে চেয়েছে, এমনকি সে সময়ও যখন আমি একই ধরনের অবাস্তব জীবন যাপন করে আসছিলাম। অন্যকারো মৃত্যু, বা কোন মায়ের ভালোবাসা বা তাঁর ঈশ্বর—আমার কাছে এদের মূল্য কি? বা একজন যেভাবে জীবন যাপন করতে চায়, একজন যেভাবে ভাগ্য বেছে নিতে চায়, সে একই ভাগ্য আবার 'বেছে' নিতে বাধ্য হয় শুধু আমাকে নয় আরো হাজার লক্ষ সুবিধাভোগী মানুষকে, যারা তার মতো, আমাকে নিজের ভাই বলে সম্বোধন করেছে। অবশ্যই—অবশ্যই তাকে তা দেখতে হবে? প্রতিটি মানুষ যারা বেঁচে আছে তারা সবাই সুবিধাভোগী, শুধুমাত্র একটি মানব শ্রেণী আছে, সুবিধাভোগী শ্রেণী। একদিন তাদের সবাইকে একইভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
মরতে হবে, অন্যান্যদের মতো তার পালাও আসবে। তা ছাড়া খুনের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার পর কাউকে যদি মরতে হয় মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় না কাঁদার জন্যে তাতেও বা কি আসে যায়? কারণ অন্তিমে তো দুটোর পরিণতি একই। সালামানোর স্ত্রী এবং সালামানোর কুকুর সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সেই রোবট মহিলাও 'অপরাধী' যেমন অপরাধী প্যারিসের সেই মেয়েটি যে ম্যাসনকে বিয়ে করেছে বা মারি, যে চেয়েছিলো আমি তাকে বিয়ে করি। কি লাভ হতো যদি সেলেস্তে থেকে রেমন্ড আমার আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হতো, যার যোগ্য সে? কি আসে যায় যদি এ মুহূর্তে মারি তার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে চুমু খেতে থাকে? এমন একজন হতভাগ্য হিসেবে কি তিনি বুঝতে পারছেন না আমার ভবিষ্যত থেকে যে ঝড়ো হাওয়া বয়ে আসছে তার মানে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি?

আমি এতো জোরে চিৎকার করছিলাম যে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আর ঠিক তখনই ওয়ার্ডাররা ছুটে এসে আমার মুঠো থেকে পাদ্রীকে মুক্তো করার চেষ্টা করলো। একজন এমন ভঙ্গী করলো যেন আমাকে মারবে। পাদ্রী তাদের শান্ত করে একমুহূর্তের জন্যে চুপচাপ আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম, তার চোখে পানি, টলটল করছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সেল ত্যাগ করলেন।

তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু এ উত্তেজনা আমায় ক্লান্ত করে তুলেছিলো তাই বিছানায় ঢলে পড়লাম। বোধহয় অনেক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম কারণ জেগে দেখি তারারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে গ্রামের কোলাহল মৃদুভাবে শোনা যাচ্ছিলো, আর মাটি ও লবণের গন্ধ মাখা ঠাণ্ডা রাত্রির বাতাস আমার গালে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিলো। ঘুমোলে গ্রীষ্মরাত্রির চমৎকার শান্তি আমাকে স্রোতের মতো আলোড়িত করে তুললো। এবং ঠিক ভোর হবার আগে কানে ভেসে এলো একটি স্টীমারের বাঁশীর শব্দ। মানুষ মানুষীরা এমন এক পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করছে যার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে আমার কাছে চিরদিনের জন্যে, এতোদিনের মধ্যে এই প্রথমবার আবছাভাবে মায়ের কথা মনে পড়লো। এবং মনে হলো এখন বুঝলাম কেন জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি একজন 'ফিঁয়াসে' বেছে নিয়েছিলেন, কেন আবার নতুন করে সব শুরু করতে চেয়েছিলেন। সেই আশ্রমে যেখানে জীবনের শিখা প্রায় নিভু নিভু সেখানেও সন্ধ্যা নামতো সান্ত্বনার মতো। মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে মা'র নিশ্চয় মনে হয়েছিলো মুক্তির তীরে কারো পৌঁছে যাওয়ার মতো, যে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে প্রস্তুত। পৃথিবীর কারো, কারো কোন অধিকার নেই তাঁর জন্যে অশ্রু বিসর্জনের। আমার নিজেকেও নতুন করে জীবন শুরু করার জন্যে তৈরি মনে হলো। যেন এই বিশাল ক্রোধ আমাকে পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে, আশা শূন্য করে দিয়েছে, এবং তারাভরা অন্ধকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
আকাশের দিকে তাকিয়ে, এই প্রথম, প্রথমবারের মতো প্রকৃতির প্রসন্ন নির্লিপ্ততার কাছে মন খুলে দিলাম। অমন অনুভব বস্তুতপক্ষে ভ্রাতৃসম, যে অনুভূতি, আমাকে সচেতন করেছে যে আমি সুখী এবং সুখী ছিলাম, সকল সিদ্ধি অর্জনের জন্যে, একটু কম নিঃসঙ্গতা বোধের জন্যে আমার কেবল আশা আছে যেদিন আমার শিরোচ্ছেদ করা হবে সেদিন যেন দর্শকের এক বিশাল ভীড় থাকে আর তারা যেন কুৎসিত চিৎকারে আমাকে বরণ করতে থাকে।